জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদন

অক্টোবর ২০২৫

সপ্তম খণ্ড

CamScanner

সপ্তম খণ্ড

সূচিপত্র

পরিশিষ্ট-২৯:	জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে কমিশনের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকের পর রাজনৈতিক দল ও জোট কর্তৃক প্রেরিত মতামত	৩
পরিশিষ্ট-৩০:	‘নারীর রাজনৈতিক অধিকার ফোরাম’ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কমিশনের বৈঠকের সারসংক্ষেপ	৩৬
পরিশিষ্ট-৩১:	জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত গ্রহণ সম্পর্কিত ১ম বৈঠকের সারসংক্ষেপ	৩৯
পরিশিষ্ট-৩২:	জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের গ্রহণ সম্পর্কিত ২য় বৈঠকের সারসংক্ষেপ	৫৬
পরিশিষ্ট-৩৩:	জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের গ্রহণ সম্পর্কিত ৩য় বৈঠকের সারসংক্ষেপ	৭১
পরিশিষ্ট-৩৪:	জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের গ্রহণ সম্পর্কিত ৪র্থ বৈঠকের সারসংক্ষেপ	
পরিশিষ্ট-৩৫:	জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের গ্রহণ সম্পর্কিত ৫ম বৈঠকের সারসংক্ষেপ	

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যগণের নামের তালিকা

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা	সভাপতি
অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রধান	সহ-সভাপতি
জনাব সফর রাজ হোসেন, পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান	সদস্য
ড. বদিউল আলম মজুমদার সংস্কার কমিশন প্রধান	সদস্য
বিচারপতি এমদাদুল হক, সদস্য, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন	সদস্য
ড. ইফতেখারুজ্জামান, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান	সদস্য
ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া, সদস্য, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন	সদস্য

পরিশিষ্ট-২৯

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে কমিশনের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকের পর রাজনৈতিক দল ও জোট কর্তৃক প্রেরিত মতামত

জুলাই জাতীয় সনদ বিষয়ক এবি পার্টির মতামত/প্রস্তাবনা

তারিখ: ৩১ আগস্ট ২০২৫

জুলাই জাতীয় সনদ জাতির ইতিহাসে এক অনন্য দলিল, যা জনগণের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে। এই সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন জনগণের ইচ্ছা ও একান্ত অভিপ্রায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং, জুলাই সনদের আইনি বৈধতা, সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং কার্যকর বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।

পরামর্শ/প্রস্তাব:

১. জুলাই সনদের বাস্তবায়ন কেন অপরিহার্য?

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, জুলাই জাতীয় সনদ- রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসনব্যবস্থায় মৌলিক সংস্কার, গণঅভ্যুত্থানের স্বীকৃতি, দায়মুক্তির নীতি, শাহাদাত বরণকারীদের মর্যাদা, আহতদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা এবং ফ্যাসিবাদের বিচারের অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত করেছে। সুতরাং এই সনদ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. সাংবিধানিক বৈধতা অর্জনের প্রস্তাবিত পথসমূহ:

জুলাই সনদকে সাংবিধানিক বৈধতা প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত দুইটি বিকল্প প্রস্তাব:-

ক) গণপরিষদ নির্বাচন/গঠন করে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় অনুমোদন।

খ) সরাসরি গণভোটের মাধ্যমে জনগণের সম্মতি অর্জন।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর

জুলাই জাতীয় সনদের উপর পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাব

*** জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫**

১। পটভূমি:

যে সব বিষয় যুক্ত হবে-

- ✓ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।
- ✓ ১৯৭৫ সালে ২৫ জানুয়ারি বাকশাল প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র হত্যা।
- ✓ ১৯৭৫ এর পট পরিবর্তন ও সামরিক শাসন জারি।
- ✓ ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ ও গণভোট।
- ✓ এরশাদের সামরিক শাসন ও গণভোট।
- ✓ ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর পল্টন হত্যাকান্ড ও পরবর্তীতে ১/১১ জরুরী অবস্থা জারী এবং নির্বাচন বানচাল।
- ✓ ২০০৯ সালে বিডিআর হত্যাকান্ডের স্থলে সেনা হত্যাকান্ড হবে।
- ✓ ফ্যাসিবাদী শাসনামলে আমলে বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড।
- ✓ আওয়ামী লীগ শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার...
- ✓ আওয়ামীলীগ ও তাদের দোসর জাতীয় পার্টিসহ সকল সহযোগী সংগঠনের নাম উল্লেখ করা।
- ✓ শতভাগ জনমতের মূল্যায়ন ও কার্যকরী সংসদ গঠনের লক্ষে উভয়কক্ষে পিআর (PR) পদ্ধতি চালু করা সময়ের একান্ত দাবী।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

- ✓ রাজনৈতিক দলগুলো কমিশনের কাছে তাদের মতামত দাখিল করে

৫। কমিশনের কার্যক্রম

- ✓ নারী সংস্কার কমিশন রিপোর্ট সরকার কি করবে তা স্পষ্ট করা।

৬। সংসদ নির্বাচনের রূপরেখা স্পষ্ট করা।

*** রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি**

- ✓ আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও অবিচল বিশ্বাস যুক্ত হবে।

*** রাষ্ট্রপতি**

১১। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব

- ✓ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর নিয়োগ এখান থেকে বাদ দেয়া।

*** প্রধানমন্ত্রী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার**

১৬। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা

- ✓ (৪) নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ বাদ যাবে, কেবলমাত্র সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলসমূহ।

*** স্থানীয় সরকার**

২০। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ:

- ✓ প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করিতে পারিবে এটা আরো স্পষ্ট করা দরকার।

২৮। জাতীয় সংসদে দলের বিরুদ্ধে ভোটদান:

- ✓ অর্থবিল এবং আস্থা এর সাথে সংবিধান সংশোধন যোগ করা।

*** জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা**

১)

- ✓ বন্দোবস্ত? স্থানে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হবে
- ✓ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবো??

৮)

- ✓ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য এর স্থানে বর্তমান অন্তরবর্তীকালীন সরকার অবিলম্বে কার্যকর করবে
- ✓ পরবর্তী এর স্থানে আসন্ন ত্রয়োদশ ত্রয়োদশ সংসদ হবে।
- ✓ রাষ্ট্রপতির ঘোষণাপত্র জারির মাধ্যমে আইনি ভিত্তি দেয়া হবে তা অঙ্গিকারে উল্লেখ করা।

(ইউনুছ আহমাদ)
মহাসচিব
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
ইউনুস আহম্মেদ সেখ
মহাসচিব
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

ইসলামী ঐক্যজোট (আইওজে)
ISLAMI OIKYAJOTE (IOJ)

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ৫৭ কাজী রিয়াজ উদ্দীন রোড, লালবাগ, ঢাকা-১২১১

সূত্র :

তারিখ : ০৩. ০৯.২০২৫ ইং

ইসলামী ঐক্যজোট শুরু থেকে সংস্কার কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে যখন ইসলামী ঐক্যজোটের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ হয়, তখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেছে।

তবু, ইসলামী ঐক্যজোট দৃঢ়ভাবে মনে করে যে সংবিধানের মৌলিক নীতিসমূহের মধ্যে "আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" পুনর্বহাল করা অপরিহার্য। এছাড়াও, সংবিধানের কোনো বিধান কোরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না—এই শর্ত সংযুক্ত করার জন্য জোটের পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হয়েছে।

জুলাই সনদ ও সংশ্লিষ্ট সংস্কার কার্যক্রম, স্বল্পমেয়াদি হোক বা দীর্ঘমেয়াদি, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

মা-আস্‌সালাম

(মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী)
মহাসচিব
ইসলামী ঐক্যজেট

নিবন্ধন নং- ০৩৮

খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলুন

খেলাফত মজলিস
KHELAFAT MAJLIS

সূত্র : তারিখ :

চিঠি নং- ২০২৫-২৬/০৬

তারিখঃ ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বরাবর,
সহ সভাপতি মহোদয়
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
ঢাকা

বিষয়ঃ জুলাই জাতীয় সনদ- ২০২৫ এর বাস্তবায়নে খেলাফত মজলিসের অভিমত প্রসঙ্গে।

জনাব,
নিবেদন এই যে, জুলাই জাতীয় সনদ- ২০২৫ এর বাস্তবায়নে খেলাফত মজলিসের অভিমত হচ্ছে নিম্নরূপঃ

১. জুলাই সনদ- ২০২৫ স্বাক্ষরের পর দুই মাসের মধ্যে গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদ-২০২৫ কে সাংবিধানিক ও আইনী মর্যাদা বা বৈধতা প্রদান করা।

অথবা

জুলাই সনদের রাষ্ট্রীয় পলিসি বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো অর্ডিনেন্স বা নির্বাহী আদেশে বাস্তবায়ন করা। আর সংবিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো রাষ্ট্রপতির Proclamation (ঘোষণা) এর মাধ্যমে আশু কার্যকর করা তবে শর্ত হচ্ছে যে, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে কোন পরিবর্তন- পরিবর্ধন ছাড়াই সেগুলো Ratify (আনুষ্ঠানিক অনুমোদন) করতে সংসদ সদস্যগণ বাধ্য থাকবেন- এ মর্মে সকল দল ও পক্ষের কাছ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা।

২. জুলাই জাতীয় সনদ- ২০২৫ এর ভিত্তিতেই ফেব্রুয়ারী ২০২৬ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন করা।

অতএব জুলাই জাতীয় সনদ- ২০২৫ এর বাস্তবায়নে খেলাফত মজলিসের অভিমত গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

(ড. আহমদ আবদুল কাদের)
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস
মোবাইল ফোনঃ ০১৭১৫১১৬১৫২

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

পাতা ১ / ১

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ১৬, বিজয়নগর (৫ম তলা) ঢাকা- ১০০০। ফোন : ০২-৪৯৩৫৪৩২১
Central Office : 16, Bijoynagar (4th Floor), Dhaka-1000. Phone : 02-49354321
web : www.khelafat-majlis.org, e-mail : khelafatmajlis@gmail.com

গণঅধিকার পরিষদ

যেগুলো অধ্যাদেশের মাধ্যমে সম্ভব সেগুলো অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর বাকি গুলো গণভোটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে।

গণসংহতি আন্দোলন

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি

৩০৬-৩০৭, রোজভিউ প্লাজা, ১৮৫ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, হাতিরপুল, ঢাকা-১২০৫, ফোন: ০১৭২১-৬২৩৬২৭

ganosamhati.cec@gmail.com. www.ganosamhati.org, https://www.facebook.com/ganosamhati/

সংযোজন ও সংশোধন সহ পাঠালাম:

সংস্কার প্রক্রিয়া বা জুলাই সনদ বাস্তবায়ন বিষয়ে আমাদের মতামত:

১. যেসব বিষয়ে ইতিমধ্যেই ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সংবিধান সংস্কারের প্রয়োজন নাই সে সব বিষয়ে সরকার এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, সেগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য।

২. জুলাই সনদ এর আইনি এখতিয়ার প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঐক্য কমিশনের সভাপতি হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে তা প্রধান বিচারপতির কাছে মতামতের জন্য পাঠাতে পারেন। সংবিধানের ১০৬ ধারার আলোকে জাতীয় প্রয়োজন বিবেচনায় রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যমতের গৃহীত ব্যবস্থা বলি কে সর্বোচ্চ আদালতের কর্তৃত্ব বলে বৈধতা দেওয়া যেতে পারে।

৩. আদালতের মতামতের ভিত্তিতে অন্তবর্তীকালীন সরকার পরবর্তীতে নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদের ঐক্যমত হওয়া বিষয়গুলোকে বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠায় প্রজ্ঞাপন জারি করতে পারে।

৪. যেসব বিষয়ে বিভিন্ন দলের নোট অফ ডিসেন্ট আছে সেগুলোকে তাদের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে উল্লেখ করে সে বিষয়ে জনগণের মতামত নিতে হবে। জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই এইসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৫. আগামী নির্বাচন সংবিধান সংস্কার পরিষদের নির্বাচন আকারে করার মাধ্যমে এই সংস্কারকে টেকসই করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু বর্তমানে সংবিধান স্থগিত করা হয়নি এবং সংবিধান এর আলোকেই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সরকার পরিচালিত হচ্ছে এবং বর্তমানে এটা বিলুপ্ত করার ক্ষেত্রে কোন ঐক্যমত নাই সেক্ষেত্রে গণপরিষদ গঠন করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে একটি নিয়মিত সংসদ দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সংবিধানের সংশোধনী করতে পারে কিন্তু তাকে জুলাই সনদের মতো মৌলিক সংস্কারের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত বলে আমরা বিবেচনা করি। ফলে এই দুইয়ের মাঝামাঝি পথ সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন করে বাংলাদেশের অনন্য (ইউনিক) সমস্যার একটি অনন্য সমাধান করা যেতে পারে। আমরা এ বিষয়ে ঐক্য কমিশনকে উদ্যোগ নেওয়ার আহবান জানাই।

৬. নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ছয় মাসের মধ্যে সংবিধান সংস্কারের কাজ শেষ করবেন এবং পরবর্তী এক বছরের ভেতরে সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন।

গণফোরাম

উদীয়মানসূর্য

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ ৩২, পুরানা পল্টন, সুলতান আহমেদ প্লাজা, (১২ তলা, রুম নং -১২০৫), ঢাকা-১০০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১-১৫৪৭৭৭, ইমেল ঃ gonoforum1993.bd@gmail.com

তারিখ: ০২/ ০৯/ ২০২৫ ইং

বরাবর,
সহ- সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

বিষয়ঃ **জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ।**

জনাব,
জুলাই সনদ বাস্তবায়ন সম্পর্কে আমাদের দল গণফোরামের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করছি-

১) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত যেসকল বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে সেগুলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামী জাতীয় সংসদে পাস করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে।

২) সংবিধান সংশোধন ব্যতীত অন্যান্য যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অধ্যাদেশ জারি করে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

শুভেচ্ছাসহ

ডা. মো. মিজানুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক, গণফোরাম।

নাগরিক ঐক্য

জুলাই সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর স্বাক্ষর জাতির কাছে একটা অঙ্গীকার। এর পাশাপাশি জুলাই সনদে লিপিবদ্ধ প্রতিটি অংশের (পটভূমি, ঐকমত্যে পৌঁছানো বিষয়সমূহ এবং অঙ্গীকারনামা) আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আদালতের সুপারিশ/নির্দেশনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রসংস্কার আন্দোলন থেকে কমিশনের কাছে জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের পথ হিসাবে নিচের প্রস্তাব রাখছি:

যে পদ্ধতিতে জাতীয় সনদ আইনি ভিত্তি পাইতে পারে

....

যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ২৪ এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান হয়েছে এবং যে লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য 'তত্বাবধায়ক সরকার'-এর পরিবর্তে এইবার অর্ন্তবর্তী সরকার গঠিত হয়েছে এবং যে বিষয়ে ফ্যাসিষ্ট হাসিনা সরকার এবং তার দোসররা ছাড়া দেশের বাকী সকল রাজনৈতিক দল, সংগঠন এবং জনগন একমত হয়েছে, তা হলো স্বৈরতন্ত্র যাতে আর রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতা না পায়, তা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার আইন-কানুন এবং সংবিধানের কিছু মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। (ঐকমত্য কমিশন প্রণীত জাতীয় সনদের ভূমিকায় কিছুটা বলা আছে)

এই পরিবর্তনগুলো যাতে সাধারনভাবে 'সংবিধান সংশোধনের" (amendment of constitution) মতো না হয়, উচ্চ আদালত কিংবা পরবর্তী সংসদ শূধুমাত্র দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে, জনগনের মতামত ছাড়া ত্রয়োদশ সংশোধনীর মতো যাতে বাতিল করে না দিতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য, এইবারের 'জাতীয় সংসদ' নির্বাচনে নির্বাচিতদেরকে একই সাথে সংবিধান সংস্কারের বৈধ ক্ষমতা সম্পন্ন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল সম্মিলিতিভাবে এ বিষয়ে 'জাতীয় সনদ' গ্রহন করেছে । সেই সনদের আলোকে এবং জনগনের অভিপ্রায় হিসাবে এই ধরনের একটি বিশেষ নির্বাচন, যা একই সাথে 'জাতীয় সংসদ'এবং 'সংবিধান সংস্কার সভা'র নির্বাচন হিসাবে চিহ্নিত হবে, তা সম্পন্ন করা এবং 'জাতীয় সনদ'কে আইনগত বৈধতা দেওয়া, 'ডকট্রিন অব নেসেসিটি' অনুযায়ী গ্রহন যোগ্য হবে কিনা তা জানতে চেয়ে আপীলেট ডিভিশনে বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৬ মোতাবেক একটি রেফারেন্স প্রেরণ করা যেতে পারে।

আপীলেট ডিভিশন যদি তা অনুমোদন করে, তাহলে বর্তমান সরকার যে মাত্রায় বৈধ, আগামী 'জাতীয় সংসদ' এবং 'সংবিধান সংস্কার সভা'র নির্বাচনও ততটাই বৈধতা পাবে।

এই সংবিধান সংস্কার সভা তাদের প্রথম অধিবেশনে জাতীয় সনদে যেই সকল সংস্কার প্রস্তাবের পক্ষে সকল রাজনৈতিক দল সমূহের মাঝে ঐকমত্য আছে সেইসব প্রস্তাব দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনের ভিত্তিতে অনুমোদন দেবে। যেই সব প্রস্তাবের বিষয়ে ঐকমত্যে আসা সম্ভব হয় নাই সেইসব প্রস্তাবের বিষয়ে সমঝোতায় উপনীত হবার লক্ষ্যে আলাপ শুরু করবে এবং ১২০ দিন অতিবাহিত হবার আগেই সেই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার সভায় ভোটের ব্যবস্থা করবে।

ইসলাম ঈমান এহসান

জাকের পার্টি

সূত্র ঃ

তারিখঃ০২/০৯/২০২৫ইং

বরাবর

আলী রিয়াজ
সম্মানিত সহ সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

জনাব

আসসালামু আলাইকুম।

জনগনের ইচ্ছার প্রতিফলনের প্রতি আমরা সব সময়ই শ্রদ্ধাশীল।
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা চেয়েছেন।

আপনার আহবানের প্রতি পূর্ণ সম্মান ও আস্থা রেখে বলবো, সংবিধান স্বাভাবিকভাবেই সকল কিছুর উর্দ্ধে। সংসদে দুই তৃতীয়াংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েও সংবিধানে সংশোধনী আনা হয়েছে কয়েক বার। তবে তা নিয়ে বিতর্ক ও অসন্তুষ্টি ছিল। সেখানে জনগণকে সম্পৃক্ত করা হয় নি।

তাই সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে সংশোধনী আনার ব্যাপারে গণভোটের মাধ্যমে জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া তা গ্রহণযোগ্য হবে না। মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। জনগণই গনভোটে নির্ধারণ করে দেবে বিষয়গুলো।

তবে প্রশাসনিক বিষয় সংক্রান্ত প্রস্তাবনা বাস্তবতার নিরীখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যাচাই করে অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

আমরা অবশ্যই সমর্থন করি যে, নির্বাচিত সংসদেও অধিকাংশ বিষয়ে নির্বাচিত সরকার সংশোধনী আনবে। তবে তার আগে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংসদ এবং গণভোটের মাধ্যমে সংবিধানে পরিবর্তন আনলে জনগণের আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটবে। সংসদ নির্বাচন স্বচ্ছ হতে হবে, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং নিরপেক্ষতার কোনো প্রশ্ন থাকলে সেই নির্বাচিত সংসদ এবং সেই সংসদের দ্বারা সাংবিধানিক পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য হবে না।

ঐকমত্য প্রশ্নে আপনার উদ্যোগ,পদক্ষেপ, প্রচেষ্টা এবং ধৈর্য্য - অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার।

সকলের প্রচেষ্টায় গনতন্ত্রের কাঙ্খিত অগ্রযাত্রা মসৃণ ও দৃঢ় হোক।

বিনীত,

(শামীম হায়দার)
মহাসচিব, জাকের পার্টি
মোবাইলঃ ০১৭১৮-৩৬৫৭১৩।

www.zakerpartybd.com; ফেইসবুক www.facebook.com/zakerparty

দুনিয়ার মজদুর, নিপীড়িত জাতিসমূহ ও জনগণ এক হও

জাতীয় গণফ্রন্ট

২২/১, তোপখানা রোড (৪র্থতলা), কক্ষ নং-৪১৫, ঢাকা-১০০০
মোবা: ০১৭১১-৯৭০৫১২, ০১৭১০-৩০০৭১৭

তারিখ: ০৩/০৯/২০২৫ ইং

বরাবর
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

জনাব
শুভেচ্ছা নিবেন,

গত ১লা সেপ্টেম্বর ২০২৫ ঐকমত্য কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দল সমূহের অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে আলোচনার ভিত্তিতে আইন বাস্তাবায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে জাতীয় গণফ্রন্ট এর বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে জাতীয় গণফ্রন্ট এর বক্তব্য জাতীয় ঐকমত্য কমিশনকে জানানো হয়েছে। আপনাদের সর্বশেষ চিঠির ভিত্তিতে আমাদের মতামত হল সংবিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট আইন সমূহ আগামী নির্বাচিত সংসদের প্রথম অধিবেশনেই উত্থাপন করে আইনে পরিনত করতে হবে। এবং অন্য আইন সমূহের যা নির্বাহী আদেশ এবং অধ্যাদেশ জারি করে কার্যকরী করা যায় তা নির্বহীর আদেশ এবং অধ্যাদেশ জারি করে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনেই অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

ধন্যবাদসহ

আমিনুল হক টিপু বিশ্বাস
সমন্বয়ক
জাতীয় গণফ্রন্ট

সূত্রঃ এনডিএম/নিক/০৫৩ তারিখঃ ০২/০৯/২০২৫

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন বিষয়ক দলীয় মতামতঃ

১। জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের মতামত জানতে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের নিকট আনুষ্ঠানিক পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২। সংবিধান সংশোধনের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কার প্রস্তাবনা অধ্যাদেশ, নির্বাহী আদেশ বা প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে কার্যকর করা যেতে পারে।

৩। সংবিধান সংশোধনের সাথে সম্পর্কিত সংস্কার প্রস্তাবনা পরবর্তী নির্বাচিত সংসদ বাস্তবায়ন করবে।

৪। সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত সংস্কার প্রস্তাবনা বাস্তবায়নে গণপরিষদ নির্বাচন বা গণভোট আয়োজন করা যাবে না।

৫। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত সংস্কার বিষয়ক সুপারিশমালা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং জোট কর্তৃক প্রদত্ত “নোট অব ডিসেন্ট” এর বিষয়সমূহ “নোট অব ডিসেন্ট” এর পূর্ণাঙ্গ ভাষা সহকারে জুলাই জাতীয় সনদে উল্লেখ করতে হবে। যেসব রাজনৈতিক দল এবং জোট “নোট অব ডিসেন্ট” প্রদান করেছেন তাঁরা নিজেদের নির্বাচনী ইশতেহারে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ “নোট অব ডিসেন্ট” এর পূর্ণাঙ্গ ভাষা সহকারে উল্লেখ করবে। যারা জনগণের রায় নিয়ে সরকার গঠন করবে তাঁরা ইশতেহার অনুযায়ী "নোট অব ডিসেন্ট" সহকারে থাকা সংস্কার প্রস্তাবনাগুলো নিজস্ব "নোট অব ডিসেন্ট" এর ভাষার আলোকে বাস্তবায়ন করবে।

৬। জুলাই জাতীয় সনদকে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি হিসাবে উল্লেখ করতে হবে যার আইনি ভিত্তি পরবর্তী নির্বাচিত সংসদ প্রদান করবে।

ধন্যবাদান্তে

ববি হাজ্জাজ
চেয়ারম্যান, এনডিএম

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম

মোমিনুল আমিন
মহাসচিব, এনডিএম

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম
+880 1734 530449
communication.ndm@gmail.com
www.ndmbd.org
Shanti Nikunj, Holding No-134/10, Ward-21
Badda Link Road, Badda Dhaka-1212

জাতীয় নাগরিক পার্টি– এনসিপি

কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি

(অস্থায়ী কার্যালয়ঃ রূপায়ন ট্রেড সেন্টার, বাংলামোটর, ঢাকা)

তারিখঃ ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বরাবর,
অধ্যাপক আলী রীয়াজ
সহ সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
ব্লক - ১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

বিষয়: জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত উপায় সম্পর্কিত মতামত।

মাননীয় সহ-সভাপতি,

আপনার প্রেরিত পত্র নং-৫৫.০০.০০০০.১২১.৯৯.০০১.২৫-৭৮১, তারিখ ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এর প্রেক্ষিতে জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

আমরা মনে করি, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সর্বোত্তম ও গণতান্ত্রিক উপায় হবে একটি **গণপরিষদ (Constituent Assembly)** গঠন করা। কারণ:

১. জুলাই সনদ জনগণের সর্বজনীন অভিমতের প্রতিফলন, তাই এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সরাসরি গণপ্রতিনিধিত্বশীল একটি সংস্থা দ্বারা হওয়া অপরিহার্য।

২. একটি গণপরিষদ দেশের সর্বস্তরের জনগণ, রাজনৈতিক দল ও সামাজিক শক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করবে এবং প্রস্তাবিত সংস্কার ও সনদ বাস্তবায়নের জন্য সাংবিধানিক কাঠামো প্রদান করবে।

৩. এই পদ্ধতি গণতন্ত্রের মৌলিক চেতনাকে সংরক্ষণ করবে এবং ভবিষ্যতে যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক বিতর্ক বা বৈধতা-সংকট এড়াতে সহায়ক হবে।

আমরা আশা করি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আমাদের এ প্রস্তাব বিবেচনা করে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় গণপরিষদ গঠনের সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করবে।

ধন্যবাদান্তে,

আহ্বায়কের পক্ষে,
জাবেদ রাসিন
যুগ্ম আহ্বায়ক
জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি

জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
Jatiyotabadi Somomona Jote

সূত্র: তারিখঃ ০২/০৯/২০২৫ইং তারিখ:

বরাবর,
মাননীয় সহ-সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
ব্লকঃ ০১, জাতীয় সংসদ
এমপি হোস্টেল, ঢাকা।

বিষয়ঃ জুলাই সনদ-২০২৫ এর পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া (সংশোধিত) এবং সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান প্রসঙ্গে।

জনাব,
জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানবেন। গত পহেলা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ইং তারিখ রোজ সোমবার অনুষ্ঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলসমূহের জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া (সংশোধিত) এবং সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনানুষ্ঠানিক আলোচনার প্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের মতামত সমূহ নিম্নরূপঃ

১. জুলাই সনদ-২০২৫ এর পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া (সংশোধিত) তে আলোচিত ৮৪টি দফার মধ্যে যেসব বিষয়ে অধ্যাদেশ, নির্বাহী আদেশ বা বিধি দ্বারা কার্যকর করা সম্ভব, তাহা অবিলম্বে কার্যকর করা যেতে পারে।

২. সংবিধান সংক্রান্ত বিষয় নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের দ্বারা সাংবিধানিক পন্থায় জাতীয় সংসদে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৩. আইনের কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের মাননীয় আপীল বিভাগ থেকে পরামর্শ নেয়া যেতে পারে।

জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

ধন্যবাদান্তে,

ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ
সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও
সিনিয়র আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

প্রধান কার্যালয়: ৮৫, নয়াপল্টন, (৫ম তলা), পল্টন, ঢাকা-১০০০, **ফোন:** ০১৭১৫-৬২৭২৮৮, **ই-মেইল:** jatiyotabadisomomonajote@gmail.com
Head Office: 85, Nayapaltan, (4th Floor) Paltan, Dhaka-1000, **Phone:** 01715-627288, **E-mail:** jatiyotabadisomomonajote@gmail.com

শ্রমজীবী-কর্মজীবী-পেশাজীবী-জনগণ এক হও

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি

৬৫-বঙ্গবন্ধু এভিনিউ (৪র্থ তলা), গুলিস্তান, ঢাকা-১০০০, রেজিঃ নং-০১৫।
মোবাইলঃ সভাপতি-০১৭১১-৫৬১০৬১, সাধারণ সম্পাদক-০১৮১৯-২৬৩৭৪৯, দপ্তর সম্পাদক-০১৮৮০-৮৯৯৯৬৭ ই-মেইল ঃ jsdoffice.1972@gmail.com

তারিখঃ ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বরাবর
অধ্যাপক আলী রীয়াজ
সহ-সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে জেএসডির প্রস্তাবিত রূপরেখা:

জাতীয় সনদ শুধু একটি প্রতীকী দলিল নয়। এটা যাতে সাংবিধানিক, আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক এক পূর্ণাঙ্গ চুক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারে সেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

জাতীয় সনদ" (National Charter) যদি রাষ্ট্র-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে গ্রহণ করা হয়, তাহলে তার আইনগত ভিত্তি দাঁড় করাতে হবে সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভিতরে। সংবিধান সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানের উপর কোন আইন বা অধ্যাদেশ বা প্রোকলামেসন স্থান পাবে না।

অন্যদিকে জুলাই ঘোষণাপত্রের ২৫ অনুচ্ছেদ সেহেতু, বাংলাদেশের জনগণ যুক্তিসঙ্গত সময়ে আয়োজিতব্য অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদে প্রতিশ্রুত প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে দেশের মানুষের প্রত্যাশা বিশেষত তরুণ প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আইনের শাসন ও মানবাধিকার, দুর্নীতি, শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন ও মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে।

সুতরাং জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর জাতীয় সনদ জাতীয় সংসদে গৃহীত হবে–জুলাই সনদে এটা ঘোষণার পর জাতীয় ঐকমত্য কমিশন অন্য কোন প্রস্তাব দিতে পারে কিনা! এগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে হবে।

ঘোষিত জুলাই ঘোষণাপত্রকে অর্থহীন করে ফেললে জাতীয় সনদও কার্যকর করা সম্ভব হবে না।

আমাদের সংক্ষিপ্ত ও প্রাথমিক প্রস্তাব:

১. সাংবিধানিক স্বীকৃতি

জাতীয় সনদকে বৈধতা দিতে হলে প্রথমত এটিকে সংবিধানে সংযোজন করতে হবে। এবিষয়ে গণভোট অনুষ্ঠিত হলেও সংসদের অনুমোদন লাগবে। গণভোট (Referendum) কখনোই সংসদের বিকল্প নয়। বরং এটি সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপূরক (complementary) উপাদান। সংবিধান সংস্কার সভা এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচন একই সাথে সম্পন্ন করার প্রস্তাব ছিল আমাদের।

সংবিধানে একটি নতুন পরিচ্ছেদের অধীনে "জাতীয় সনদ অনুচ্ছেদ" যুক্ত করা যেতে পারে।
জাতীয় সনদকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার মানে এই নয় যে সনদের প্রতিটি ধারা বা প্রতিটি বাক্য হুবহু সংবিধানের অঙ্গ হয়ে যাবে। বরং এখানে একটি বাছাই করা সাংবিধানিকীকরণ (Selective Constitutionalization) প্রক্রিয়া থাকবে।

জাতীয় সনদের দুটি স্তর আলাদা করতে হবে–
সংবিধানিক স্তর: যেখানে অন্তর্ভুক্ত হবে মূলনীতি, রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শ ও নৈতিক ভিত্তি। যেমন–সাম্য,মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র, সংস্কার,প্রজাতন্ত্রের মালিকানা ইত্যাদি।

আইনগত স্তর: যেখানে থাকবে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া, প্রতিষ্ঠান, অর্থায়ন, পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদি।
Preamble Inclusion: সংবিধানের প্রস্তাবনায় সনদের মৌলনীতি সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার যুক্ত করা।
এভাবে এটি সংবিধানের অংশ হয়ে গেলে আদালত, নির্বাহীবিভাগ ও আইনসভা-তিনটি অঙ্গই এর প্রতি বাধ্য থাকবে।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ মনে করে যে, জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর যে সকল বিষয় সংবিধানের সথে সম্পৃক্ত নয় সেগুলো অধ্যাদেশ জারি করার মাধ্যমে কার্যকর করা এবং সংবিধানের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহ আগামী সংসদের উপর ন্যস্ত করা যুক্তিসঙ্গত, কল্যাণকর ও বৈধ পন্থা। সংবিধানের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করণ ও বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোর উপর যত রকম আইনি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যায় তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমরা সংবিধানের ত্রুটি ও অসঙ্গতি দূর করা এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার বিষয়ে শতভাগ আগ্রহী ও আন্তরিক, তবে সংবিধান ও জুলাই সনদকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর মত কোন বক্তব্য, প্রস্তাব ও কর্মপন্থাকে সমর্থন করিনা।

মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী

মহাসচিবঃ জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ

খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণ আন্দোলন গড়ে তুলুন

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস
BANGLADESH KHELAFAT MAJLIS

সূত্র :

তারিখ :

বরাবর
সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবয়ানের অঙ্গিকার নামার (২) নম্বরে উল্ল্যেখিত বিদ্যমান সংবিধান বাহল্য কোন আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই সনদের বিধান /প্রস্তাব /সুপারিশ প্রাধন্য পাইবে।

(৪) এই সনদের কোন বিধান / সুপারিশ কোন আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

উপরোক্ত দুইটি ধারার সাথে আমরা একমত ও জুলাই সনদে তা বহাল থাকবে।

বাস্তবয়ান

আমাদের দলের সিদ্ধান্ত হলো জুলাই সনদের যে সকল ধারা / সুপারিশ সংবিধানের সাথে সম্পর্কিত নয় তাহা অধ্যাদেশ/ র্নিবাহী আদেশের মাধ্যমে এখনই বাস্তবয়ান করা।

যে সকল বিষয় সংবিধানের সাথে সম্পর্কিত তাহার জন্য গণ ভোটের আয়োজন করা এবং জাতীয় সংসদ র্নিবাচনের পূর্বে জুলাই সনদ পুরাপুরি বাস্তবয়ান করতে হবে।

মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ
মহাসচিব

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ৫৯/৩/৩, পুরানা পল্টন (৫ম তলা), ঢাকা- ১০০০। ফোন : ৯৫৫৩৬৯৩
email : bdkhelafatmajlis@yahoo.com www.bangladeshkhelafatmajlis.org

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ ২৮/১, নয়াপল্টন, ভি.আই.পি রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৯৩৬১০৬৪ ফ্যাক্স: ৮৩১৮৬৮৭ E-mail: bnpcentral@gmail.com
চেয়ারপার্সনের কার্যালয় ঃ বাসা নং-০৬, রোড নং-৮৬, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২। ফোন: ৯৮৮৩৪৬২ ফ্যাক্স: ৯৮৮৩৪৫২ E-mail: bnpcpo@gmail.com

৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইং

বরাবর
অধ্যাপক আলী রীয়াজ
সহ-সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

সূত্রঃ স্মারক নং-৫৫.০০.০০০০.১২১.৯৯.০০১.২৫-৭৭৯ তারিখঃ ১৯ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

মহোদয়,
সালাম, প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিবেন।

উপরোক্ত সূত্রের পত্রের মাধ্যমে "জুলাই জাতীয় সনদ" বাস্তবায়নের উপায় ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আমাদের দলের সুনির্দিষ্ট মতামত চাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র মতামত নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ-

ছাত্র গণঅভ্যূত্থান, ২০২৪ পরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গণঅভ্যূত্থানের পক্ষাবলম্বনকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনসমূহের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর যে খসড়া 'জুলাই জাতীয় সনদ, ২০২৫' প্রণয়ন করেছে, তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি অন্যতম দলিল। এটি গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের প্রত্যাশার প্রতি এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী সকল জনগণের প্রতি জাতির পক্ষ থেকে একটি জাতীয় স্বীকৃতি ও বিনম্র কৃতজ্ঞতার স্মারক।

বিএনপি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, এই সনদের বাস্তবায়ন জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্বপ্ন ও চেতনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবে। এর মধ্য দিয়েই সূচনা হবে গণতন্ত্র, সুশাসন ও জবাবদিহিতার পক্ষে বাংলাদেশের নতুন যাত্রার।

কি প্রক্রিয়ায় জুলাই সনদের বাস্তবায়ন হবে, সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে হলে আমাদেরকে প্রথমেই দৃষ্টি নিবন্ধণ করতে হবে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা নোবেল লরিয়েট ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের এতদ্ সংক্রান্ত ভাষনের প্রতি। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এবং 'জুলাই জাতীয় সনদ, ২০২৫' এর বিষয়ে তাঁর বক্তব্য প্রণীধানযোগ্য।

বিগত ৬ জুন, ২০২৫ তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে জুলাই সনদের রূপরেখা ও প্রকৃতির পাশাপাশি এর বাস্তবায়ন কৌশলও বর্ণিত হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার ভাষায়-

> "আগামী জুলাই মাসেই সকল রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি 'জুলাই সনদ' প্রস্তুত করে আমরা জাতির সামনে উপস্থাপন করতে পারবো বলে আশা করছি।

১

গণতন্ত্র সমতা ন্যায় বিচার

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি

নিবন্ধন নং-৪৭

অস্থায়ী কার্যালয়ঃ ২২/১, তোপখানা রোড (৫ম তলা), ঢাকা-১০০০

ফোনঃ +৮৮-০২-৫৭১৬৪৬৪৪

E-mail: bangladeshjasod@gmail.com

অধ্যাপক আলী রিয়াজ
সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
ঢাকা

০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিষয়ঃ জাতীয় সনদ ২০২৫ এবং সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে

শুভেচ্ছা জানবেন। উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল – বাংলাদেশ জাসদের মতামত নিম্নরূপঃ

ক) জাতীয় সনদ ২০২৫এর পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত সমন্বিত খসড়া (সংশোধিত): যে সব বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শুধু সে সব বিষয় এ সনদে রাখা উচিত। তাহলে আমাদের দলের পক্ষ থেকে সনদে স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে। যে সব বিষয়ে দ্বিমত/ নোট অব ডিসেন্ট [বাংলাদেশ জাসদের প্রস্তাব: সংবিধানের ১৫০ (২) ধারা বাতিল না করা, নারী আসনের সংখ্যা একশত ও সরাসরি ভোটের বিধান রাখা], আলোচ্যসূচি থেকে বাদ রাখার [বাংলাদেশ জাসদের প্রস্তাব: সংবিধানে বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি বহাল রাখা] প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেগুলো সংযুক্তি কিংবা পৃথক প্রতিবেদনে রাখা। আমাদের দল সনদে স্বাক্ষর করার জন্য আগ্রহী। আশা করি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সে সুযোগ দেবে।

খ) সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া: যে সব বিষয়ে ঐকমত্য আছে সেগুলোর মধ্যে (১) জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হবার প্রয়োজন নেই, সেগুলো বিধি মোতাবেক সরকারী আদেশ দ্বারা নির্বাহী বিভাগ বাস্তবায়ন করতে পারে। (২) যে সমস্ত বিষয়ে জাতীয় সংসদে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গৃহীত আইনের প্রয়োজন হবে সেগুলো জাতীয় সংসদের অবর্তমানে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধমে বাস্তবায়িত হবে। তবে সনদে এটা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, সবগুলো অধ্যাদেশই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আগত সংসদে উত্থাপন করা হবে। (৩) যে সব বিষয় জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থনের ভিত্তিতে গৃহীত সাংবিধানিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে, সেগুলো আগত জাতীয় সংসদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। (৪) সংবিধানের প্রাধান্য খর্বকারী, কিংবা আদালতের এখতিয়ারকে খর্বকারী কোনো শর্ত দেয়া যাবে না। তবে জাতীয় সনদ গ্রহণে বাধা সৃষ্টির জন্য কেউ যেন সংবিধানের প্রাধ্যান্য ও আদালতের এখতিয়ারের অজুহাত তুলতে না পারে তা সনদে উল্লেখ থাকতে হবে। (৫) সনদ বাস্তবায়নের জন্য গণভোট, রাষ্ট্রপতির প্রোক্লামেশন, গণপরিষদ গঠনকে আমরা অপ্রয়োজনীয় মনে করি।

ধন্যবাদ

শরীফ নুরুল আম্বিয়া
সভাপতি
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- বাংলাদেশ জাসদ

ফোনঃ +৮৮০১৫৫৬৩২৮৪২২

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

Provisional Constitutional Order, 2025

WHEREAS, on the 5th August 2024 the citizens of Bangladesh by a mass movement which mobilised all sectors of society deposed the then Prime Minister Sheikh Hasina and the Awami League government.

AND

Whereas, the events of 5 August 2024, have handed over constituent power to the citizens of Bangladesh in exercise of the which the people have taken over the reigns of power.

AND

Whereas on the 8th of August 2025, the citizens of Bangladesh and all major political parties by widespread consensus set up and formed the Interim Government of Bangladesh to govern the country until the restoration of law and order and also to carry out reforms in order to create a un-biased and stable environment for holding free and fair national elections so as to restore democracy in the country.

AND

Whereas, on the 10th of August as a result of the mass movement the Chief Justice and the majority of the judges of eth Appellate Division were compelled to resign as they were considered inconsistent with the desire of the people for the setting up of a democratic environment for free and fair national elections.

AND

Whereas, pursuant to the resignation of the former Chief justice, a new Chief Justice was appointed acceptable to the citizens of Bangladesh consistent with the ideals of the revolution of July 2024.

AND

Whereas, the Constitution of 1972 has failed to protect the democratic and fundamental rights of the people and citizens of Bangladesh and has contributed to and exacerbated discrimination between individuals on political, religious, economic and social grounds.

AND

Whereas, the Constitution of 1972 has failed to protect the life and liberty of the people of Bangladesh leading to numerous cases of crimes against humanity and enforced disappearances by the state and government authorities.

AND

Whereas a number of major constitutional changes in the Executive and in the Judiciary have already been implemented in Bangladesh since the events of the 5 August 2024, through widespread consensus and in exercise of the constituent power of people.

AND

Whereas, various national commissions have been formed which have submitted their reports pursuant to which it is now necessary to implement the necessary constitutional reforms for the purpose of holding free and fair national elections.

NOW,

Therefore, pursuant to the authority granted to the Interim Government by the citizens of Bangladesh and pursuant to the constituent power exercised by them, the Interim Government hereby proclaims and enacts the following Order:

1(1) This Order shall be called the Provisional Constitutional Order, 2025.

(2) It shall be deemed to have come into effect on 5 August 2024.

(3) It shall apply to the entire territory of Bangladesh and to all and any citizens of Bangladesh wherever they may reside.

2(1) The citizens and people of Bangladesh having expressed their solemn will for constitutional reform have adopted the July Charter contained in Schedule I of this Order.

(2) This Order is the solemn expression of the will of people as expressed on 5 August 2024 and it shall have supremacy over of laws of Bangladesh.

(3) Any constitution, constitutional document, law, order, custom or convention insofar as the same is inconsistent with this Order shall be void to the extent of its inconsistency.

(4) All executive, legislative and judicial authorities shall continue to function subject to the provisions of this Order and shall at all times uphold and comply with the provisions of this Order.

(5) Any act or attempt to subvert this Order or to subordinate this Order in any manner to any other law or document shall be punished as sedition under Penal Code of 1860.

(6) All references to this Order shall include reference to any and all Schedules appended at the end of this Order.

3(1). No action shall be taken which is inconsistent with this Order.

(2) No law or rule shall be framed by any authority which is inconsistent with this Order.

(3) No judgment or order shall be passed by any court, tribunal or judicial authority which is inconsistent with this Order.

4. (1) The President may under the authority of this Order promulgate an Ordinance for holding elections for the purpose of democratically electing the next Government.

(2) The Ordinance referred to in Sub Article (1) shall prescribe for the holding of elections in such a manner and to such houses of parliament as are contemplated by and consistent with the provisions of this Order.

(3) Any candidate or political party intending to participate in national elections will be required to swear an affidavit or oath indicating his or its allegiance to this Order and also execute an undertaking to abide by and implement the July Charter.

(4) Failure by any candidate to swear an oath or execute an undertaking as contemplated under sub-Article (3) shall disqualify such candidate for elections.

(5) Any candidate campaigning against the provisions of the July Charter shall be disqualified for elections and shall be subject to punishment for sedition.

5.(1) This Order shall remain valid and in force until a new constitution has been enacted by Parliament by a three-fourths majority and adopted by the citizens of Bangladesh in a nationwide referendum.

(2) The provisions of the new constitution shall be consistent with the provisions of this Order.

(3) However, once the new constitution has been adopted by the people in a referendum, the legality or constitutionality of such new constitution can no longer be called into question by any authority as all authorities shall be deemed to have been created and governed by such new constitution.

তারিখ: ০৩-০৯-২০২৫ইং

বরাবর

অধ্যাপক আলি রিয়াজ

সহ সভাপতি

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

বিষয়: জুলাই সনদ২০২৫ বিষয়ে বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মতামত।

মুহতারাম!

আপনার কমিশন কর্তৃক প্রেরিত জুলাই সনদের সংশোধিত খসড়া আমাদের হস্তগত হয়েছে। আমরা তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। আমরা মনে করি এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অনন্য সাধারণ দলিল হিসেবে রাষ্ট্র ও জনকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ইতোমধ্যে আমরা আমাদের মতামত আপনাদের বরাবর প্রেরণ করেছিলাম। পূণরায় আপনার কমিশনের পক্ষ থেকে মতামত প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে।

অতএব,এই সনদ বাস্তবায়নে আমরা দলের পক্ষ থেকে নিম্ন লিখিত তিনটি সুপারিশ করছি।

১. জুলাই সনদ ২০২৫কে শক্তিশালী আইনি ভিত্তি প্রদান পূর্বক কার্যকর বলে গণ্য করতে হবে।

২. পরবর্তী কোন সরকার বা সংসদ জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে রচিত জুলাই সনদ২০২৫কে চ্যালেঞ্জ বা পরিবর্তন করতে পারবেনা মর্মে ঘোষণা দিতে হবে।

৩. জুলাই সনদ অবিলম্বে কার্যকর করে তার অধীনেই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে।

আপনাকে ধন্যবাদ।

মাআসসালাম

মুসা বিন ইযহার

মহাসচিব

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি।

বাংলাদেশ ধর্ম-কর্ম-সাম্যবাদ জিন্দাবাদ

বাংলাদেশ লেবার পার্টি
BANGLADESH LABOUR PARTY
চেয়ারম্যান - ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান

সূত্র ঃ লেবার পার্টি ২৩৮/২০২৫ তারিখ ঃ ০২/০৯/২০২৫

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন বিষয়ক দলীয় মতামত:

১। জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের মতামত জানতে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের নিকট আনুষ্ঠানিক পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২। সংবিধান সংশোধনের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কার প্রস্তাবনা অধ্যাদেশ, নির্বাহী আদেশ বা প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে কার্যকর করা যেতে পারে।

৩। সংবিধান সংশোধনের সাথে সম্পর্কিত সংস্কার প্রস্তাবনা পরবর্তী নির্বাচিত সংসদ বাস্তবায়ন করবে।

৪। সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত সংস্কার প্রস্তাবনা বাস্তবায়নে গণপরিষদ নির্বাচন বা গণভোট আয়োজন করা যাবে না।

৫। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত সংস্কার বিষয়ক সুপারিশমালা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং জোট কর্তৃক প্রদত্ত "নোট অব ডিসেন্ট„ এর বিষয়সমূহ "নোট অব ডিসেন্ট„ এর পূর্ণাঙ্গ ভাষা সহকারে জুলাই জাতীয় সনদে উল্লেখ করতে হবে। যেসব রাজনৈতিক দল এবং জোট "নোট অব ডিসেন্ট„ প্রদান করেছেন তাঁরা নিজেদের নির্বাচনী ইশতেহারে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ "নোট অব ডিসেন্ট„ এর পূর্ণাঙ্গ ভাষা সহকারে উল্লেখ করবে। যারা জনগণের রায় নিয়ে সরকার গঠন করবে তাঁরা ইশতেহার অনুযায়ী "নোট অব ডিসেন্ট" সহকারে থাকা সংস্কার প্রস্তাবনাগুলো নিজস্ব "নোট অব ডিসেন্ট" এর ভাষার আলোকে বাস্তবায়ন করবে।

৬। জুলাই জাতীয় সনদকে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি হিসাবে উল্লেখ করতে হবে যার আইনি ভিত্তি পরবর্তী নির্বাচিত সংসদ প্রদান করবে।

ধন্যবাদান্তে

(ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান ইরান)
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ লেবার পার্টি
মোবাইল : ০১৮২০ ৫৭৬ ৩৩০

85/1 Naya Paltan, 2nd Floor, Dhaka-1000, Bangladesh +8802 4831 2699 01820 576330 labourparty2018@gmail.com

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

কেন্দ্রীয় কমিটি

মুক্তিভবন-৬ষ্ঠ তলা, ২ কমরেড মণি সিংহ সড়ক, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০২-২২৩৩৮৮৬১২, ২২৩৩৫২৪৮৩ মোবাইল : ০১৭১১৪৩৮১৮১, ফ্যাক্স : ০২-৪৭১২২৯৪৫

ই-মেইল : cpb.central@gmail.com, ওয়েব-সাইট : www.cpbbd.org

২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বরাবর
সহ-সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন
শেরে বাংলা নগর
ঢাকা।

জনাব
শুভেচ্ছা জানবেন।

জাতীয় ঐকমত্য সনদ ও এর বাস্তবায়ন নিয়ে ইতিমধ্যেই একাধিক আলোচনায় এবং লিখিতভাবে আপনাদের অবস্থান জানিয়েছি।

তারপরও কিছু কথা জানাতে চাই।

১. ঐকমত্য বলতে আমরা মনে করি, যেসব বিষয়ে সব দল পুরোপুরি একমত হয়েছে, এসব সিদ্ধান্তকে ঐকমত্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

এ বিষয়ে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যও অনুরূপ বলে আমরা বুঝেছি।

২. এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়েঃ

ক) ঐকমত্য হওয়া বিষয়গুলোর মধ্যে সংবিধানের সাথে সরাসরি সংযুক্ত নয়, এখনকার আইনে বাস্তবায়নের সুযোগ আছে, ঐ বিষয়গুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

খ) সংবিধান সংশোধনের জন্য একমাত্র পথ হবে, সংবিধানে প্রদত্ত পথ। আগামী দিনের নির্বাচিত জাতীয় সংসদ নিয়মানুযায়ী ঐকমত্যের বিষয়গুলো বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এজন্য প্রয়োজনীয় সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে।

ধন্যবাদসহ-

(রুহিন হোসেন প্রিন্স)
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)
ফোন : ০১৭১১৪৮৯৮৩২

জাতীয় সমঝোতা সনদের বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির মতামত-

২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ক। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ৮৪ টি সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে যেসমস্ত সংস্কার প্রস্তাব সংবিধান সম্পর্কিত নয় এবং যেগুলো আশু বাস্তবায়নযোগ্য সরকার তা নির্বাহী আদেশে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নিতে পারে।

খ। সংবিধান সম্পর্কিত

সংস্কার প্রস্তাবসমূহ পরবর্তী নির্বাচিত জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়ে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারায় যুক্ত হবে'- এটাই সাংবিধান বিধান। সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে এখন সরকারের দিক থেকে কোন নির্বাহী আদেশে বা কোন আইনী বিধানের মাধ্যমে সনদের সুরক্ষা দেবার উদ্যোগ গ্রহণযোগ্য হবেনা।এই ব্যাপারে বড়জোর সংবিধানের আর্টিকেল ১০৬ অনুযায়ী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা

রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে উচ্চতর আদালতের আপিল বিভাগের মতামত চাইতে পারেন।

গ। সংবিধান সংশোধন নিয়ে গণভোটে যাওয়ার প্রস্তাব মোটেও গ্রহনযোগ্য নয়।এতগুলো ভিন্নমত রেখে গণভোটে যাওয়ার প্রশ্নটাই অবান্তর।

ঘ। সংবিধান সংশোধন নিয়ে গণপরিষদের ভোটে যাওয়ার ও কোন সুযোগ নেই।কারণ আমরা সংবিধানশুণ্য অবস্থায় নেই।অন্তর্বর্তী সরকার,রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগসহ সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থা চলছে বিদ্যমান সংবিধানের অধীনে।প্রশ্নটা সংবিধান সংস্কারের, সংবিধান শুণ্য করে গণ পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সংবিধান প্রনয়ণ নয়।

সাইফুল হক

সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

কেন্দ্রীয় কমিটি

নিবন্ধন নং-০১৭

২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা) ঢাকা-১০০০। ফোন: ০২২২৩৩৫২২০৬; ফ্যাক্স : ০২২২৩৩৫১৩৩৫;

বর্তমান অস্থায়ী কার্যালয় : ৮/৪-এ সেগুনবাগিচা (৬ষ্ঠ তলা) ঢাকা-১০০০। ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪১০৫৩৬৪৪;

E-mail: mail@spb.org.bd, mediacellspb@gmail.com

তারিখ : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বরাবর,
সহ-সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
এলইডি ভবন, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা
শেরে বাংলানগর, ঢাকা।

বিষয় : ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ অনানুষ্ঠানিক বৈঠকের আলোকে 'জুলাই সনদ ২০২৫' এর বাস্তবায়ন বিষয়ে মতামত।

জনাব,
শুভেচ্ছা নিবেন।

গত ২১ আগস্ট ২০২৫ আমাদের দলের পক্ষ থেকে 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া (সংশোধিত) সম্পর্কে মতামত কমিশনে প্রেরণ করেছিলাম। আপনারা নিশ্চয়ই সেগুলো দেখেছেন এবং বিবেচনায় নিয়েছেন।

গতকাল ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ঐকমত্য কমিশনের সাথে ১৮টি রাজনৈতিক দলের অনানুষ্ঠানিক সভায় আপনারা সব দলের সুপারিশসমূহ বিবেচনায় নিয়ে সকলের মতামত ধারণ করার চেষ্টা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

আমরা আপনাদের উপর ভরসা রাখতে চাই যাতে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সকল দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি জাতীয় সনদ প্রণয়ন ও স্বাক্ষর করে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ গণতন্ত্রের পথে যাত্রা করতে পারে।

আমরা আপনাদেরকে আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, যেসব সুপারিশে সকল দল সর্বসম্মতভাবে একমত হয়েছে সেগুলিই কেবল ঐকমত্য হিসেবে জাতীয় সনদে থাকতে হবে। যেগুলোর ব্যাপারে ভিন্নমত, দ্বিমত, নোট অব ডিসেন্ট রয়েছে সেগুলো এনেক্স হিসেবে যুক্ত করে ঐসব সুপারিশের ব্যাপারে কোন দলের কি মত তা উল্লেখ করে একটি পৃথক ডকুমেন্ট তৈরি করে জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখা যেতে পারে। যাতে দলসমূহের ঐসব সুপারিশের ব্যাপারে কার কি মত তা দেশবাসী জানতে পারে। আমরা মনে করি এটা করতে পারলে তা হবে এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

সনদ কীভাবে বাস্তবায়ন হবে

(১) সনদের যে সকল সুপারিশ নির্বাহী ও প্রশাসনিক আদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য তা নির্বাহী বা প্রশাসনিক আদেশে অবিলম্বে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

(২) যে সব সুপারিশ অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন যোগ্য-সেগুলো অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

(৩) যে সকল সুপারিশ সংবিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট বা সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হবে, সেগুলো আগামী জাতীয় নির্বাচনের পর সংবিধান বর্ণীত নিয়মে জাতীয় সংসদের মাধ্যমে সংশোধন করে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কতদিনে করবে তার সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া যেতে পারে।

সনদ চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে কোন বিষয় যেন কারো উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা না হয়। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ও আদর্শিক বিষয় যেগুলোতে অনেক দলের দ্বিমত আছে। ফলে ঐ বিষয় সনদে না রাখাটাই শ্রেয় বলে মনে করি। তা নাহলে অনেক দলের পক্ষেই হয়তো সনদে স্বাক্ষর করা সম্ভব নাও হতে পারে।

আমাদের দল জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করতে চায়। আশা করি কমিশন বিষয়টি বিবেচনায় নেবে এবং জাতীয় সনদে আমরা স্বাক্ষর করতে পারি সে সুযোগ করে দেবে।

ধন্যবাদসহ

বজলুর রশীদ ফিরোজ

বজলুর রশীদ ফিরোজ
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
কেন্দ্রীয় কমিটি
মোবাইল নং- ০১৭১১৫৩৭৩৯৯
ই-মেইল: mail@spb.org.bd

দুনিয়ার মজদুর, এক হও!

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)

কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম

২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা) ঢাকা-১০০০ | ফোন: ০২-২২৩৩৫৬৩৭৩ | ইমেইল: mail@spbm.org | ওয়েবসাইট: spbm.org

তারিখ: ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

প্রতি
সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

জনাব,
শুভেচ্ছা নেবেন। ঐকমত্য কমিশনে ৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট প্রায় ২ মাসের অধিককাল আলোচনা করেছে। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। গণঅভ্যুত্থানে সহস্রাধিক শহিদের রক্তদান শুধু যাতে একটা ক্ষমতার হাত বদলের পরিণতি বরণ না করে, কার্যকর কিছু গণতান্ত্রিক সংস্কার যাতে হয়, এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের একটা আলোচনায় সমবেত হয়েছি, তর্ক-বিতর্ক করেছি। ফলে আমাদের দল জুলাই সনদে স্বাক্ষর করতে চায়।

কিছু বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি। অনেক বিষয়ে একমত হতে পারিনি। গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ব্যবস্থার পরিবর্তন যেহেতু ঘটেনি, যেহেতু আমরা বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যেই কিছু সংস্কার চাইছি– ফলে কমিশনকে একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে, যে পথে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যমতের মাধ্যমে সংস্কারগুলো বাস্তবায়নের একটা আইনি ভিত্তি অর্জিত হয়।

এই সনদের বাস্তবায়ন ও এর আইনি ভিত্তি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সেই আলোচনায় গণভোটের বিষয়টি আসছে। গণভোট নিয়ে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু এটি কীভাবে বাস্তবায়িত হবে সেই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা এখনও স্পষ্ট নই। কারণ আমাদের বর্তমান সংবিধানে গণভোটের বিধান নেই। উপরন্তু জুলাই ঘোষণার ২৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গঠিত জাতীয় সংসদে প্রতিশ্রুত সাংবিধানিক সংস্কার' করা হবে। জুলাই সনদের ভিত্তি যেহেতু জুলাই ঘোষণা, ফলে জুলাই ঘোষণা পরিবর্তন না করে কীভাবে গণভোট বাস্তবায়ন হবে, সে সম্পর্কে অস্পষ্টতা থেকেই যাচ্ছে।

বর্তমান সরকার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত সরকার। Sovereign will of the people বা জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছাই এই সরকারের ভিত্তি। কিন্তু তারপরও এই সরকারকে সংবিধানের ১০৬ ধারায় সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে বৈধতা নিতে হয়েছে। ফলে সনদের ব্যাপারে এটা খেয়াল রাখা জরুরি যাতে এটি সংবিধানের মৌলিক বিষয়গুলোর সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। মৌলিক বিষয়গুলোতে বিদ্যমান সংবিধান ও সনদের প্রস্তাবগুলো যথাসম্ভব সংযুক্ত করে, রাজনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাস ও রাষ্ট্রের কাঠামোগত দিকগুলোতে সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া উচিত।

আমাদের সুচিন্তিত মতামত হলো যে, সনদ বাস্তবায়নে যে প্রক্রিয়াই গ্রহণ করা হউক না কেন শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমেই একে পাশ করাতে হবে। সনদটা রাজনৈতিক দলগুলোর ন্যূনতম

ঐক্যের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। যদি সেটা করা সম্ভব না হয়, তাহলে যে প্রস্তাবগুলোর উপর 'নোট অব ডিসেন্ট' আছে, সেগুলো সংসদে যথোপযুক্তভাবে আলোচিত হতে হবে।

ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমরা পুরো বিষয়টি পুনরায় পর্যালোচনা করেছি। সেখানে কয়েকটি বিষয়ে আমাদের অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে। কমিশনের প্রতি আহবান এ সকল বিষয়ে আমাদের সর্বশেষ অবস্থানটিই যাতে জুলাই সনদে নথিবদ্ধ করা হয়।

১.

৬ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত জরুরী অবস্থা সম্পর্কে আমরা আমাদের দ্বিমত প্রকাশ করেছিলাম। সে সময় 'নোট অব ডিসেন্ট' দেয়ার কোন বিকল্প কমিশনের আলোচনায় আসেনি বলে 'নোট অব ডিসেন্ট' দেয়া হয়নি। এ বিষয়ে আমাদের 'নোট অব ডিসেন্ট' রইল। ঐকমত্য কমিশনে প্রেরিত গত চিঠিতেই আমরা এ বিষয়ে যুক্তিগুলো তুলে ধরেছি। বাহাত্তরের সংবিধানেও জরুরি অবস্থার বিধান ছিল না। শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার পরবর্তীতে সংশোধনীর মধ্য দিয়ে এটি যুক্ত করেন। এই অগণতান্ত্রিক ধারা আমাদের বহাল রাখা উচিত নয়।

২.

৯ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের অংশে মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে কোন শর্ত যুক্ত থাকবে না- একথার উল্লেখ নেই। মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত বিধানগুলো বাংলাদেশের সংবিধান রচয়িতাদের সৃষ্টি নয়। এগুলো একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণা বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে বিকশিত হয়েছে। এগুলো Natural Law এবং সে কারণেই এগুলো Higher Law এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এগুলো ছাড়া কোন রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক হতে পারে না। ফলে এগুলোতে কোন শর্ত যুক্ত করা যায় না। আমাদের বর্তমান সংবিধানে এগুলোর সাথে শর্ত যুক্ত করা হয়েছে এবং বাস্তবে এই অধিকারগুলো খর্ব করা হয়েছে। বাহাত্তরের সংবিধানে বলা হয়েছিল, 'এগুলো আইন দ্বারা বলবতযোগ্য নয়।'

কমিশনের প্রস্তাবনায় এর সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও আইন দ্বারা বলবতযোগ্যতার প্রস্তাব রাখা হয়েছে, কিন্তু শর্ত যুক্ত রাখা হয়েছে। আমরা এটা সঠিক মনে করি না। তাই এ বিষয়েও আমাদের 'নোট অব ডিসেন্ট' যুক্ত করা হউক।

৩.

২৪ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত 'জাতীয় সংসদে নারী আসনের বিধান' সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ১০০তে উন্নীত করা ও তাতে সরাসরি নির্বাচনের দাবি করেছিলাম। কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি। আমরা মনে করি যে প্রস্তাবটা এসেছে সেটা বর্তমান অবস্থা থেকে সামান্য উন্নত হলেও প্রয়োজন ও প্রত্যাশার কাছাকাছি নয়। আমরা বিবেচনা করে দেখেছি, ১০০

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)
কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম
২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা) ঢাকা-১০০০ | ফোন: ০২-২২৩৩৫৬৩৭৩ | ইমেইল: mail@spbm.org | ওয়েবসাইট: spbm.org

সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন ছাড়া এই ক্ষেত্রে দৃশ্যমান কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। ফলে এই ব্যাপারে আমাদের 'নোট অব ডিসেন্ট' যুক্ত করা হউক।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যাপারে কমিশনকে সহযোগিতা করতে আমরা সবময়ই প্রস্তুত। এই মনোভাব আমাদের আলোচনায় ও কর্মকাণ্ডে কমিশন নিশ্চয়ই অবগত। আমাদের এই যৌক্তিক বিবেচনাগুলো নিয়ে কমিশন ভেবে দেখবেন এ প্রত্যাশা করছি।

ধন্যবাদসহ

সমন্বয়ক, কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম
বাসদ (মার্কসবাদী)

মাসুদ রানা
সমন্বয়ক
বাসদ (মার্কসবাদী)
কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ মজলুম জননেতা ভাসানীর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ মওলানা ভাসানী জিন্দাবাদ

ভাসানী জনশক্তি পার্টি

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ইব্রাহীম ম্যানশন, ৩য় তলা, ১১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল : ০১৬১৩-৩৬৩৫৩৫, ০১৭১৭৬৭২৮৭৪ ইমেইল : bhasanionusariporishod@gmail.com

সূত্র : তারিখ 02/09/2025 ইং।

বরাবর
অধ্যাপক আলী রিয়াজ
সহ-সভাপতি
জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন
ব্লক-১, এম.পি হোস্টেল
জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা
শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা।

বিষয় ঃ- জুলাই সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মতামত প্রদান।

আমরা ভাসানী জনশক্তি পার্টি জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশনের পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া (সংশোধিত) প্রস্তাব বাস্তবায়নের পক্ষ্যে মতামত প্রদান করছি।

০১। যে বিষয়গুলো নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব সেগুলো নির্বাহী আদেশে দ্রুত বাস্তবায়নের প্রস্তাব করছি।

০২। যে বিষয়গুলো অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব সেগুলো অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব করছি।

০৩। যে বিষয়গুলো সংবিধান সংশ্লিষ্ট,নির্বাহী আদেশ অথবা অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। সেগুলো ত্রয়োদশ সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংসদ অধিবেশনের মাধ্যমে পাশ করাবে।

ধন্যবাদান্তে

০২/০৯/২০২৫ইং

শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু
চেয়ারম্যান
কেন্দ্রীয় জাতীয় নির্বাহী কমিটি
ভাসানী জনশক্তি পার্টি
মোবাইল : ০১৭১৩৩৬৩৫৩৫

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর বাস্তবায়ন পদ্ধতির ব্যাপারে ১২ দলীয় জোটের মতামতঃ

বহুল কাঙ্ক্ষিত জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আমাদের অঙ্গীকার। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার আন্দোলনে জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান এ ১৪০০ ছাত্র, জনতা তথা মুক্তিকামী জনগনের রক্তের বিনিময়ে শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের অবসান হয় এবং রাষ্ট্র কাঠামো পরিবর্তনের এক নতুন দিক উন্মোচন হয়।

আমরা ১২ দলীয় জোট ২০২৩ সালে ভঙ্গুর রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব জাতির সামনে উপস্থাপন করেছিলাম। রাস্ট্রের সংস্কার আমাদের অঙ্গীকার।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন প্রেরিত জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ সংশোধিত সমন্বিত খসড়ায় বেশ কয়েকটি বিষয়ে আমরা বিগত ২১ আগস্ট আমাদের মতামত তুলে ধরেছিলাম। আমরা আশা করবো আমাদের আপত্তির বিষয়গুলো কমিশন আমলে নিবেন। বেশ কয়েকটি দফায় আমাদের নোট অফ ডিসেন্ট এর বিষয়গুলো বাদ পড়েছে এবং যে সকল দল ৮৪ টি দফায় একমত বা দ্বিমত হয়েছে তাদের নাম উল্লেখ করতঃ চূড়ান্ত সনদ লেখা হবে।

১২ দলীয় জোট মনে করে সংস্কার কমিশনের ৮৪টি প্রস্তাবনার মধ্যে যে সকল বিষয়ে সকল দল একমত হয়েছে এবং যা আশু বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো অধ্যাদেশ, নির্বাহী আদেশ বা প্রশাসনিক আদেশ এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

সংবিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পরবর্তী সংসদে সংবিধান সংশোধন, সংযোজন এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। তবে এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ থাকতে হবে। জুলাই জাতীয় সনদ সংবিধানের উপরে থাকতে পারে না কারন কোন সমঝোতা দলিল, ডকুমেন্ট বা নথির অবস্থান সংবিধানের উপরে হতে পারে না। অঙ্গীকারনামার চতুর্থ দফাটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার বিষয়ে আইনি আশ্রয় লাভের অধিকারকে সংকোচিত করবে।

এছাড়া ১২ দলীয় জোট মনে করে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংবিধানের ১০৬ অণুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের নিকট মতামত জানানোর জন্য প্রেরন করতে পারেন।

যেহেতু কমিশন জুলাই সনদ বাস্তবায়ন এর ব্যাপারে শুধু সুপারিশ করবে সেহেতু ৩২টি দল ও জোট কমিশনের সভাপতি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করবে। এর ফলে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলসমুহ জাতির কাছে ওয়াদাবদ্ধ ও দায়বদ্ধ থাকবে।

ধন্যবাদান্তে

সৈয়দ এহসানুল হুদা

চেয়ারম্যান বাংলাদেশ জাতীয় দল

সমন্বয়ক ১২ দলীয় জোট

Liberal Democratic Party-LDP

Central Office: Magbazar Gulfesha Plaza, 8th Floor, 8-B, 8, Shaheed Journalist Selina Parveen Road, (69, Outer Circular Road) Magbazar, Ramna, Dhaka-1217

Phone: 01710750695, 01815454711, Email: ldp@gmail.com, web: www.ldp-bangladesh.com

Ref: Date: ০৭।০৯।২০২৫

বরাবর

সহ-সভাপতি

জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন

জাতীয় সংসদ ভবন, শেরেবাংলা নগর,ঢাকা।

জনাব

আপনার অনানুষ্ঠানিক বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জুলাই সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের বিষয়ে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপির মতামত বা পরামর্শ নিম্নরুপঃ

জুলাই সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের বিষয়ে এলডিপির মতামত বা পরামর্শ -

১) সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দল যেই বিষয় গুলো নিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, সেই বিষয় গুলো বাস্তবায়নে আইনগত কোন বাধা না থাকিলে, সেই সকল গৃহীত সিদ্ধান্ত সরকারি আদেশ জারির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব, সে গুলো বাস্তবায়ন কল্পে সরকারী আদেশ জারি করার পক্ষে আমরা মতামত ব্যক্ত করছি।

২) যে সকল আইন বা বিধি বাস্তবায়নের জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যেইগুলো অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব, সেই ক্ষেত্রে অধ্যাদেশ জারি করে তা বাস্তবায়ান করা যেতে পারে ।

৩) সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ যাহা অধ্যাদেশ জারি করে সংস্কার কার্য সম্পাদন করা সম্ভব নয়, তবে সংস্কার কার্য সম্পাদনের বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, সেইগুলো পরবর্তী সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের সাংসদগণ জাতীয় সংসদ অধিবেশনে সংবিধানের ঐ সকল অনুচ্ছেদ উপ- অনুচ্ছেদ সংশোধনপূর্বক সংস্কার কার্য সম্পাদন করিবেন।

৪) আইন সংশোধনকল্পে গৃহীত সিদ্ধান্ত জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করবে বা নাও করতে পারে ঐ অবিশ্বাস দূর করণের লক্ষ্যে বিষয় সমূহ উল্লেখ করে ঐক্যমত্য কমিশন সরকার প্রধানকে এই মর্মে বিষয়গুলো বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা প্রদান কল্পে- সর্বোচ্চ আদালতের মতামত চাইতে পারেন যেহেতু Doctrine of necessity বিবেচনায় Article 106 of the constitution প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারকগণের প্রদত্ত নির্দেশনা মেনে অন্তবর্তী কালীন সরকার গঠিত হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে রাজনীতির দলসমূহের মধ্যে বিরাজমান অবিশ্বাস নিষ্পত্তি কল্পে- আপিল বিভাগের নির্দেশনা আমাদের আস্থার সংকট দূর করতে সাহায্য করবে।

Dr. Oli Ahmad Bir Bikram
President
Liberal Democratic Party-LDP

পরিশিষ্ট-৩০

‘নারীর রাজনৈতিক অধিকার ফোরাম’ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কমিশনের বৈঠকের সারসংক্ষেপ

‘নারীর রাজনৈতিক অধিকার ফোরাম’ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কমিশনের বৈঠকের সারসংক্ষেপ

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন
তারিখ ও সময় : ৯ই সেপ্টেম্বর ২০২৫; দুপুর ৩.০০টা

উপস্থিত নারী নেতৃবৃন্দ

১. রাশেদা কে চৌধুরী
২. সীমা দত্ত
৩. মাহমুদা খাতুন
৪. ত্রিশিয়া নাশতারান
৫. রিতু সাত্তার
৬. মাহরুখ মহিউদ্দিন
৭. তাসরিমা আক্তার
৮. ওয়াসেমা ফারজানা
৯. শাহনাজ পারভিন
১০. গীতা দাস
১১. শাদাফ সাজ সিদ্দিকী
১২. নাফিজা জান্নাত

উপস্থিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যবৃন্দ

১. অধ্যাপক আলী রীয়াজ (সহ-সভাপতি)
২. ড. বদিউল আলম মজুমদার (সদস্য)
৩. ড. ইফতেখারুজ্জামান (সদস্য)
৪. সফর রাজ হোসেন (সদস্য)
৫. বিচারপতি এমদাদুল হক (সদস্য)
৬. ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া (সদস্য)
৭. মনির হায়দার (প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী)

সভার কার্যক্রম

সভায় উপস্থিত সকলের পরিচিতি, মনির হায়দারের স্বাগত বক্তব্য এবং জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের বীর সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে সভা শুরু হয়।

শুরুতে সভার সভাপতি নারীর রাজনৈতিক অধিকার ফোরামের সদস্যদের জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কাছে প্রেরিত চিঠি এবং এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে দ্রুত এসভার আয়োজনকরা হয়েছে বলে তাঁদেরকে অবহিত করেনকমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ।

নারীনেত্রীগণ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে একজনও নারী সদস্য না থাকায় হতাশা ব্যক্ত করেন। একইসঙ্গে নারী অধিকারের প্রতি কমিশনের সদস্যদের সংবেদনশীল হওয়া সত্ত্বেও কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনার ভিত্তিতে প্রণীত জুলাই জাতীয় সনদে সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত অবমাননাকর বলে আখ্যায়িত করে তাঁদের ক্ষোভ ও হতাশ ব্যক্ত করেন। তারা জাতীয় সংসদে নারীর আসন ১০০-তে উন্নীত করে এগুলোতে সরাসরি নির্বাচনের এবং একইসঙ্গে দলগুলোর পক্ষ থেকে ৩৩ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন। এ দাবি রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়নের কথা বলেন তাঁরা।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি, সদস্যগণ এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী সংসদে নারীর ন্যায্য প্রতিনিধিত্বের দাবির প্রতি তাঁদের সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং ঐকমত্য কমিশন গঠন, এর কার্যপরিধি ও কার্যক্রম সম্পর্কে নারীনেত্রীদেরকে অবহিত করেন। নারীনেত্রীদেরকে আরও অবগত করেন যে সংবিধান সংস্কার কমিশন ও নির্বাচন ব্যবস্থা

সংস্কার কমিশন পৃথক পৃথকভাবে নারীদের আসন সংখ্যা ১০০-তেবৃদ্ধি করে সরসরি নির্বাচনের মাধ্যমে এগুলো পূরণের প্রস্তাব করে। আলোচনাকালে রাজনৈতিক দলগুলো নীতিগতভাবে নারীর আসন সংখ্যা ১০০ করার বিষয়ে একমত হলেও পদ্ধতি সম্পর্কে একমত হতে পারেনি। বিষয়টি পাঁচবার আলোচনার পর দলগুলো আসন্ন নির্বাচনে ন্যূনতম ৫% প্রার্থী মনোনয়নের এবং ৩৩% নারী মনোনয়নের লক্ষ্য অর্জিত হওয়া পর্যন্ত পরবর্তীকালে প্রতি জাতীয় নির্বাচনে ৫ শতাংশ হরে তা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২৯টি দল এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত পোষণ করে।

কমিশনের বক্তব্য শোনার পর সময়ের স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে নারীনেত্রীগণ জুলাই জাতীয় সনদের ২৪ অনুচ্ছেদের সঙ্গে নিম্নের উপানুচ্ছেদটি যুক্ত করার দাবি জনান :

> "২৪। (চ) ২০২৫-এর পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে গঠিতব্য জাতীয় সংসদ উপযুক্ত বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনার সুযোগ পাবেন এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের (অর্থাৎ, রাজনৈতিক দলসমূহ, নাগরিক সমাজ, নারী সংগঠন ও বিশেষজ্ঞ মহলদের) অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পদ্ধতিগত আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচন ও জাতীয় সংসদে নারীর বর্ধিত ও কার্যকর প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।"

কমিশনের সদস্যগণ নারীনেত্রীদের এ দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও বিভিন্ন দলের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে কি না সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। তাঁরা নারীনেত্রীগণকে রাজনৈতিক দলের কাছে তাদের দাবি সরাসরি উপস্থাপন করার করার পরামর্শ দেন। নারীনেত্রীগণ এ পরামর্শের যৌক্তিকতা অনুধাবন করেন এবং এ ক্ষেত্রে কমিশনের সহযোগিতা কামনা করেন।

পরিশিষ্ট-৩১

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত গ্রহণ সম্পর্কিত ১ম বৈঠকের সারসংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত গ্রহণ সম্পর্কিত ১ম বৈঠকের সারসংক্ষেপ

২৭শে ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত গ্রহণ সম্পর্কিত **১ম** বৈঠকের সারসংক্ষেপ

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহসভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ২৭মে ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : রবিবার, সকাল ১০:৩০ মিনিট

স্থান : ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা।

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. **সঞ্চালক:** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

৪. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (সম্পাদনায়)।

গ. জনাব শোয়েব খান, সহকারী পরিচালক।

ঘ. জনাব মোহাম্মদ বশির উদ্দিন, সহকারী পরিচালক।

৫. বৈঠকের আলোচ্যসূচি: জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণ

৬. মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি প্রথমেই ১৯৫২-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে বীর শহিদগণ, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহিদগণ, সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে অভূতপূর্ব ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের আশু সুস্থতা কামনা করেন। জুলাই-আগস্টের বীর শহিদদের জন্য দোয়া ও প্রার্থনা করেন। অতঃপর জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতিকে সূচনা বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

৭. সহ-সভাপতি বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে জাতীয় নেতৃবৃন্দকে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ৩১শে জুলাই ২০২৫ তারিখের আলোচনার পরে রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে ফরমাল/ইনফরমাল বৈঠক ও বিশেষজ্ঞ প্যানেলের পরামর্শ অনুযায়ী তৈরিকৃত জুলাই সনদ ও অঙ্গীকারনামা প্রস্তুত করে আপনাদের দেওয়া হয়েছে। আজকের আলোচনা বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে। কমিশন পুনর্বার ব্যক্ত করছে যে, কমিশন নিজ থেকে কিছুই চাপিয়ে দিবে না। ইতঃপূর্বে রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ৬টি ও বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সঙ্গে

আলোচনার মাধ্যমে ৪টি সুপারিশ পাওয়া গেছে যা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। গত মার্চ মাস থেকে আলোচনার মাধ্যমে ৮৪টি বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। এর বাস্তবায়নের ওপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে।

৮. **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন-এর বক্তব্য:** বিগত কয়েক দিন মিডিয়ার বক্তব্য থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাচ্ছিল না বিধায় আশঙ্কায় ছিলাম। তবে আজ কমিশনের বক্তব্য থেকে আশ্বস্ত হলাম যে, কমিশন নিজ থেকে কিছুই চাপিয়ে দিবে না। জুলাই জাতীয় সনদের ভবিষ্যতে দুটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রথমত আদালত যাতে ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাতিল ঘোষণা না করে। আর দ্বিতীয়ত পার্লামেন্ট যাতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে সংশোধন না করতে পারে। এ কারণে যথাযথ আইনগত ভিত্তি দিতে হবে।

৯.০১ **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ-এর বক্তব্য:** জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত কিছু বিষয় ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে এবং সেগুলোর আইনগত কোনো বাধা নেই। যেসব বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছে বা দ্বিমত থাকলেও তা সহনশীলতার সঙ্গে হয়েছে, সেগুলো অধ্যাদেশ জারি করে বাস্তবায়ন সম্ভব। তবে যেসব বিষয়ে তীব্র মতভেদ রয়েছে, সেগুলো নিয়ে জনগণের কাছে যাওয়াই ভালো এবং সেগুলোই হতে পারে আগামী নির্বাচনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। জনগণের রায় অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে সেসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হবে।

৯.০২ **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ-এর বক্তব্য:** বিশেষজ্ঞরা যেটিকে 'বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ' বলেছেন, সেটি অধ্যাদেশ ও প্রোক্লেমেশনের সঙ্গে তুলনীয় এবং এর ধরন ও ব্যবহার প্রসঙ্গে স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা দরকার। অন্যদিকে, নোট অব ডিসেন্ট বিভিন্ন ধরনের হতে পারে−কিছু সুপারিশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মত মেনে নেওয়া হলেও শুধু আপত্তিস্বরূপ নোট অব ডিসেন্ট রেকর্ডে রাখা হয়েছে। আবার কিছু সুপারিশের ক্ষেত্রে মূল বা আদর্শগতভাবে নোট অব ডিসেন্ট রেকর্ডে রয়েছে। এসব ভিন্নমত বা নোট অব ডিসেন্টকে শ্রেণিবদ্ধ করা গুরুত্বপূর্ণ। **বাংলাদেশ জাসদ-এর** পক্ষে থেকেও কিছু বিষয়ে মূল অর্থাৎ আদর্শগত নোট অব ডিসেন্ট রয়েছে, যেগুলো জনমতের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। এসব বিষয় যেন সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

৯.০৩ **সহ-সভাপতি** বলেন, সব দলের মতামত ও বিশেষজ্ঞ প্যানেলের চারটি প্রস্তাবের আলোকে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার কোন প্রক্রিয়ায় সাংবিধানিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করতে পারে−ঐকমত্য কমিশনের মূল চাওয়া সেটাই। যেহেতু কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে ইতোমধ্যেই অধ্যাদেশ বা নির্বাহী আদেশে বাস্তবায়িত করার বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে−সেগুলো নিয়ে কারো আপত্তি নেই। তাই সাংবিধানিক সুপারিশগুলোর বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ কী হবে, তা স্পষ্ট করা দরকার। বিশেষ করে গণভোট বা বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ বিষয়ে কমিশনসহ সকলের উদ্দেশ্য সরকারকে স্পষ্টভাবে জানানো−কোন কোন বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে এবং কীভাবে তা বর্তমান সরকারের আমলেই বাস্তবায়নযোগ্য।

৯.০৪ **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি-এর বক্তব্য:** সকলেই ইতোমধ্যে দলগুলোর প্রস্তাব ও অবস্থান জানি এবং বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মতামতও দেখেছি। রাজনৈতিক দল/জোটের ৬টি প্রস্তাব ও বিশেষজ্ঞদের ৪টি মতামত পর্যালোচনা করে সংখ্যায় কমালেও−আসলে এতে লাভ কোথায়, তা স্পষ্ট নয়। জেএসডি-এর পক্ষ থেকে আগে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, সেটার সঙ্গে সম্মিলিত স্বার্থে ঐকমত্যের ভিত্তিতে নতুন বিষয়গুলো মানতে জেএসডি-এর আপত্তি নেই। বিশেষ করে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের মতামত চাওয়ার প্রস্তাবটি যুক্ত করার পক্ষে। গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারাও আলোচনায় একই মত দেবেন।

৯.০৫ **সহসভাপতি বলেন,** বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, জুলাই ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি নতুন সাংবিধানিক বাস্তবতার সৃষ্টি হয়েছে, যা পূর্বের সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেছে। এ প্রেক্ষাপটে, তারা 'বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ' বা 'সংবিধান সংস্কার আদেশ'-এর মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারকে সংস্কার বাস্তবায়নের উপযোগী মনে করছেন। পরবর্তী নির্বাচনের পর নবনির্বাচিত সংসদ এই আদেশকে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করলে তার বৈধতা নিয়ে আর প্রশ্ন

থাকবে না। বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাবে গণভোটের কথাও আছে। কমিশন এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। বরং রাজনৈতিক দল ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে সুপারিশ চূড়ান্ত করা হবে। প্রস্তাব সংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্য হলো–বিভ্রান্তিকর বা পরস্পরবিরোধী অপশন এড়িয়ে, সরকারকে বাস্তব সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করা।

৯.০৬ **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)-এর বক্তব্য:** জুলাই জাতীয় সনদের সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের ৩টি সম্ভাব্য উপায় আছে–প্রেসিডেন্টের অর্ডিনেন্স, রেফারেন্ডাম এবং সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে উপদেষ্টামূলক মতামত গ্রহণ। তবে প্রেসিডেন্টের অর্ডিনেন্সের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদে বাধা আছে, আর উপদেষ্টামূলক মতামতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা হলো তা আইনগতভাবে বাধ্যবাধকতা নয়। তাই সবচেয়ে কার্যকর বিকল্প রেফারেন্ডাম, যা বিভিন্ন দেশে সাংবিধানিক সংকট সমাধানে ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন ভেনিজুয়েলা, আয়ারল্যান্ড, ব্রেক্সিট ইত্যাদি)। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থান কোনো সংসদীয় বা সাংবিধানিক কাঠামোর ভেতর হয়নি, তাই নতুন ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নকে পরবর্তী সংসদের জন্য ফেলে রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। বরং জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলনের জন্য এখনই সরাসরি বাস্তবায়ন দরকার এবং রেফারেন্ডাম সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পথ। তবে বিশেষজ্ঞরা মত দিলে সাংবিধানিক অর্ডিনেন্সের মাধ্যমেও তা করা যেতে পারে।

৯.০৭ **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর বক্তব্য:** মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য এবং কমিশন ও বিশেষজ্ঞদের মতামতের মধ্যে বেশকিছু অসমাঞ্জস্য দেখা যায়, যা পরিষ্কার হওয়া দরকার। কারণ প্রধান উপদেষ্টা ৬ই জুন বক্তৃতায় জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের ৩ ধাপের রূপরেখা দেন–

প্রথমত, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জুলাই জাতীয় সনদের আশুকরণীয় সংস্কার কাজগুলো বাস্তবায়ন করবে; অর্থাৎ এগুলো অন্তবর্তী সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে করবে, যা করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, বর্তমান সরকার জুলাই জাতীয় সনদের বাকি অংশের বেশ কিছু কাজের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করবে;

তৃতীয়ত, পরবর্তী নির্বাচিত সরকার জুলাই জাতীয় সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

কিন্তু কমিশন কর্তৃক নিয়োগকৃত বিশেষজ্ঞ প্যানেল ৪টি পদ্ধতি প্রস্তাব করেন–অধ্যাদেশ, নির্বাহী আদেশ, গণভোট এবং বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ, যা প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যের সঙ্গে আংশিকভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হচ্ছে। নির্বাহী আদেশ দেওয়ার সাংবিধানিক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নেই; সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে, ফলে বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাব অস্পষ্ট। প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক প্রস্তাবিত ৩ নম্বর ধাপ অর্থাৎ নির্বাচিত সরকার কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের নিশ্চয়তার বিষয়টি বিশেষজ্ঞ কমিটির ৪টি প্রস্তাবের মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। যদিও বিএনপি-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে জনগণের কাছে বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করবে, যা প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যের প্রতিধ্বনি। বিশেষজ্ঞ প্যানেলের প্রস্তাবে নির্বাচিত সরকারের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের ধাপটি অনুপস্থিত, সেটি সংযোজন জরুরি, না হলে সমাধান কঠিন হবে।

৯.০৮ **সহসভাপতি বলেন,** কমিশন প্রধান উপদেষ্টার অবস্থান থেকে সরেনি। বরং রাজনৈতিক দলগুলোর চাওয়ার নিশ্চয়তা বের করার চেষ্টা করছে। বিশেষজ্ঞদের গণভোটের প্রস্তাব অর্থ সঙ্গে সঙ্গে সাংবিধানিক পরিবর্তন নয়, বরং নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া। আবার বলা হয়ে থাকে যে, অন্তর্বর্তী সরকার সংবিধানে সরাসরি নেই। কিন্তু হয়েছে এবং রাজনৈতিক দল/জোটগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে যাচ্ছে। একইভাবে কমিশনের প্রস্তাবগুলোও আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিবর্তন হচ্ছে।

৯.০৯ **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন-এর বক্তব্য:** আমরা একটি ক্রান্তিকালে আছি এবং সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো একমত হওয়া। সকল দল/জোট যার যার অবস্থানে অনড় থাকলে মিটিং এগোবে না। সেকেন্ড বেস্ট অপশন হলেও যে বিষয়ে সবাই একমত হতে পারি, সেটাই গ্রহণ করা উচিত। পূর্ণাঙ্গ জুলাই জাতীয় সনদের কিছু অংশ নিয়ে গণভোট হতে পারে, কিন্তু সব বিষয়ে দ্বিমত থাকায় পরিষ্কারভাবে হ্যাঁ-না দেওয়া সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপতির নির্বাহী বিশেষ সাংবিধানিক আদেশের বিষয়ে হাউজে তেমন

সমর্থন নেই। গণপরিষদ এবং সংবিধান সংস্কার সভার মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। তবে এগুলো বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সংসদ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা থাকে না। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১০৬ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যদি সুপ্রিম কোর্টে রেফার করেন এবং কোর্ট যদি রায় দেয় যে সংসদ বাধ্য থাকবে, তাহলে এটি একটি মধ্যবর্তী সমাধান হতে পারে। এতে সবাই নিশ্চয়তা পাবেন এবং ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ কমে যাবে।

৯.১০ **ভাসানী জনশক্তি পার্টি-এর বক্তব্য:** ২০২৪ সালের অভ্যুত্থান সংসদের উদ্যোগে হয়নি। বরং বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ঘটেছে। তাই কেন পরবর্তী সংসদ পর্যন্ত অপেক্ষা করবো, সেটাই প্রশ্ন। তার দল ৩টি বাস্তবায়ন পথ প্রস্তাব করেছে–প্রথমত নির্বাহী আদেশ, দ্বিতীয়ত অধ্যাদেশ এবং তৃতীয়ত যেগুলো এই দুটি পথে সম্ভব নয় সেগুলো সংসদ পর্যন্ত যাবে। রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের কাছে অনুচ্ছেদ-১০৬ অনুযায়ী মতামত চাওয়া যেতে পারে যে অন্তর্বর্তী সরকার এই সনদ বাস্তবায়ন করতে পারবে কি না। যদি সেটা সম্ভব হয় তাদের দলের পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি থাকবে না।

৯.১১ **গণঅধিকার পরিষদ-এর বক্তব্য:** আজকের আলোচনার বিষয় হলো জুলাই জাতীয় সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১০৬ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট যদি সরকার গঠনের পরামর্শ দেয়, তাহলে কি ধরে নিতে হবে ভবিষ্যতেও এই পদ্ধতিতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা যাবে। জুলাই অভ্যুত্থান সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় হয়নি; এটি একটি বিপ্লবী সরকার। সুতরাং এই সরকারের বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ দেওয়ার বৈধতা রয়েছে। অধ্যাদেশ এবং বিশেষ সাংবিধানিক আদেশের মাধ্যমে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন করা সম্ভব। গণভোটের বিষয়টি বিভেদ তৈরি করতে পারে, তাই সে পথে না যাওয়াই ভালো। গণপরিষদ বা সাংবিধানিক সভার প্রস্তাব বাস্তবতার সঙ্গে যায় না। তাই অধ্যাদেশ এবং বিশেষ সাংবিধানিক আদেশই কার্যকর পথ।

৯.১২ **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ-এর বক্তব্য:** বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ আসলে প্রেসিডেন্সিয়াল প্রোক্লেমেশনের মতো, যা জরুরি পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়। তবে সাংবিধানিক সংস্কারের মতো গুরুতর বিষয়গুলো বিশেষ সাংবিধানিক আদেশের মাধ্যমে করা উচিত নয়; এগুলো সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে পাশ করা উচিত। নির্বাহী আদেশ বিষয়ে সকলে একমত হয়েছে। অধ্যাদেশের ক্ষেত্রেও সম্মতি আছে, তবে শর্ত হলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংসদে উপস্থাপন করতে হবে, নইলে বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু সাংবিধানিক সংস্কারগুলো বিশেষ আদেশে না করে সংসদের নিয়মিত প্রক্রিয়ায় করা উচিত।

৯.১৩ **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ-এর বক্তব্য:** কমিশন সব রাজনৈতিক দলের মতামত একত্রিত করে উপস্থাপন করেছে। ৬টি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের প্রস্তাব এসেছে, তবে বিশেষজ্ঞ কমিটি ৪টি পদ্ধতির কথা বলেছে। আলোচনায় দেখা গেছে, অধিকাংশ দল নির্বাহী আদেশ এবং অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়নে ঐকমত্যে আছে। তবে সংবিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, সেটিই বড় প্রশ্ন। ত্রিশটি দলের মধ্যে সতেরোটি দল সংসদে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বাস্তবায়নের প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশে তা প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের দলের লিখিত মতামতে উল্লেখ করা আছে–সাংবিধানিক সংস্কার বহির্ভূত বিষয়গুলো নির্বাহী আদেশে ও অধ্যাদেশের মাধ্যমে এবং সাংবিধানিক সংস্কার বিষয়গুলো সংসদে সংশোধনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা উচিত। বিশেষ সাংবিধানিক আদেশটি স্পষ্ট হওয়া উচিত। এটি কি সংসদে অনুমোদনের প্রয়োজন হবে, হলে কতদিনের মধ্যে এবং এর জন্য সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাগবে কি না–এ বিষয়ে কোনো মতামত নেই। নাকি আদেশ জারির মাধ্যমেই তা সংবিধানের অংশ হয়ে যাবে তাও বলা হয়নি। এ বিষয়টি পরিষ্কার করার অনুরোধ জানান।

৯.১৪ **সহ-সভাপতি বলেন,** বিশেষজ্ঞরা রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত বিবেচনায় নিয়েছেন এবং প্রতিটি দলের লিখিত অবস্থান তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই বলা যাবে না যে তারা দলগুলোর মতামতকে উপেক্ষা করেছেন। সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নেওয়া হয়নি। বরং ঐকমত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা অব্যাহত আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার যুক্তি দিলে বিভেদ

তৈরি হতে পারে, তাই এখানে প্রতিটি দলের মতামতকেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নোট অব ডিসেন্টের সুযোগ রাখা হয়েছে যাতে দ্বিমতও রেকর্ডে থাকে। এই কমিশনের উদ্দেশ্য হলো ঐকমত্য খুঁজে বের করা, কেবল মেজরিটি মত গ্রহণ করা নয়।

৯.১৫ **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস-এর বক্তব্য:** জুলাই সনদকে নির্বাচনের আগেই বাস্তবায়ন করা উচিত। এজন্য তাদের দলের অবস্থান হলো–সংবিধানবহির্ভূত বিষয়গুলো অধ্যাদেশ ও নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়ন করা এবং সাংবিধানিক বিষয়গুলো গণভোটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা। যদি সাংবিধানিক বিষয়গুলো রাষ্ট্রপতির বিশেষ সাংবিধানিক আদেশে অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে তাদের দল গণভোটের অবস্থান থেকে সরে আসতে প্রস্তুত। তবে একটি শর্ত রয়েছে–এই আদেশ যেন আদালতে চ্যালেঞ্জ করা না যায়। আদালতে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ থাকলে তারা একমত হবেন না।

৯.১৬ **ন্যাশনাল সিটিজেনস পার্টি (এনসিপি)-এর বক্তব্য:** ঐকমত্য কমিশনের আলোচনার ধারাবাহিকতা এবং প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত বৈঠকসহ পরবর্তী দ্বিতীয় ধাপের আলোচনায় ২০টি বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছিল, যার মধ্যে ১৯টি সরাসরি সংবিধানের সঙ্গে সম্পর্কিত। এসব প্রস্তাবনার মধ্যে সংবিধানের মূলনীতি, সংশোধন প্রক্রিয়া, ৭০ অনুচ্ছেদ, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ও ক্ষমতা, ক্ষমা প্রদর্শনের বিধানসহ বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ প্রস্তাবও রয়েছে। এগুলো বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামোর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। অতীতে সংসদ কর্তৃক পাশকৃত সংবিধানের অনেক ভালো সংশোধনও আদালতের রায়ে বাতিল হয়েছে–তাই বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে টেকসই বাস্তবায়নের একমাত্র উপায় নতুন সংবিধান প্রণয়ন। পুরোনো সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এগুলো বাস্তবায়ন করতে গেলে তা ভবিষ্যৎ সরকারের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করবে, যা কোনোভাবেই স্থায়ী সমাধান নয়। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্যে পৌঁছে মনে করছে যে নতুন সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমেই জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব। ২৪-এর অভ্যুত্থানে জনগণ যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আত্মত্যাগ করেছে তা বাস্তবায়ন এবং জবাবদিহিমূলক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করতে এই সংস্কার প্রস্তাবনাগুলোকে নতুন সংবিধানের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এটি শুধু দলীয় অবস্থান নয়। বরং জাতির প্রয়োজনে সবার কর্তব্য। প্রফেসর বোরহানউদ্দিন স্যারের উপস্থাপনায় দেখা গেছে প্রধান উপদেষ্টা ৩টি উপায় উল্লেখ করেছেন বাস্তবায়নের জন্য। বিশেষ করে তিনি জোর দিয়েছেন যে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার জুলাই জাতীয় সনদে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করবে। সেখানে এমন ধারণা তৈরি হয়েছে যে ভবিষ্যৎ সরকার চাইলে সিদ্ধান্তগুলো বাতিলও করতে পারে। অথচ বিএনপির নিজস্ব নথিতেই উল্লেখ আছে যে বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে। তাই ঐকমত্য কমিশনের সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি বা দ্বিমত থাকা উচিত নয়। আদালতকে উপজেলা পর্যায়ে এবং হাইকোর্টকে বিভাগীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে এবং এটি কমিশনের সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এখন মূল প্রশ্ন হলো, কত দ্রুত পরবর্তী সরকার এই সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করতে পারবে। প্রধান উপদেষ্টা সেই বিষয়েই গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু সিদ্ধান্তগুলোর বাইরে যাওয়ার কোনো ইঙ্গিত দেননি। তাই দলগুলোর দায়িত্ব হলো প্রস্তাবিত সংস্কারগুলো নতুন সংবিধানের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সেগুলো টেকসইভাবে বাস্তবায়ন করা।

৯.১৭ **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর বক্তব্য:** ‘জুলাই বিপ্লব’ শব্দটি ব্যবহৃত হলেও তারা এটিকে গণ-অভ্যুত্থান হিসেবে দেখেন এবং এর মাধ্যমে কোনো আমূল পরিবর্তন হয়নি। বরং গণতান্ত্রিক সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপই মূল লক্ষ্য। কিন্তু অর্থনীতি, মানুষের মৌলিক অধিকার এবং জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা এখানে হয়নি। তিনি বলেন, আলোচনাগুলো গণতান্ত্রিক স্পেস বাড়ানোর উদ্দেশ্যে হলেও ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ দীর্ঘ সংগ্রামের বিষয় এবং শেখ হাসিনার লুটপাট অর্থনীতি সম্পর্কিত প্রেক্ষাপটও বিবেচনা করা দরকার। জুলাই ঘোষণার সঙ্গে জুলাই জাতীয় সনদের সম্পর্ক স্পষ্ট নয়। বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, অনুচ্ছেদগুলো নিয়মিত রেফারেন্স হিসেবে আসছে, তাই সনদ প্রণয়নের প্রক্রিয়া পরিষ্কারভাবে এড্রেস করা জরুরি। গণভোট এবং বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে। তাই কেবল রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যই জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছার প্রতিফলন নয়–এজন্য নির্বাচিত সংসদ দরকার। সনদের অঙ্গীকারনামায় রাজনৈতিক দলগুলো একমত হওয়া

পয়েন্টগুলোতে স্বাক্ষর করা এবং নোট অফ ডিসেন্টের ব্যাখ্যা লিখিতভাবে থাকা উচিত। অধ্যাদেশ ও নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে একমত বিষয়গুলো কার্যকর করা সম্ভব। দলগুলোও নির্বাচনি ইশতেহারে বিষয়গুলো সংযুক্ত করবে এবং নির্বাচিত সংসদ হলে ৩/৪ মাসের মধ্যে সাংবিধানিক সংস্কার অগ্রাধিকার হিসেবে সম্পন্ন করা যেতে পারে। নতুন সংবিধান লেখা নয়, বরং বিদ্যমান সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যকর করাই প্রধান লক্ষ্য। জনগণের মতামত নিয়ে সাংবিধানিক বৈধতা নিশ্চিত করা উচিত।

৯.১৮ **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি-এর বক্তব্য:** কমিশন প্রায় দেড় মাস ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও হোমওয়ার্ক সম্পন্ন করেছে এবং আজকের বৈঠকে তা উপস্থাপন করেছে। বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ বা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে এবং এর যথাযথ যাচাই-বাছাই প্রয়োজন। বাস্তবায়ন পদ্ধতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করলে রাজনৈতিক দলের আলোচনার জন্য সুবিধাজনক হতো। সংবিধান সংশোধনের বাইরের বিষয়গুলো নির্বাহী আদেশ/অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য এবং এতে কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু সংবিধানের ১৯টি সংশোধনের প্রস্তাবিত প্রশ্ন নিয়ে রাজনৈতিক দলের দীর্ঘ আলোচনা এবং সমঝোতা সনদে স্বাক্ষর ও অঙ্গীকারনামার মাধ্যমে প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটমেন্ট ও পাবলিক অবস্থানই বাধ্যবাধকতা হিসেবে গণ্য হবে। কোনো অধ্যাদেশের মাধ্যমে জোরপূর্বক বাধ্য করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ জারি করার ক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে। কারণ ভবিষ্যতে সরকার পরিবর্তন বা দুর্যোগে এটি বিপজ্জনক precedent তৈরি করতে পারে। গণভোটের প্রস্তাব বিবেচিত হতে পারলেও বড় ধরনের ভিন্নমত ও ঝুঁকি থাকায় তা প্রায় অসম্ভব। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক দলের ওপর একটি নৈতিক ও ethical চাপ তৈরি করা প্রয়োজন যাতে নির্বাচিত হওয়ার পরও দলের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয় এবং প্রধান উপদেষ্টা অ্যাডভাইজরি মতামত চাইলে তা নৈতিক চাপ হিসেবে কাজ করতে পারে, যা বিদ্যমান সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ তৈরি করবে। ন্যূনতম বোঝাপড়া ও সমঝোতার মাধ্যমে সংবিধানে যুক্ত করার প্রক্রিয়া সচেতনভাবে পরিচালনা করতে পারলে এবারের রাজনৈতিক যাত্রার সফল ও স্থায়ী সমাপ্তি আনা সম্ভব।

৯.১৯ **সহ-সভাপতি বলেন,** কমিশনকে এককভাবে মাঝে মাঝে পুনরায় বসতে হবে এবং ব্যাখ্যা গ্রহণের নিমিত্ত এক্সপার্টদের সঙ্গেও পুনরায় আলোচনা হবে, যাতে তাঁদের মতামত এবং রাজনৈতিক দলের সেন্টিমেন্ট শেয়ার করা যায়। রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ জারির ক্ষেত্রে ভয়াবহতা এবং ঝুঁকি নেই। কারণ সমস্ত অর্ডিনেন্স রাষ্ট্রপতির নামেই যাচ্ছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১০৬ অনুযায়ী প্রক্রিয়াটি নথিভুক্ত হচ্ছে, যা নিশ্চিত করে যে রাষ্ট্রপতি ইতোমধ্যেই অধিকাংশ দলের মতামতের ভিত্তিতে প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। অধ্যাদেশ ও অর্ডিনেন্স জারি করার প্রক্রিয়া সংবিধানসঙ্গত এবং স্থাপনযোগ্য।

৯.২০ **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট-এর বক্তব্য:** তার দল ও জোট জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন চায় এবং ইতোমধ্যেই কমিশনের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট লিখিত অবস্থান জানিয়েছে। অধ্যাদেশ বা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে যা করা প্রয়োজন তা দ্রুত সম্পন্ন হওয়া উচিত। তবে সংবিধান সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় নির্বাচিত পার্লামেন্টের মাধ্যমে পাশ হওয়া উচিত। অনুচ্ছেদ-১০৬ অনুযায়ী চিফ অ্যাডভাইজারের সীমিত ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যাখ্যার গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত অনুযায়ী অধ্যাদেশ বা নির্বাহী আদেশের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতামতের প্রয়োজন নেই। গণভোট বা বিশেষ সাংবিধানিক আদেশের ক্ষেত্রে তার দল ও জোটের অবস্থান হচ্ছে কমিশনের আইনগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্ট বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা এবং এতে সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা বাড়ানো উচিত নয়। দীর্ঘ আলোচনা ও আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জুলাই জাতীয় সনদ দ্রুত বাস্তবায়ন করার তাগিদ রয়েছে।

৯.২১ **সহ-সভাপতি বলেন,** দুটি প্রশ্নের উল্লেখ করেছেন এবং কমিশনের পক্ষ থেকে তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। প্রথমে কমিশনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, যে কমিশন সুপারিশ করতে পারি কি না। কমিশনের কাজ হলো,

সুপারিশ বা পরামর্শ দেওয়া, বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার কোনো রকম ক্ষমতা কমিশনের নেই। তাই প্রশ্নটি আসলে বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা দেওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। দ্বিতীয়ত, বিশেষজ্ঞ প্যানেলে উপস্থিত ব্যক্তিদের নামের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যদিও এগুলো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তারপরও উল্লেখ করছি। তাঁরা হলেন, সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এম এ মতিন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন মোহাম্মদ ইকরামুল হক, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ড. শরিফ ভূইয়া ও ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক। এই ছয়জনের একটি এক্সপার্ট প্যানেল গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে দুইজন সাবেক বিচারপতি, তিনজন এডভোকেট বা ব্যারিস্টার এবং একজন একাডেমিক। তাই কোনো গোপন প্যানেলের কাছে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ মিটিংয়ের ছবি ও ভিডিও টেলিভিশনে প্রকাশিত হয়েছে।

৯.২২ **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন-এর বক্তব্য:** যে ডকুমেন্টটি পেয়েছি এবং এখন পর্যন্ত যে আলোচনাগুলো হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং দৃঢ় অবস্থান আছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটি provincial constitution order প্রস্তাব করেছে। যদি সত্যিই নতুন সংবিধান প্রয়োজন হয়, তাহলে বর্তমান আইনগত পরিস্থিতি থেকে বের হওয়া দরকার। বিএনপির দৃষ্টিভঙ্গি হলো, এটি কেবল একটি সুপারিশ হওয়া উচিত এবং সাংবিধানিক যেসব বিষয়ে একমত হয়েছে, সেগুলো এমেন্ডমেন্টের মাধ্যমে সমাধান করা উচিত। আরেকটি দৃঢ় অবস্থান হলো নতুন সংবিধানের প্রয়োজন এবং এর জন্য গণপরিষদ নির্বাচন করা। এছাড়াও গণভোটের প্রশ্নও আলোচনার বিষয়। অভ্যুত্থান কখনোই আইনসম্মতভাবে ঘটে না। কিন্তু অভ্যুত্থানের পর সংবিধানের মধ্যে থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমানে অনুচ্ছেদ-১০৬-এর ভিত্তিতে যে সরকার রয়েছে, তা কোনো কনস্টিটিউশনাল সরকার নয়, এটি অন্তর্বর্তী সরকার। সংবিধানে অন্তর্বর্তী সরকারের ধারণা নেই, ফলে কোর্টের মাধ্যমে যা এসেছে তা প্রচলিত সংবিধানের বাইরে। তবে সংবিধান যতটা সম্ভব রক্ষা করা হয়েছে। সংবিধানকে যতটা সম্ভব উন্নত করতে এবং জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে চেষ্টা করা হচ্ছে। এমেন্ডমেন্টের মাধ্যমে কিছু পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলের পরবর্তী স্বীকৃতি না পাওয়া অবিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া কোর্ট সংবিধানের মূল কাঠামোর বাইরে যাওয়ায় বাধা দেয়। যেসব বিষয়ে একমত হয়েছে, সেগুলো এমেন্ডমেন্টের বাইরে চলে গেছে, যা নিশ্চিত নয়। এই পরিবর্তনগুলো স্থায়ী করতে হবে এবং কেবল প্রক্রিয়াগত ত্রুটির কারণে বা ভবিষ্যতের রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে বাতিল যাতে না হয় সেদিকে সতর্কভাবে কাজ করতে হবে। এখনো রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান স্পষ্ট নয়। বিএনপি বা জামায়াতে ইসলামী কি তাদের প্রাক্তন প্রস্তাব থেকে সরে আসবে এবং এনসিপি তাদের প্রস্তাবের প্রতি কতটুকু নমনীয়তা আছে, এসব বোঝা দরকার। গণভোট করার বিষয়টি সম্ভব কি না এবং সংবিধানের বাইরে কী করা যাবে–এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা নেওয়া জরুরি। কমিশনের আলোচনার সময় এই বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা করতে হবে যাতে সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য এবং ভবিষ্যতে প্রক্রিয়াগত ত্রুটি এড়ানো যায়। সময় সীমিত এবং আগামী নির্বাচন শুধু সরকারের জন্য নয়, দেশের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একটি স্থিতিশীল এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সংবিধানগত উন্নয়ন সম্ভব, যা রাজনৈতিক বিরোধের মধ্যে আরও বড় পরিবর্তন আনবে। বড় দলগুলোকে তাদের অবস্থান জানাতে অনুরোধ করছি, যাতে আলোচনার সময় স্পষ্টতা এবং বাস্তবায়নযোগ্যতা নিশ্চিত করা যায়।

৯.২৩ **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি-এর বক্তব্য:** কমিশনে রাজনীতিবিদ, জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং সংবিধান, আইন ইত্যাদির বিশেষজ্ঞরা মিলিত হয়েছেন এবং দেশের ও জাতির কল্যাণকে সামনে রেখে আলোচনা করছেন। রাজনীতির মূল লক্ষ্য হলো দেশের উন্নয়ন, জনগণের মৌলিক অধিকার, নিরাপত্তা ও দেশের অবকাঠামো গড়ে তোলা। বিগত ৫৪ বছরে বারবার হুমকির সম্মুখীন হয়েছে দেশ এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছে। জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা চললেও একটি বড়ো বাধা রয়েছে। আমাদের দল মনে করে, জুলাই সনদকে কার্যকর করতে প্রথমে আইনি ভিত্তি দিতে হবে, যাতে পরবর্তী কোনো সরকার বা সংসদ তা চ্যালেঞ্জ বা পরিবর্তন করতে না পারে। জুলাই জাতীয় সনদকে কার্যকর করতে গণভোটের মাধ্যমে আইনি ভিত্তি প্রদান করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কোন সরকার বা বিচারালয় সেটিকে

বাতিল করতে না পারে। জুলাই জাতীয় সনদের অধীনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, যা দেশের অগ্রগতি এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। পুরাতন সংবিধানের সীমাবদ্ধতা ধরে রেখে যদি জুলাই জাতীয় সনদ আটকে রাখা হয়, তবে শহিদের ত্যাগ এবং স্বপ্ন নষ্ট হবে এবং স্বৈরাচারের পুনরাবির্ভাব ঘটবে।

৯.২৪ **গণসংহতি আন্দোলন-এর বক্তব্য:** জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এবং সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটকে সংক্ষেপে পুনর্গঠন করা দরকার। বর্তমানে একটি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সময়ে আছি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পরে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে, যদিও সেই প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। তবু বলা যায় শূন্য থেকে কিছু তৈরি করা সম্ভব নয়। পুনর্গঠনকালে যে সিদ্ধান্তগুলো হয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতে প্রক্রিয়াটি চলছে। যদি রাজনৈতিক দল/জোটগুলোর ঐকমত্য না থাকে, তাহলে সেই দাবির অংশ হিসেবে সভামঞ্চে বা জনগণের কাছে তুলে ধরা যেতে পারে। তবে এখানে সেই বিষয়গুলোকে বেশি প্রসারিত করার সুযোগ নেই। সংবিধান স্থগিত করা হয়েছে কি না, নতুন সংবিধান করা হবে নাকি বিদ্যমান সংবিধানের মৌলিক সংস্কার হবে–এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। বিপ্লবের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছা কার্যকর হওয়ার একটি মুহূর্ত থাকে। কিন্তু জনগণের ইচ্ছা কোনো একক সহমত নয়। এটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। তাই পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। Doctrine of Necessity অনুযায়ী কিছু বিষয় সংবিধানে লেখা না থাকলে আদালতের ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমাধান করা হয়। বর্তমান সরকারও সেই প্রেক্ষাপটের মধ্যে গঠিত হয়েছে। যদি আজকে বিপ্লব ঘোষণা করি, তা ঐকমত্য ব্যতীত হলে সমস্যার সৃষ্টি হবে। জনগণের অভিপ্রায় কার্যকর করার পদ্ধতি সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে হতে পারে অথবা বিপ্লবের মাধ্যমে। কিন্তু বিপ্লবের মাধ্যমে তা কার্যকর করতে গেলে রাজনৈতিক ফলাফল ও শক্তির ভারসাম্য বিবেচনা করতে হবে। বর্তমানে কোনো এক পক্ষের শক্তি যদি তা কার্যকর করতে না পারে, তাহলে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হবে। জনগণের ইচ্ছাকে কার্যকর করার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ার মধ্যে যেতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো আন্দোলনকারী হলেও তারা জনগণের সব নয়; তাই জনগণের কাছে পৌঁছানো অপরিহার্য। সংবিধান স্থগিত না হওয়ায় constituent power বা নতুন সংবিধান তৈরি করার ক্ষমতা বর্তমানে consensus আকারে নেই। ঐকমত্য কমিশনের কাজ হলো সরকারকে সুপারিশ করা। এটি কোনো সাংবিধানিক পরিষদ নয়। ইতোমধ্যে নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়েছে। এখন যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ভাবতে হবে যে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করে কি না। অনুচ্ছেদ ১০৬ অনুযায়ী আইনি বাধ্যবাধকতা তৈরি করা যায় যাতে পরবর্তী পার্লামেন্ট জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে বাধ্য থাকে। তবে এ সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য অবশ্যই জনগণের অভিমতের ওপর ছেড়ে দিতে হবে সেটি পরবর্তী সংসদকে–যেটি একইসঙ্গে সংবিধান সংস্কার সভা এবং ৫ বছরের জন্য সরকার নির্বাচিত করা।

৯.২৫ **১২ দলীয় জোটের বক্তব্য:** জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন সময় আলোচনা করে যে সকল মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল এর আলোকে সবকটি দলের মতামত পাওয়া গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এর মধ্যেও কোনো কোনো দলের দ্বিমত বা আপত্তি রয়েছে। বর্তমান সরকার একটি সাংবিধানিক সরকার। গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১০৬ মোতাবেক এ সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। বিগত স্বৈরাচারী সরকার ১৫ বছরে রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙে সব প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করেছে। গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের জনগণ রাষ্ট্রীয় কিছু সংস্কারের জন্য ধাবিত হয়েছে। ঐকমত্য কমিশন সংবিধান সংস্কারে ২০টি প্রস্তাব এনেছেন। এরমধ্যে দল/জোটগুলো কিছু কিছু বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। আবার কিছুকিছু বিষয় কোনো কোনো দল ভিন্নমত পোষণ করেছে। পরবর্তী নির্বাচনে জন-রায়ের মাধ্যমে যে দল সংসদে যাবে তারা সেগুলো বাস্তবায়ন করবে। জুলাই জাতীয় সনদের সংস্কারের যে প্রস্তাবগুলোর কথা বলা হয়েছে তাতে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে ৩টি বিষয় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে যেগুলো বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো অধ্যাদেশ অথবা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে। দ্বিতীয়ত, যেগুলো বাকি থাকবে সেগুলো প্রক্রিয়াধীন থাকবে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন করবে। কমিশন সে জায়গা থেকে সরে এসেছে কি না সে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। ১২ দলীয় জোট সুস্পষ্টভাবে ৩টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন কীভাবে করা

যায় সে ব্যাপারে তাদের দলের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট মতামত দেওয়া হয়েছে। ১২ দলের পক্ষ থেকে মনে করা হচ্ছে, যে বিষয়গুলো আশু বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো অধ্যাদেশ, নির্বাহী আদেশ বা প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। সংবিধান সংশোধনের বিষয়গুলো পরবর্তী নির্বাচিত সরকার সংসদের প্রথম অধিবেশন বা এর ৬ মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করবে বলে অঙ্গীকার করতে পারে।

৯.২৬ **সহ-সভাপতি বলেন,** রাজনৈতিক দলগুে সঙ্গে আলোচনা করে ৮৪টি বিষয় ঐকমত্য হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি থেকে কমিশন বারবার বৈঠক করেছে, অনুরোধ করেছে, চেষ্টা করেছে। এর ফলে অনেক বিষয়ে একমত হওয়া গেছে আবার অনেক বিষয়ে কাছাকাছি আসা সম্ভব হয়নি। অনেক দল দলীয় অবস্থানের বাইরে এসেও অনেক বিষয়ে একমত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সংবিধানের মধ্যে নেই সেটিতেও ১০ বছর একমত হয়েছে। সংবিধানের বাইরে এসেও অনেক বিষয়ে একমত হয়েছি। ফলে এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের কিছুই নেই। জুলাই জাতীয় সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে শেষ বিচারে সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে কতটুকু কাছাকাছি আসা যায় এবং বিষয়টি কীভাবে দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।

৯.২৭ **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর বক্তব্য:** সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের ওপর ১৬৬টি বিষয়ের মতামতের জন্য টিক চিহ্ন দেওয়ার যে বিষয় ছিল এর মধ্যে যে অপশন ছিল তা হলো–নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে, নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে, নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে, গণপরিষদ গঠনের মাধ্যমে, নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে, গণপরিষদ ও আইনসভা হিসেবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে। তাহলে এখন এ প্রশ্ন কেন ওঠা যৌক্তিক নয় যে, প্রধান উপদেষ্টা ম্যান্ডেটের বাইরে চলে গেছেন। এর বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া কীভাবে হবে সেটি প্রথম দিনই দেওয়া হয়েছে। সুতরাং প্রধান উপদেষ্টার কথা ম্যান্ডেটের বাইরে চলে গেছে–এ কথা বলা ঠিক হবে না। গত সরকার যখন পালিয়ে গেল, তখন ৫, ৬ ও ৭ তারিখ চলে যাওয়ার পরে ৮ তারিখ তড়িঘড়ি করে আমরা ১০৬-এ একটি অ্যাডভাইজারি ওপিনিয়ন নিয়ে নিলাম। এটির কোনো বাইন্ডিং ফোর্স নেই। অ্যাডভাইজারি ওপিনিয়নের কপি আমার কাছে আছে এবং সেটিতে কোনো আইনজীবীর নাম নেই। সেখানে শুধু বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের নাম রয়েছে। সময় বলে দেবে যে এটি একদিন চ্যালেঞ্জের ভেতর চলে আসবে। যেখানে সরকার পালিয়ে গিয়েছে, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিসহ বাকিরা কয়েকদিন পরে রিজাইন দিয়ে পালিয়ে গেছেন, যেখানে পার্লামেন্ট নেই–সেখানে অ্যাডভাইজারি ওপিনিয়নের কী হলো, তা আমার বোধগম্য নয়। আমার ধারণা, যিনি বা যারা এ কাজ করেছেন তাদের অ্যাডভাইজারি ওপিনিয়নের জুরিসডিকশন সম্পর্কে এবিসি ধারণাও নেই। বর্তমানে বিদ্যমান সংবিধানের ১৫৩টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৫৭টি কার্যকর নেই। সংবিধানের যখন সকল পাওয়ার অচল হয়ে যায়, তখন মাত্র একটি বিষয় বাকি থাকে আর সেটি হলো–solemn expression of the will of the people. কারণ সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৭ সব সময় বহাল থাকে। আর এটিই হলো জনগণের ইচ্ছার চরম বহিঃপ্রকাশ। এটি ছাড়া আর যে যা-ই বলুক না কেন, সেটি কোনো লিগ্যাল আর্গুমেন্ট নয়। সংবিধানের বেসিক স্ট্রাকচার ধ্বংস করে সাংবিধানিক ক্ষমতা ব্যবহার না করে যদি amending power apply করা হয়, তাহলে পরবর্তী সময়ে এর একটিও টিকবে না, যদি না constitutional power apply করার সুযোগ বের করা থাকে। যে সকল বিষয়ে সকলে একমত হয়েছি, সেসব ব্যাপারে সংবিধানের যে অংশটুকুর সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে, সেই সাংঘর্ষিক অংশটুকুর ওপর একমতের বিষয়গুলো প্রাধান্য পাবে। That is our argument. Martial law proclamation দিয়ে যদি সাংবিধানিক পরিবর্তন করা যায়, তাহলে গণ-অভ্যুত্থানের পরে কেন বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ অথবা proclamation দিয়ে certain provision of the constitution করা যাবে না– তা বোধগম্য নয়। মার্শাল ল' কি বেশি পাওয়ারফুল, নাকি গণ-অভ্যুত্থান বেশি পাওয়ারফুল? অবশ্যই গণ-অভ্যুত্থান অনেক বেশি শক্তিশালী। এ বিবেচনা রেখেই কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৯.২৮ **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর বক্তব্য:** বাংলাদেশে অনেক রাজনৈতিক দল আছে। প্রত্যেকটি দলের আলাদা রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গিও আলাদা ধরনের। সেখান থেকে আমরা অনেক বিষয়ে ঐকমত্য হয়ে এ পর্যন্ত এসেছি। এটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে এবং বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একটি ভালো অর্জন। আমরা অনেক বিষয় নিয়ে

আলোচনা করে একমত হয়েছি। এগুলো বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া কী হবে, সেটি জানতে চাই। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যে বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে আহ্বান করে আলোচনা করেছে, আমরা যে বিষয়ে মতামত দিয়েছি–যেগুলো অতি দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য এবং যেগুলোতে একমত হয়েছি, সেগুলোকে সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে, নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে অথবা সুপ্রিম কোর্ট বা বিশেষজ্ঞদের সা সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে পারে। বাকিগুলো নির্বাচন-পরবর্তী জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৯.২৯ **গণফোরাম-এর বক্তব্য:** জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবগুলো নিয়ে আমরা দলীয় ফোরামে আলোচনা করে প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত দিয়েছিলাম। সে প্রেক্ষিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন দীর্ঘদিন ধরে সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে জুলাই জাতীয় সনদের একটি খসড়া প্রদান করেছে। সেটি কোন প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন হবে–তার ওপর আমাদের লিখিত মতামত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনকে দিয়েছি। দীর্ঘদিন আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও কিছু কিছু বিষয় নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ৮ই আগস্ট ২০২৪ বিদ্যমান সংবিধানের অধীনেই শপথের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সংস্কারের জন্য একটি জন-আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। গত ১৫ বছরে অথবা বিগত ৫৪ বছর যাবৎ আমাদের সাংবিধানিক যে সকল প্রতিষ্ঠান ছিল, সেসব প্রতিষ্ঠান যখন যে দল ক্ষমতায় ছিল তারা তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ইচ্ছেমতো সংবিধান সংস্কার করেছে কিংবা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে হস্তক্ষেপ করেছে। এ সকল কারণেই গত ১৫ বছর আমরা কোনো ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বৈষম্যহীন একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করছি এবং এর আলোকেই সকল রাজনৈতিক দল যারা ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছিলাম, সংস্কারের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছি। এগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়–সেটির জন্য সংবিধানের ধারাবাহিকতা বা বাধ্যবাধকতাকে মানতে হবে। বর্তমানে একটি সাংবিধানিক সরকার ক্ষমতায় আছে। সেটি মাথায় রেখেই আমাদের পরবর্তী পথচলার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তা না হলে আমরা নিশ্চিত ঝুঁকির মধ্যে থেকে যাবো। বিদ্যমান সংবিধানের অধীনেই রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে এবং এর মাধ্যমেই এ সংস্কার কমিশন কাজ করছে। সংস্কার নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন আলোচনা করছি এবং অধিকাংশ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছি। সেটি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া আমাদের সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনের মধ্যেই আছে। সেটি উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। যেগুলোতে আমরা ঐকমত্যে পৌঁছেছি, আমরা আগামীতে সংসদে যাবো–হয় সরকারি দলে, নয় বিরোধী দলে। আমরা যদি জাতীয় সনদে কিংবা দলিলে ঐকমত্যে পৌঁছে জাতির সামনে স্বাক্ষর করি, তাহলে এটি হবে একটি জাতীয় দলিল। সনদ বাস্তবায়নের জন্য আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। সাংবিধানিক যে বিষয়গুলো রয়েছে, সেগুলো অবশ্যই জাতীয় দলিল হিসেবে স্বাক্ষর করে আগামী নির্বাচিত সংসদের কাছে ছেড়ে দিতে হবে এবং তারা বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। বাকিগুলোর যেগুলোতে আমরা ঐকমত্যে পৌঁছেছি, সেগুলোকে অনতিবিলম্বে নির্বাহী আদেশ বা অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৯.৩০ **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)-এর বক্তব্য:** অধিকাংশ রাজনৈতিক দল বেসিক স্ট্রাকচারগুলো সংস্কারের জন্য ঐকমত্য পোষণ করেছে। বেসিক স্ট্রাকচার সাধারণভাবে জাতীয় সংসদ পাশ করতে পারে না। যদি পাশ করা হয় তবে সেটি সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ হবে। সুপ্রিম কোর্ট বলবে, বেসিক স্ট্রাকচার পরিবর্তন করতে গেলে ন্যূনতম যে ক্রাইটেরিয়া দরকার সেটির জন্য গণভোট দরকার অথবা জনগণের ইচ্ছা দরকার। জনগণের ইচ্ছা যদি আমরা প্রতিফলিত করতে না পারি, যেখানে এ জুলাই জাতীয় সনদের আইনের বাধ্যবাধকতা তৈরি করবে, তাহলে এটি শেষ পর্যন্ত টিকবে না। তখন আমাদের এই সংশোধনী বাতিল হয়ে যাবে। এটি বাস্তবায়নের জন্য দুটি ধাপ থাকতে পারে–একটি হলো interim order এবং অন্যটি হলো provisional order, যেটি পরবর্তী সময়ে হ্যাঁ/না গণভোটের মাধ্যমে স্থায়ী হতে পারে। এটি ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতে আবার আন্দোলন দেখা যাবে। সরকারের অঙ্গীকার হলো সংস্কার ও নির্বাচন। আমরা চাই সংস্কারের পরে নির্বাচন হোক। যদি আমরা আগে সংস্কারের মাধ্যমে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারি, তাহলে সেই সংস্কারের ভিত্তিতেই নির্বাচন হতে পারে। সেক্ষেত্রে নির্বাচন বৈধ হবে।

৯.৩১ নাগরিক ঐক্য-এর বক্তব্য: বর্তমান সরকার এক বছরের বেশি সময় পার করেছে। এতদিন পরে এসে ১০৬ অনুচ্ছেদ মোতাবেক কীভাবে সরকার গঠিত হলো, সেটি নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো কারণ নেই। এ সরকারের গঠিত কমিশনের মাধ্যমেই আমরা এখানে আলোচনা করছি। এ সরকারের যিনি প্রধান, তিনিই এ কমিশনের সভাপতি। ঐকমত্য কমিশন যে ১৬৬টি প্রস্তাব দিয়েছে সেগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন হবে—অধ্যাদেশের মাধ্যমে হবে, নাকি নির্বাচনের আগে বা পরে হবে—সে বিষয়গুলো প্রধান উপদেষ্টা অভ্যুত্থানের এক বছর পূর্তিতে ৫ই আগস্ট যখন জুলাইয়ের ঘোষণাপত্র জাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন, সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল। সেখানে বলা ছিল যে, পরবর্তী নির্বাচিত সরকার সংস্কারকৃত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করবে। ঘোষণাপত্রের শেষে লেখা আছে, 'বাংলাদেশের জনগণ এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে যে, ছাত্র-গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪-এর উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হবে এবং পরবর্তী নির্বাচনে নির্বাচিত সরকারের সংস্কারকৃত সংবিধানের তফসিলে এ ঘোষণাপত্র সন্নিবেশিত থাকবে।' ফলে নির্বাচিত সরকার বা আইনসভা ছাড়া জনগণের ইচ্ছা বা অনুচ্ছেদ ৭ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। যেসব বিষয়ের জন্য সংবিধান পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই, সেগুলো সরকার অবিলম্বে নির্বাহী আদেশ বা অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে—এখানে সকলে একমত। আর সাংবিধানিক বিষয়গুলো পরবর্তী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে বাস্তবায়ন হবে।

৯.৩২ বাংলাদেশ লেবার পার্টি-এর বক্তব্য: একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে, একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমরা অনেকে সংবিধান চর্চা করি। গত ৫ই আগস্ট ২০২৪ তারিখে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমরা যা অর্জন করেছি, সে অর্জনকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্যই মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ইতোমধ্যে নির্বাচনের রোডম্যাপ দিয়েছেন এবং সে লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সনদকে আইনি ভিত্তি দেওয়ার বিষয়ে নাগরিক প্রতিনিধিদের সুপারিশসহ আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে এখন দেশ, দেশের জনগণ এবং রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনি কার্যক্রমে লিপ্ত আছেন। আমরা মনে করি, সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে যে কয়টি পয়েন্ট আছে এর মধ্যে গণভোট অন্যতম। কিন্তু একটি গণভোটের ব্যবস্থা করার মতো সময় আছে বলে আমি মনে করি না। নির্বাহী ক্ষমতাবলে বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ বিশেষ অবস্থায় হয়ে থাকে। বর্তমানে সে ধরনের কোনো বিশেষ বা জরুরি অবস্থা নেই। আগামী নির্বাচনে যারা বা যে দল ক্ষমতায় আসবে, তারাই জুলাই সনদ সম্পর্কিত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে পদক্ষেপ নেবে। এর আইনি ভিত্তির জন্য আরো কিছু প্রয়োজন হলে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের কাছে মতামত চাওয়া যেতে পারে।

৯.৩৩ জাতীয় গণফ্রন্ট-এর বক্তব্য: পানি অনেক গড়িয়ে গেছে, ঘটনা অনেক ঘটেছে। এ বিষয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি, সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন আবার পুনরায় আলোচনা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের কোনো ভিত্তি আছে কি নেই, এ সরকারের প্রয়োজনীয়তা ছিল কি ছিল না, এখন কী করতে হবে বা না করলে কী হবে—এ কথাগুলো বলা অবান্তর। জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষায় এখন যে সরকার চলছে, এর আইনগত ভিত্তি হলো ৫ই আগস্ট বিপ্লবী ছাত্র-জনতা যারা গণ-অভ্যুত্থান করেছে তাদের দ্বারা সরকার উচ্ছেদের পর তারা নিজেদের ইচ্ছেমত সরকার গঠন করতে পারেনি। যদি তা করতে পারতো, তাহলে নিজেরাই ক্ষমতায় গিয়ে অনেক কিছু করতে পারতো। এর ৩ দিন পর ৮ই আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার গঠিত হওয়ার পর আর কোনো ভ্যাকুয়াম থাকতে পারেনি। হয় সামরিক আইন, নয় সাংবিধানিক নিয়মের মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হবে। বর্তমান সরকারের পরিষ্কার সিদ্ধান্ত হলো আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া। বর্তমান সরকারের এই আকাঙ্ক্ষাই বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আলোচনা করা হচ্ছে। এর বাইরে অন্য কোনো চিন্তা কার্যকর করা যাবে না। তা হলে দেশে অস্থিতিশীলতা, অরাজকতা এবং দিল্লির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমাদের কর্মকাণ্ড মিলে দেশের গতিপ্রকৃতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হবে। অতীত স্বৈরাচারকে ফিরিয়ে আনার নামান্তর হবে। এ ধরনের আত্মঘাতী কাজ করতে পারি না, করবোও না। বর্তমান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের

অধীনে আগামী সম্ভাব্য নির্বাচনের দিকেই সকল রাজনৈতিক দল/জোটকে এগোতে হবে। এর বিকল্প কোনো চিন্তা করা হলে তা জনগণের ইচ্ছার বাইরে হবে। আজ আমরা বসেছি জুলাই জাতীয় সনদ কীভাবে স্বাক্ষরিত হবে, তা নিয়ে। সংবিধান সম্পর্কিত যেসব বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি, সেগুলো নির্বাচন-পরবর্তী সরকার সংসদে বাস্তবায়ন করবে। এর বাইরে বাকি বিষয়গুলো বর্তমান সরকার নির্বাহী আদেশ বা অধ্যাদেশের মাধ্যমে কার্যকর করবে। এর ভিত্তিতে ঐকমত্য হয়ে সব রাজনৈতিক দল জুলাই জাতীয় সনদ কখন স্বাক্ষর করবে, সেটি আমাদের সামনে আসা প্রয়োজন।

৯.৩৪ **গণসংহতি আন্দোলন-এর বক্তব্য:** আমি দুটো বিষয় নিয়ে কথা বলবো। একটি হলো De facto এবং অপরটি হলো de jure. De facto হলো জনগণের ক্ষমতা, আর de jure হলো আইনের ভেতর দিয়ে করতে হয়। **De facto** ক্ষমতা আসলে কোনো আইনগত ক্ষমতা নয়। এটি একটি শক্তির প্রকাশ মাত্র। আমাদের De facto পাওয়ার হলো এই যে আমরা সমঝোতায় পৌঁছাব। ফলে এখানে সমঝোতাটি প্রাইমারি বলেই আমি মনে করি। জনগণের কর্তৃত্ব সবসময়ই জনগণের এবং এর একটি বৈধ প্রয়োগ হতে হবে। তা না হলে ভবিষ্যতে আমাদের এই কর্তৃত্বকে আবার পরিষ্কার করতে হবে। তাই জনগণের এই কর্তৃত্বের বৈধ প্রয়োগ একটি নির্বাচনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই হতে পারে। এ বিষয়ে আমরা যদি সমাধানে যেতে পারি, তাহলে আমাদের দেশটিকে রক্ষা করতে পারবো এবং সামনে এগিয়ে যেতে পারবো।

৯.৩৫ **গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)-এর বক্তব্য:** সংস্কারের উদ্দেশ্যেই গত এক বছর যাবৎ বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আছে–এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। এ সরকার রাষ্ট্র সংস্কার করবে এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়ন করবে, সেকারণেই তাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সংবিধান সংস্কারের পরবর্তী অংশ নির্বাচিত সরকার সংসদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে। একটি সনদ সংশোধন করা যাবে শুধু আরেকটি সনদের মাধ্যমে। কোনো পার্লামেন্ট একটি জাতীয় সনদকে সংশোধন করতে পারে না। আমি মনে করি, জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়া উচিত।

৯.৩৬ **জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর বক্তব্য:** সংবিধান সংশোধন করে হাইকোর্টকে বিভাগীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। We cannot do it in parliament. This is completely prohibited. ইতোমধ্যে এ বিষয়টি কোর্টে গিয়েছিল, সেটিকে সুপ্রিম কোর্ট 'Basic structure violation' বলেছিল। সুতরাং এটি 'Unconstitutional'।

৯.৩৭ **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর বক্তব্য:** আমাদের দেশে সংবিধানের কোনো আর্টিকেল সম্পর্কে কোর্ট যদি বলে এটি অসাংবিধানিক, তাহলে সেটির সংশোধন কোর্ট করতে পারে না। সেটি সংশোধন করতে হলে পার্লামেন্ট দরকার। কোর্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে না। আইন প্রণয়ন করতে হলে পার্লামেন্ট প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমি কোর্ট, আইন মন্ত্রণালয়, ভবিষ্যৎ আইনমন্ত্রী এবং আইনসংক্রান্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানাই।

৯.৩৮ **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর বক্তব্য:** সার্বভৌম শাসকের আদেশই আইন। রাজা যা বলবেন সেটিই আইন। একটি রাজার কথায় আইন হয় কীভাবে, তাহলে ওই রাজাকে কি প্রজারা মেনে নেবেন? তবে রাজার ওই পাওয়ার থাকে, রাজার সৈন্য-সামন্ত থাকে, সে কথা বলে, তার কথা শুনতে বাধ্য হয়। সে ট্যাক্স ইম্পোজ করে, ট্যাক্স রিটার্ন দিতে বাধ্য হয়। এর বিরুদ্ধে আরেকজন 'revolutionary theory' দিয়ে বলল–না, রাজার কথায় আইন হবে না। জনগণ যদি রাজার বিরুদ্ধে বৈধ বা লিগ্যাল সিস্টেমে কোনো অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে, তখন সেটি বৈধ একটি বিপ্লব হবে, আর সেই বিপ্লব রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমেই হবে। রক্তপাত সেখানে একটি মূল কম্পোনেন্ট। আমাদের এখানে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে কি হয়নি–সে বিতর্কে আমি যাচ্ছি না। যেহেতু লিগ্যাল সিস্টেম আমরা পরিবর্তন করতে পারিনি, সুতরাং এখানে রাজা থাকুক, গণতন্ত্র থাকুক বা যে তন্ত্রই থাকুক না কেন–জনগণই হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। জনগণ যা চাইবে, সেটিই হবে। জনগণ রাজতন্ত্র চাইলে চাইতে পারে–কেউ তাকে রোধ করতে পারবে না। জনগণ না চাইলে কেউ সেটি চাপিয়ে দিতে পারবে না। গত স্বৈরশাসক ১৫ বছর যাবৎ ক্ষমতায় ছিল কিন্তু ৫ই আগস্ট জনতার বিপ্লবে তারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। অর্থাৎ জনগণ তাদের আর ক্ষমতায় দেখতে চায়নি। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী ক্ষমতায় আছে। তাই জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী সংবিধান নতুন করে লিখতে হবে। এর বাইরে গিয়ে কিছু করলে সেটি অবৈধ হিসেবে গণ্য হবে। সংস্কারের

বিষয়ে সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। বাস্তবায়ন পদ্ধতি সরকার কোন প্রক্রিয়ায় করবে–প্রোক্লামেশনের মাধ্যমে করবে, অর্ডারের মাধ্যমে করবে, নাকি অন্য কোনো উপায়ে করবে–সেটি সরকারকেই খুঁজে বের করতে হবে। সে আঙ্গিকেই পরবর্তী নির্বাচন দিতে হবে। সেই নির্বাচনে যারা বিজয়ী হবে, তারা সরকার গঠন করবে এবং সেই সরকার তখন সিদ্ধান্ত নেবে দেশ কীভাবে পরিচালিত হবে। সংসদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ব্যতীত সংবিধানের বেসিক স্ট্রাকচারে কোনো পরিবর্তন আনা হলে সেটি পরবর্তী সময়ে বাতিল হয়ে যেতে পারে। এসব বিষয় স্পেশাল কোনো কনসিডারেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায় কি না, সেটি সরকারকে ঠিক করতে হবে। এ ব্যাপারে বিজ্ঞ কমিশন সরকারকে সুপারিশ প্রদান করবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

৯.৩৯ **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর বক্তব্য:** জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ২০২৫ নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নানাভাবে মতামত ব্যক্ত করেছে। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে। জুলাই ঘোষণার সময় প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আসলে এ ধরনের প্রশ্ন তোলার আইনগত কোনো ভিত্তি নেই। সরকার প্রধান একটি বক্তব্য দিলে তার পক্ষে-বিপক্ষে নানা মত থাকতে পারে–এটি অতীতেও ছিল। যে লক্ষ্য নিয়ে গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল, সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে আমরা পৌঁছাতে পারিনি। বিপ্লব ও সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর সবকিছুই একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সংস্কারের উদ্দেশ্যেই ঐকমত্য কমিশন গঠন করেছে। সে সংস্কার যদি যথাসময়ে বাস্তবায়ন না হয়, তাহলে এর উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকারের মূলত তিনটি উদ্দেশ্য ছিল–সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন। সুতরাং এখানে নামমাত্র সংস্কার হলে হবে না। এর একটি আইনি ভিত্তি থাকতে হবে, যার ভিত্তিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। আমরা লিখিতভাবে আমাদের প্রস্তাব সংস্কার কমিশনের নিকট জমা দিয়েছি।

৯.৪০ **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর বক্তব্য:** আমরা যে সংশোধনীগুলো ঐকমত্য কমিশনে প্রস্তাব করেছি, সেগুলো সংশোধন করার এখতিয়ার পরবর্তী নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি বা জাতীয় সংসদের আছে কি না এমন প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে পার্লামেন্ট যদি সংশোধন করতে না পারে, তাহলে পার্লামেন্ট ব্যতীত আর কোনো ফোরাম আছে কি না যেখানে এগুলো সংশোধন করা যায়–তা জানাতে হবে। এগুলো সংশোধন করার জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা জাতীয় সংসদই হলো একমাত্র আইনগত ও উপযুক্ত স্থান। গণপরিষদ গঠিত হয় একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য অথবা সংবিধানের মেজর পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে। Character of the Constitution, Nature of the Constitution এবং Basic Structure of the Constitution–এই ৩টি বিষয় যখন পরিবর্তন করা হয়, তখন গণপরিষদ গঠন করা হয়। সেটির দৃষ্টান্ত কোথাও কোথাও আছে। যেমন, শ্রীলঙ্কায় গণপরিষদের ওপর দু'বছর কাজ করেছে as well as Parliament এবং সেটি পার্লামেন্টে সেভাবেই পাশ হয়েছে। This is all about the Constituent Assembly. তিনি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, আপনারা এখানে অনেকেই বলেছেন যে Basic Structure of the Constitution পরিবর্তনের কোনো এখতিয়ার পার্লামেন্টের নেই। Basic Structure পরিবর্তনের এখতিয়ার পার্লামেন্টের আছে এবং কীভাবে করা হবে তাও সংবিধানে বলা আছে। সেক্ষেত্রে প্রিঅ্যাম্বল, অনুচ্ছেদ ৮, ৪৮, ৫৬ এবং অনুচ্ছেদ ১৪২-এ বলা আছে সেগুলো কীভাবে করা যাবে। এখন আমরা প্রস্তাব করেছি–অনুচ্ছেদ ৫৮(ক) এবং অধ্যায় ২(ক) প্রয়োজনে সংযুক্ত করা হয়, যাতে এগুলো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের পাশ করার পরেও before the signature of the President–গণভোটে যেতে হবে। এটি হচ্ছে Basic Structure of the Constitution. Basic Structure-এর ক্ষেত্রে আরো কিছু বলা আছে। যেমন, আপনি গণতন্ত্র বাদ দিতে পারবেন না। এটি Basic Structure প্লাস Character of the Constitution। কারণ আমরা রাজতন্ত্রে ফিরতে পারব না। এটি হচ্ছে Character of the Constitution, Nature of the Constitution as well as Basic Structure–এটি more than Basic Structure. এখানে আমরা যেতে পারব না। সে এখতিয়ার পার্লামেন্টেরও নেই। জুডিশিয়ারির ক্ষেত্রে প্রফেসর বোরহানউদ্দিনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, জুডিশিয়ারি অসাংবিধানিক ঘোষণা করার পরে সেটি আইনসভা যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ না করবে, ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট অনুযায়ী সেটির লেজিসলেশনের এখতিয়ার থাকবে কি না– সেক্ষেত্রেও ২টি বিষয়

আছে। অনুচ্ছেদ ৭(ক) এবং (খ)-এর ক্ষেত্রে এখানে বলা হয়েছে–এটি ultra violation of the constituttion. অর্থাৎ unconstitutional ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু এটি এখনও কনস্টিটিউশনে আছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত সেটি পরবর্তী পার্লামেন্টে ডিলিট না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি কনস্টিটিউশনে থাকবে। এখানে ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টের যে প্রভিশন বা প্র্যাকটিস রয়েছে, সেটি আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে–এমন কোনো কথা নেই। লেজিসলেচারের ক্ষমতা হচ্ছে, লেজিসলেচারকে জুডিশিয়ারি কখনো neglect করতে পারে না। Perfect তখনই হবে যখন পরবর্তী লেজিসলেশন করা হবে in the legislature. এটিই হচ্ছে লেজিসলেচারের ক্ষমতা। যে সংশোধনীগুলো আমরা সংবিধানে সংযুক্ত করতে চাই সেগুলো এখানে এগ্রিড হলেই কি পাশ হবে? এর জন্য agreement, political agreement, consensus, national consensus প্রয়োজন হবে। কারণ দেশের সমগ্র জনগণ ইলেকশনের মধ্য দিয়ে যখন parliament consent দেবে, তখন সেটি তাদের concept হবে এবং এটিই হচ্ছে Supremacy of the People. যেটি আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭-এ বলা আছে–Supremacy of the Constitution, এটি আমাদের জনগণের অভিব্যক্তিরূপে প্রস্তাবনার চতুর্থ তফসিলে বলা আছে। জনগণের অভিপ্রায় তখনই সংবিধানে যুক্ত হবে যখন সেটি সংসদে গৃহীত হবে এবং তখন সেটি জনগণ মান্য করতে বাধ্য হবে। তার বাইরে এখানে প্রায় ২৯টি রাজনৈতিক দলের ভিন্ন ভিন্ন রকম অভিপ্রায় থাকতে পারে এবং এখানে যদি বলা হয় এগুলো জনগণের অভিপ্রায়–সেটা তখন পর্যন্ত আইনগত বৈধতা পাবে না। অ্যাডভোকেট শিশির মনির স্প্রেডশিটের ১৬৬টি মতামতের ক্ষেত্রে যে চয়েজ দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন হবে– বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেন, আমরা এটির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছিলাম যে স্প্রেডশিটের মধ্য দিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য আমরা পূর্ণাঙ্গ সুপারিশ চেয়েছিলাম এবং আমাদের বিষয়গুলো সেভাবেই জমা দিয়েছি। সেখানে চয়েজগুলো দেওয়ার এখতিয়ার এ কমিশনের ছিল না। কারণ কীভাবে ডিসাইড হবে বা না হবে সেটি আলোচনার ভিত্তিতেই হতে হবে। অনুচ্ছেদ ১০৬ সম্পর্কে তিনি বলেন, সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের Advisory Rule দেওয়ার এখতিয়ার আছে এবং সেখানে সে বিষয়ে বর্ণনা করা আছে। আমি মনে করি রাষ্ট্রের সব বিষয় নিয়ে যদি আমরা এভাবে প্রশ্ন তুলতে থাকি, তাহলে সেটি কল্যাণকর হবে না। আমরা একটি জায়গায় এসেছি–সেখানে জনগণের অভিপ্রায় নিয়ে কথা বলছি। আর তাদের অভিপ্রায় হলো–আমরা ভোটের অধিকার ফেরত চাই, গণতান্ত্রিক অধিকার ফেরত চাই, বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা চাই, চাকরির বৈষম্য দূর করতে চাই। পরবর্তী সময়ে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে–আমরা রাষ্ট্রকাঠামোর সংস্কার চাই। সে রাষ্ট্রসংস্কার গঠনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার দেড় বছর পূর্বেই আমাদের দলের পক্ষ থেকে সে সংস্কারগুলো চেয়েছিলাম এবং তখন ফ্যাসিবাদের পতন কখন হবে, কীভাবে হবে সেটি আমরা জানতাম না। সে সংস্কারের সঙ্গে আমরা একমত এবং এখানে অনেক সংস্কার আছে যেগুলো আমাদের ৩১ দফার সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে, অথবা তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার এমন কিছু সংস্কার আছে যেগুলো এখানে আসেনি। কিন্তু জাতির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি আছে–সেগুলো আমাদের করতে হবে। সে বিষয়ে আমরা একমত। অনুচ্ছেদ ১০৬ সম্পর্কে তিনি বলেন, সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই এ সরকার শপথ নিয়েছে এবং প্রধান নির্বাহীর এখতিয়ার আছে যে কোনো কমিশন গঠন করে advice বা recommendation দেওয়ার জন্য। আমাদের একটি সংবিধান আছে এবং সে সংবিধানের কিছু মেজর সংশোধনীর প্রস্তাব করছি। আমরা মোটামুটি সকলে এক জায়গায় এসেছি, তবে কিছু কিছু পয়েন্টে note of dissent আছে। এগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে আলোচনায় আমরা আছি। বাস্তবায়নের বিষয়ে ২৯টি দলের যে পরামর্শ আছে, সেগুলো লিখিত আকারে দেওয়া হয়েছে। এরপরেও আমাদেরকে আলোচনায় ডেকে আনার জন্য ধন্যবাদ। এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যাতে একটি স্থানে উপনীত হতে পারি। কারণ, এ আলোচনাটি নিয়ে আর বেশি দিন অপেক্ষা করা হবে না।

৯.৪১ **সহ-সভাপতি বলেন,** ঐকমত্য কমিশন আগামী রোববার দুপুরের পরে আলোচনার জন্য দুটো কারণে বসার প্রস্তাব করছে। প্রথমত, আপনাদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পুনরায় বসবো, যাতে করে আপনাদের এ বক্তব্যগুলো তাদের নিকট পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করতে পারি। দ্বিতীয়ত, আপনাদের সঙ্গে পরবর্তী আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে এর কিছু অগ্রগতি ঘটানো যায় কি না তা নির্ধারণ করা। আজকের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা দুটো বিষয়ে

ঐকমত্যে পৌঁছেছি। এর একটি হলো–সুপারিশের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো সংবিধান-সংশ্লিষ্ট নয়, সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অধ্যাদেশ জারি করতে পারে। উল্লেখ্য, এ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে কিছু অধ্যাদেশ জারি এবং তার বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো–সুপারিশের যে বিষয়গুলো সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আদেশ ও বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব, সেগুলো অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করতে পারবেন। সংবিধান-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এখনো আমরা অনেকেই ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারিনি। তবে আগামী ২/১ দিনের আলোচনায় আপনাদের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাবগুলো আসবে, সেগুলো নিয়ে কমিশন সরকারের কাছে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করবে যে এভাবে করা যেতে পারে। কমিশনের নিজস্ব কোনো অবস্থান নেই যে এটি করতেই হবে, অথবা এভাবেই করতে হবে–এটি আমরা বলতে পারবো না। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর চূড়ান্ত সংস্করণটি সকল রাজনৈতিক দল/জোটের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। আমাদের অনুরোধ হলো, আগামী ১৩ তারিখ বিকেলের মধ্যে আপনাদের দলের পক্ষ থেকে এই সনদে স্বাক্ষরকারী দু'জনের নাম আমাদের কাছে পাঠাবেন, যাতে আমরা পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হতে পারি। পরবর্তী বৈঠক আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার বিকেল ২টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।

১০. অতঃপর সহ-সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিকেল ৫:৪০ মিনিটে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পরিশিষ্ট-৩২

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের গ্রহণ সম্পর্কিত ২য় বৈঠকের সারসংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের গ্রহণ সম্পর্কিত ২য় বৈঠকের সারসংক্ষেপ

৩০ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের গ্রহণ সম্পর্কিত ২য় বৈঠকের সারসংক্ষেপ

সভাপতি : জনাব মুহাম্মদ ইউনূস, সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ৩০ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : রবিবার, বিকাল ৩:০০ ঘটিকা

স্থান : ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলি রোড, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব আলী রীয়াজ	সহ-সভাপতি	জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. **সঞ্চালক** : জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী।

৪. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (সম্পাদনা)।

গ. জনাব এইচ. এম. আলী আকবর, উপপরিচালক।

ঘ. জনাব মো: আলাউদ্দিন, উপপরিচালক।

৫. **বৈঠকের আলোচ্যসূচি: 'জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া'**।

৫.১ প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী **জনাব মনির হায়দার** সম্মানিত নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ ও স্বাগত জানান। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে এই কক্ষে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মাননীয় সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের উপস্থিতিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এক গুরুদায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করেছিল। প্রায় সাড়ে সাত মাস ধরে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সকলের সঙ্গে দিনের পর দিন এই কক্ষে এবং আরো অন্য স্থানে দফায় দফায় আলোচনায় মিলিত হয়েছে। কাঙ্ক্ষিত সংস্কারের লক্ষ্যে প্রথমে দলগতভাবে এবং পরবর্তীকালে সকল দলের উপস্থিতিতে ধারাবাহিকভাবে এই আলোচনা চলমান ছিল। সকলের অত্যন্ত সহযোগিতাপূর্ণ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে, অত্যন্ত খোলামেলা আলোচনার সুফল হিসেবে এরই মধ্যে একটি জুলাই জাতীয় সনদ চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। চূড়ান্তকৃত জুলাই জাতীয় সনদ সকলের অবগতির জন্য ইতোমধ্যে পাঠানো হয়েছে। এ পর্যায়ে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনা চলমান এবং সকলের ধারাবাহিক সহযোগিতা এবং অত্যন্ত ইতিবাচক অংশগ্রহণের ফলে বহুল কাঙ্ক্ষিত সংস্কারের জুলাই জাতীয় সনদ চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়েছে। আলোচনাও এখন একেবারে শেষ প্রান্তে। এই শেষ প্রান্তে এসে কমিশনের প্রধান মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, এই সাফল্যের সমাপ্তি এক

ধরনের আনন্দঘন মুহূর্তে শেষ করা, বিশেষভাবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানানো একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে আজকের এই আয়োজন। এ পর্যায়ে আমি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্ষেত্রে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন কমিশনের সহ-সভাপতি বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর আলী রীয়াজকে একটি সূচনা বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এরপর মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যের আগে তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী ৩ জন রাজনৈতিক প্রতিনিধি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন। এ পর্যায়ে আমি মাননীয় সহ-সভাপতি প্রফেসর আলী রীয়াজকে বক্তব্য রাখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

৫.২ **জনাব আলী রীয়াজ (সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন)**: তিনি প্রথমেই মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টামণ্ডলীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং কমিশনের মাননীয় সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি বলেন, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের যাত্রা শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৩২টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে কমিশন বিভিন্নভাবে আলোচনায় যুক্ত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের আলোচনা ২০শে মার্চ থেকে ১৯শে মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে দ্বিতীয় পর্বের আলোচনার সূচনা করা হয়েছিল ০৩রা জুন ২০২৫ তারিখ এবং আলোচনা চলছিল ৩০শে জুলাই ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত। ২৩টি অধিবেশনে মিলিত হয়ে সংস্কারের বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে এবং সংস্কারের বিষয়ে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এখন জাতীয় ঐকমত্য কমিশন তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ গৃহীত সংস্কারগুলোর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল/জোটেরে সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন মনে করে, এই আলোচনা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। রাজনৈতিক দল/জোটগুলো একটি অদ্ভুত অধ্যায় রচনা করেছে। ৩০টি রাজনৈতিক দল/জোট সংবিধান, বিচার বিভাগ, আইন, দুর্নীতি, জনপ্রশাসন নিয়ে আন্তরিকভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছে। সারগর্ভ আলোচনার লক্ষ্য হচ্ছে, রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি সংস্কার বাস্তবায়নের চেষ্টা করা। এই আলোচনায় রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় নেতৃবৃন্দ যে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছেন, পরস্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করেছেন, ভিন্নমতের প্রতি যে আগ্রহ দেখিয়েছেন সেই জন্য একমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানানো হয়। ঐকমত্য কমিশন মনে করে যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এটি একটি মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হবে। কমিশনের প্রচেষ্টা, রাজনৈতিক দল/জোটের প্রচেষ্টা অর্থাৎ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি জাতীয় সনদ প্রণীত হয়েছে। এটি বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের ঐক্যের একটি দলিল। যে ঐক্য ফ্যাসিবাদ এবং ফ্যাসিস্ট শক্তিকে পরাস্ত করেছে–এই সনদ তারই ধারাবাহিকতা। এই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখেই সকলকে অগ্রসর হতে হবে। গণতন্ত্র উত্তরণ অর্থাৎ একটি জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রগঠন–যেখানে নাগরিকের মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে এবং সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত হবে। তেমন একটি রাষ্ট্রের জন্য সকলেই অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ প্রতিশ্রুতি সকলে সম্মিলিতভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। জাতীয় সনদ সেই অঙ্গীকার ও পথের দিক-নির্দেশনা। পরাজিত ফ্যাসিবাদী শক্তি এবং তার দোসররা বারবার চেষ্টা করেছে ফিরে আসার। তাদের সেই প্রক্রিয়া যেন সফল না হয়। কিন্তু যে রক্তের উপর দিয়ে এখানে আসা হয়েছে তার প্রতি সকলের দায় হচ্ছে এই প্রক্রিয়াকে সফল করা। যারা প্রাণ দিয়েছেন, রক্ত দিয়েছেন এ অঙ্গীকার সেই রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে–তা সবসময় সকলকে স্মরণ করতে হবে। আরো কিছু কাজ বাকি আছে। রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতার যে ধারা তৈরি হয়েছে পরবর্তী মাসগুলোতেও তা অব্যাহত ও অক্ষুণ্ন রেখে অবশ্যই এর চূড়ান্ত পরিণতিতে উপনীত হতে পারব। এটিই কমিশনের আশা, এটা কমিশনের প্রত্যাশা। এটিই কমিশনের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দল/জোটের কাছে বিনীত অনুরোধ। এর জন্য দরকার সকলের সহযোগিতা এবং ঐক্য। কমিশনে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যা অর্জন করা হয়েছে সেগুলোকে এগিয়ে নিতে দৃঢ় ঐক্য বজায় রাখতে হবে, অব্যাহত রাখতে হবে। এই ঐক্যকে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে হবে। সেই প্রক্রিয়ার প্রথম দিন থেকেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সকলের যে সহযোগিতা পেয়েছে, যে আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করেছে, তার জন্য আবারও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও অভিবাদন জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

৫.৩ প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী **জনাব মনির হায়দার**: ধন্যবাদ, মাননীয় সহ-সভাপতি।

আমি এখন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। প্রথমেই বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্য-সচিব জনাব আখতার হোসেনকে।

৫.৪ জনাব **আখতার হোসেন** (সদস্য-সচিব, জাতীয় নাগরিক পার্টি) : আসসালামু আলাইকুম। উপস্থিত মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, মাননীয় সহ-সভাপতি, কমিশনের অন্যান্য মাননীয় সদস্যবৃন্দ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ২০২৪ সালের সেই বীর শহিদদের যাঁদের শাহাদতের বিনিময়ে আমরা নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রায় দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছি। আমরা দীর্ঘ সময় ঐকমত্য কমিশনে আলোচনা করেছি এক নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যাশায়। যেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয়ে বিকেন্দ্রীকরণ হবে। রাষ্ট্র কাঠামোতে পরিবর্তন আসবে, গণতন্ত্র নিশ্চিত হবে। এমন এক বাংলাদেশের প্রত্যাশা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো বিগত সময় পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের মধ্য দিয়ে যে ইতিবাচক পরিবেশে আলোচনাকে এগিয়ে নিয়েছে এই কারণে জাতীয় নাগরিক পার্টির তরফ থেকে উপস্থিত সকল রাজনৈতিক দল, বাংলাদেশের সকল জনগণ, যারা দীর্ঘসময় ধরে প্রতীক্ষায় আছেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অধ্যাপক আলী রীয়াজ স্যার এবং কমিশনের মাননীয় সদস্যবৃন্দের প্রতি। তারা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এবং দীর্ঘ সময় ধরে পারস্পরিক আলোচনাকে এগিয়ে নিতে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করেছেন। আমরা দুটি বিষয়ে আলোচনা করেছি। যার একটি অংশের ব্যাপারে একমত। যা সংবিধানের সাথে সম্পর্কিত নয়। সেগুলো বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ই অর্ডিনেন্স এবং সরকারের নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। রাষ্ট্র কাঠামোর এমন অনেকগুলো বিষয় নিয়ে যেগুলো সংবিধানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংবিধানের মৌলিক অনেকগুলো জায়গাতেই বড়ো ধরনের পরিবর্তন আসবে। এত বড়ো ধরনের পরিবর্তন শুধু সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে টেকসই করা সম্ভবপর কি না সেই আশঙ্কার জায়গা বিদ্যমান রয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশে ইতঃপূর্বে হাইকোর্টে সংশোধনী চ্যালেঞ্জ হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং সেটি বাতিল হয়েছে সেক্ষেত্রে সংবিধানের যে মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে ঐকমত্য হয়েছে সেগুলো কীভাবে টেকসই এবং কার্যকর করা যায় সে ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান পদ্ধতি বাতলে দেওয়ার জন্য। জাতীয় নাগরিক পাটি (এনসিপি) মনে করে যে, একটি গণপরিষদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নতুন সংবিধানে নতুনভাবে লিখিত ধারা, উপধারা এবং অনুচ্ছেদের মধ্য দিয়ে যে সংশোধনীগুলোর ব্যাপারে একমত হয়েছি, সংস্কার প্রস্তাবগুলোর ব্যাপারে একমত হয়েছি, সেগুলোকে টেকসইভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর। সেক্ষেত্রে অবশ্যই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি ঐকমত্যের জায়গায় পৌঁছাতে হবে। ঐকমত্য কমিশন দীর্ঘ সময় ধরে এ নিয়ে আলোচনা করেছে এবং আলোচনার প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছি। এখন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার পালা। কিন্তু কমিশনের মেয়াদ একেবারে শেষ পর্যায়ে। এনসিপির পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং ঐকমত্য কমিশনের মাননীয় সভাপতির কাছে বিনীতভাবে আহ্বান জানান যে, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ আরো কিছুদিন বাড়ানো হলে রাজনৈতিক দলগুলো কমিশনের সহায়তা ও সহযোগিতায় নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হতে পারবে। আশা করছি, কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবটি সুবিবেচনা করা হবে। যাতে করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রমকে সফলভাবে সমাপ্ত করা যায়।

অতঃপর সকলকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

৫.৫ প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী **জনাব মনির হায়দার:** ধন্যবাদ, জনাব আখতার হোসেন।

আমি এখন বক্তব্য রাখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল জনাব হামিদুর রহমান আযাদকে।

৫.৬ জনাব হামিদুর রহমান আযাদ (সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী): আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ।

তিনি প্রথমেই মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মাননীয় সভাপতি, ঐকমত্য কমিশনের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, মাননীয় উপদেষ্টাবৃন্দ এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দসহ সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা জানান। আজকের এই দিনটি সকলের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন বলে উল্লেখ করেন। ঐকমত্য কমিশনের সূচনালগ্নে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে উদ্বোধনী সেশন শুরু হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় দীর্ঘসময় পরে আজকে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকে সকলের মধ্যে আবার পেয়েছি।

মাননীয় সভাপতি, আমরা যারা আজকে এখানে একত্র হয়েছি, একসাথে হতে পেরেছি, এটি আগে কখনো বাংলাদেশের রাজনীতিতে কেউ দেখেনি, এটি বিরল দৃষ্টান্ত। যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজকে এখানে একত্র হয়েছি, তাদেরকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। তাদের এই ত্যাগ জাতির কাছে স্মরণীয় হয়ে এবং মর্যাদার আসনে থাকবে। আল্লাহর কাছেও যেন মর্যাদা পায় সেই দোয়া করি। আজকের এই বৈঠকের মাঝে স্মরণ করাতে চাই, বাংলাদেশে বিপ্লবের পরিস্থিতি ছিল। প্রথমত বিগত ৩ মেয়াদে জনগণের সরকার ছিল না। ৫ই আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের পরে দেশটি সরকারবিহীনভাবে থেকেও একটি পর্যায়ে জনগণের অভিপ্রায়ে ৮ই আগস্ট ২০২৪ বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের প্রেক্ষিতে আজকে এই জায়গায় সরকার এসেছে, আমরা সকলে এসেছি। সরকারের প্রতিশ্রুতির সর্বপ্রথম ছিল রাষ্ট্রের সংস্কার করা। বিগত দিনে রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে যে ধরনের পাপ-পঙ্কিলতা ত্রুটি-বিচ্যুতি ধ্বংসস্তূপ আবর্জনা তৈরি হয়েছিল সেগুলোর দূরীভূত করে বাংলাদেশকে একটি নতুন পথে নিয়ে যাবে, এটি ছিল সরকারের প্রথম অঙ্গীকার। দ্বিতীয়ত প্রতিশ্রুতি ছিল গণহত্যার বিচার। তৃতীয় প্রতিশ্রুতি ছিল উৎসবমুখর পরিবেশে ইতিহাসের সেরা নির্বাচন উপহার দেওয়া। বাংলাদেশ জামায়েত ইসলামীও জনগণের কাতার থেকে দায়িত্বশীল সংগঠন হিসাবে সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং সবসময় সর্বপ্রকার সহযোগিতা দিয়ে এসেছে এবং চেষ্টা করা হচ্ছে যে, জনগণের অভিপ্রায়ের সরকার জন-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপ যেন দিতে পারে। দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সেই সিদ্ধান্তে সবসময় সরকারকে সহযোগিতা করা হচ্ছে, এখনও করা হচ্ছে এবং আগামীতেও এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

মাননীয় সভাপতি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা আপনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আপনি যে সংস্কার কমিশন গঠন করেছিলেন, প্রথমে ১১টি কমিশন যার মধ্যে ৬টি কমিশনের সুপারিশ নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। স্বয়ং আপনি নিজেই ঐকমত্য কমিশনের দায়িত্ব নেওয়ায় অত্যন্ত আস্থাশীল ছিলাম, আছি এবং থাকব। আপনার পক্ষে যিনি দায়িত্ব পালন করেছেন প্রফেসর আলী রীয়াজ তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। ধৈর্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। এ জন্য তাঁদেরকেও আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই সাথে রাজনৈতিক দলগুলো আমরা এখানে যারা আছি সকল নেতৃবৃন্দ আপনাদের কার্যক্রমে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। রাজনৈতিক দল/জোটগুলো সহযোগিতা করেছে বলেই মৌলিক অনেক বিষয় ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে এবং এ জন্যই একটি জুলাই জাতীয় সনদ প্রস্তুত হয়েছে। যেটি জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ নামে অভিহিত হবে এবং এটি হবে জাতির রাষ্ট্রীয় দলিল। আমি রাজনৈতিক ইতিহাসের দলিল বলতে চাই না। কারণ এর উপর স্থান দিয়ে রাষ্ট্রীয় দলিল হিসাবে থাকবে। যে দলিলের ভিত্তিতে আগামীর বাংলাদেশে সুশাসন, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র হিসাবে জবাবদিহিমূলক একটি সরকার পরিচালিত হবে। এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

মাননীয় সভাপতি, আজকেও আবার আপনার সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যে, দেশ কখনো কখনো অস্থিতিশীল থাকলেও বড়ো ধরনের ব্যত্যয় ঘটেনি। আপনার এবং আপনার সরকারের নেতৃত্বে দেশের শিক্ষাঙ্গনসহ সর্বত্র একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ৪টি ছাত্র কেন্দ্রীয় সংসদের নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে। ২টি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আপনার প্রতিশ্রুত যে জাতীয় নির্বাচন তা সুষ্ঠু হোক, ফেব্রুয়ারিতে হোক। সেই সময় অনুযায়ী অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই সরকারের একটি সুন্দর সমাপ্তি হবে। নতুন সরকারের আগমন হবে। বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা শুরু হবে যা আন্তরিকভাবে কামনা করছি। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করতে চাই যে, আপনার ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী level playing field প্রতিষ্ঠিত হবে। নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে, সুষ্ঠু হবে, গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের দুটি নির্বাচনে নির্বাচনের পরিবেশ এবং নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা নিয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন করেছে। নির্বাচনকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে যতটুকু লক্ষ করেছি তাকে নেতিবাচক সংকট হিসাবে দেখতে চাই। এর প্রভাব জাতীয় নির্বাচনে পড়বে কি না–সেই জায়গা থেকে আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন। যদি আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য এবং নিরপেক্ষ একটি প্রশাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় তাহলেই জনগণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হবে। এ জন্য আমরা বলতে চাই যে, সংস্কারের মধ্য দিয়ে জাতীয় সনদ স্বাক্ষরের দিকে যাচ্ছে এবং এরও একটি সুন্দর সমাপ্তি হোক। তবে স্বাক্ষর পর্যায় প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে উপনীত হয়েছে আমরা মনে করতে পারছি না। কারণ আমরা সবাই মিলে যদি একমত হয়ে যেতাম তাহলে অবশ্যই একটি ঐকমত্যের জাতীয় জুলাই সনদ তৈরি হবে। এখানে ৮৪টি বিষয়ে আলোচনা হয়ে আমরা ঐকমত্য হয়েছি। যদিও নোট অব ডিসেন্ট আছে–দ্বিমত থাকতে পারে। দ্বিমতের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ও হয়। কেউ দ্বিমত করতে পারে। কোনো বিষয়ে কারো ভিন্ন মতামত থাকতে পারে। আমরাও একটি বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছি। অন্যান্য দলও কিছু বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছে। আমরা

আশা করব যে, ঐকমত্যের ভিত্তিতে যদি জুলাই জাতীয় সনদ প্রণীত হয় তাহলে সকলের কাঙ্ক্ষিত যে নির্বাচন সে নির্বাচন এই জুলাই সনদের ভিত্তিতে হলে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে। বিশ্বব্যাপী আমাদের স্বাগত জানাবে। আমরা একটি মডেল স্থাপন করতে পারব এবং এরকম বড়ো ধরনের রক্তাক্ত গণ-অভ্যুত্থানের পরে একটি দেশ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। বিশ্বের জন্য অনন্য নজির হয়ে থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং মাননীয় সভাপতি আমরা যদি সবাই মিলে একমত হয়ে যাই তাহলে একটি আইনি সনদের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বাধ্যবাধকতা নৈতিকভাবে চলে আসে। তাহলে কোনো সমস্যাই না। আমরা এটিই চাই। আমাদের দলের পক্ষ থেকে প্রথম চাওয়াই হচ্ছে, আমরা সবাই মিলে যেন একমত হতে পারি। এ জন্য যতটুকু মতপার্থক্য আছে, তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেরা আলোচনা করতে পারে। সরকারও উদ্যোগ নিতে পারে–যেমনটা আজকে উদ্যোগী হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা সবসময় আন্তরিক থাকব এবং অনেক ক্ষেত্রে অতীতেও ছাড় দিয়েছি। আমরা দেশ ও রাষ্ট্রের স্বার্থে এগিয়ে এসেছি। সেই মনোভাব আমরা এখনও পোষণ করছি। যদি ঐকমত্যে ব্যর্থ হয়–আমরা আশা করি সেটি হবে না। কোনো কারণে যদি সকলে একমত হতে না পারি, তাহলে আমাদের আহ্বান থাকবে আপনাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম জাতি যার দিকে তাকিয়ে আছে, বিশ্ববাসী যার দিকে তাকিয়ে আছে সেটির যেন সুন্দর সমাপ্তি ঘটে এবং এর যেন আইনি ভিত্তি পায় সে উদ্যোগ নেওয়া। আইনি ভিত্তি কীভাবে হবে সে বিষয়ে আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখিত দিয়েছি। মাননীয় সভাপতি আমাদের লিখিত বক্তব্য আশা করি আপনার কাছে পৌঁছেছে। আমরা সুলিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছি। আমি সে বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই যে, আমরা দুটি অপশন বলেছি।

(১) আইনি ভিত্তি প্রদানের জন্য একটি **Provisional Constitutional Order** (PCO) জারি হতে পারে।

এটি আমাদের এই রাষ্ট্র এবং এই ভূখণ্ডের মধ্যে PCO হয়েছে। ১৯৭০, ১৯৭৭ এবং ১৯৯১ সালে হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ঘোষণার অর্ডার, প্রোক্লেমেশনের নজির আছে। আমি বিস্তারিত এই পরিসরে ব্যাখ্যা করতে চাই না। এই লিগাল ওয়েটিই আমাদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব।

(২) আর দ্বিতীয় অপশনে গণভোটের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

যদি আমরা একমত হতে না পারি, সরকার একমত হতে পারল না, রাজনৈতিক দল একমত হতে পারল না তাহলে যাদের অভিপ্রায়ে অন্তর্বর্তী সরকার, অবশ্যই এই সরকারের প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়নের জন্য জনগণের কাছে যাব। জনগণ গণভোট দিবে। গণভোটের ইতিহাস বাংলাদেশে আছে। প্রশাসনিক গণভোট, Constitutional Referendum-এর দৃষ্টান্ত আছে। এগুলোর পথ ধরে যদি অর্ডার বা এই সনদ যদি গণভোটে চলে যায় তাহলে জনগণ যে রায় দিবে আমরা সেটিই মানব। জনগণ যদি সনদের বিপক্ষে রায় দেয় আমরা মেনে নেব। পক্ষে দিলে তো সবাই মিলে জনগণের রায় মেনে নিব। এটিই আমাদের প্রত্যাশা। আমি কথা দীর্ঘায়িত না করে আবারও পুনরাবৃত্তি করতে চাই সমঝোতা, সমঝোতা, সমঝোতা। রাজনৈতিকভাবে আমরা যদি সমঝোতায় পৌঁছাতে পারি, তাহলে সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা হবে এটি। আর সেটা যদি আমরা কোনোভাবে না পারি, সব প্রচেষ্টা শেষ হয়ে গেলে আমরা অনুরোধ করব বর্তমান সরকার জনগণের পক্ষ থেকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন, সেটির একটি সুন্দর সমাপ্তি আইনি ভিত্তির মধ্য দিয়ে আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচন জুলাই সনদের ভিত্তিতে আয়োজন করবে। এ কাজের প্রয়োজনে এনসিপির পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সময় একটু বাড়ানোর প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। এ মাস পুরুটাই যদি বাড়াতে চান এবং সদয় সম্মতি দেন তাহলেও আপত্তি নেই। সময় বাড়িয়ে যদি ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারলে আমরা স্বাগত জানাব। আর সেক্ষেত্রে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দায়িত্বের যেন পরিবর্তন না হয় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কাছে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রফেসর আলী রীয়াজ সাহেব সামনে আছেন। তিনি যে কাজটি করে গেছেন তার হাত দিয়েই যেন এর সমাপ্তি হয়। এটিই আমাদের বিনীত অনুরোধ। আমরা প্রত্যাশা করছি যে, এবার আমরা শেষ করতে পারব। আমাকে সময় দেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাসহ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আল্লাহ হাফেজ।

৫.৭ প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী **জনাব মনির হায়দারঃ** ধন্যবাদ, জনাব হামিদুর রহমান আযাদ।

আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব সালাহউদ্দিন আহমেদকে তার বক্তব্য রাখার জন্য।

৫.৮ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর স্থায়ী কমিটির সদস্য **জনাব সালাহউদ্দিন আহমেদঃ** মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি, সহ-সভাপতি প্রফেসর আলী রীয়াজ, মাননীয় উপদেষ্টামণ্ডলী, জাতীয় নেতৃবৃন্দকে আসসালামু আলাইকুম।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠনের মধ্য দিয়ে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা নতুনভাবে একটি জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করেছেন। ফ্যাসিবাদবিরোধী জাতীয় ঐকমত্য ছিল, সেটিকে শক্তিশালী করেছেন। বাংলাদেশে নতুনভাবে ইতিহাস রচিত হয়েছে। ফ্যাসিবাদ দল ছাড়া সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তি সবাই একসাথে বসে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা করতে পেরেছি। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে অবশ্যই অনন্য নজির। আমি মনে করি, এটি দক্ষিণ এশিয়া এবং পৃথিবীর ইতিহাসে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নজির সৃষ্টি হয়েছে। আমরা অনেকগুলো বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি। কিন্তু আরো অনেকগুলো বিষয় সংস্কারের প্রয়োজন আছে। যেগুলো হয়তো সময়ের অভাবে এড্রেস করতে পারেননি। যেগুলোর বিষয়ে জাতিকে এড্রেস করতে হবে। আমি এখানে দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে আপনাদের বিরক্তি করব না। নতুন কোনো ইস্যু নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না। ঐকমত্য কমিশনের এখতিয়ারের বাইরে কোনো কথা বলতে চাই না। যে বিষয়গুলো নিয়ে কমিশন গঠিত হয়েছে সবগুলো এখানে আসেনি। শুধু গুরুত্বপূর্ণ ৬টি সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে আমরা এখানে বসেছি। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা ধরা হয়েছে সেটি সংবিধানসংক্রান্ত সংশোধনী প্রস্তাবগুলো। অবশ্যই বিচার বিভাগ, দুদক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে সবগুলোই সংবিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এখানে ১৯টি মৌলিক বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে। বাস্তবপক্ষে মৌলিক বিষয় আরো বেশি আছে। যেহেতু অনেক দলের আদর্শিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন থাকার কারণে আরো অনেক বিষয় টেনে আনলে আরো দীর্ঘসূত্রিতা এবং আরো বেশি সময় লাগত সেগুলো এড়ানো হয়েছে। এখন যে বিষয়গুলো এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং আমরা সংস্কার কমিশনের যে রিপোর্টগুলো পেয়েছিলাম তন্মধ্যে ছোটো-বড়ো মিলিয়ে ৮২৬টি প্রস্তাব হয়েছে। এরমধ্যে ২০টি ক্ষেত্রমতো ১৯টি মৌলিক প্রস্তাব চিহ্নিত করা হয়েছে যা বাদ দিলে ৮৪৫টি হয়। আমার দলের পক্ষ থেকে বলতে পারি যে, ৮৪৫টির ব্যাপারে এক্সারসাইজ করে দফাওয়ারি মতামত দেওয়া হয়েছে। উক্ত সুপারিশগুলোর মধ্যে শুধু ৫১টি সংস্কার প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে। বাকি ১১৫টি প্রস্তাবে আমাদের মতামতসহ ভিন্নমত দিয়ে সেভাবে গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বলতে গেলে এ বিষয়ে প্রায় চূড়ান্ত ঐকমত্য হয়েছে। তবে সবার আলোচনার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হওয়া গেছে। আমরা সবার আলোচনা শুনেছি। যেগুলো গ্রহণযোগ্য এবং যুক্তিসঙ্গত সেগুলো সবাই গ্রহণ করেছে। আমি এখানে আমার দলকে রিপ্রেজেন্ট করতে এসেছি। একইভাবে আমি জাতীয় দায়িত্ব পালন করতে এসেছি। আমি কখনো আলোচনায় বলেছি যে, আমি officer of the commissioned হিসাবে কাজ করছি। সেই দায়িত্ব থেকে কখনো আমি দলের অবস্থানের ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থে কথা বলেছি। সে হিসাবে আমি অনেকের মধ্যে লক্ষ করেছি জাতীয় ঐক্যের দাবি অথবা জাতীয় দায়িত্ব পালন করতে appreciate করে থাকে। কিন্তু দিন শেষে আমরা যখন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় চলে এসেছি তখন মনে হয়েছে যে, আমরা বোধহয় এটিকে আরেকটি জটিলতার দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি। কিন্তু জাতির কাছে আমরা এমন কোনো precedent রেখে যেতে চাই না অন্ততপক্ষে Headed Dr Muhammad Yunus, যেটি দুদিন পর টিকবে না। যেটি দু দিন পর জুডিশিয়ারিতে null and void হয়ে যাবে। যেটি দুদিন পরে চ্যালেঞ্জড হয়ে যেতে পারে। আমি সবসময় এপ্রোচ করেছি যে, আমরা যে সকল সংস্কার প্রস্তাবগুলোতে একমত হয়েছি তার মধ্যে আশু বাস্তবায়নযোগ্য, মধ্যমেয়াদি বাস্তবায়নযোগ্য, যেগুলো সংবিধানকে স্পর্শ করে না, সেগুলো এখনই বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে এবং ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন হচ্ছে। নিয়মিতই করা হচ্ছে। হয়তো আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সেগুলো মন্ত্রিপরিষদে পাশের পর অধ্যাদেশ কিংবা নির্বাহী আদেশের জন্য অপেক্ষমাণ আছে। পদ্ধতিগত কারণে কিছু প্রয়োজন হয়। সবকিছু পাইপলাইনে আছে বলে আমরা দেখেছি। আমরা বিশ্বাস করি এগুলো বাস্তবায়ন হয়ে যাবে। বাকি শুধু ১৯টি সাংবিধানিক ইস্যু। কিছু কিছু বিষয়ে নোট অব ডিসেন্টসহ আমরা একমত হয়েছি। বিএনপি-এর বিবেচনায় মনে হয়েছে, যেমন আর্টিক্যাল ৭০-এর ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে এমপিদের স্বাধীনতা না থাকলে ভালো হয়। কেউ কেউ ২টিতে একমত হয়েছে, কেউ ৩টিতে। এগুলো যেভাবে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছি, সেই ভাষাটা উল্লেখ করে

সনদ তৈরি হচ্ছে, সেভাবে আমরা তো স্বাক্ষর করবই। যারা জনগণের ম্যান্ডেট পাবে তারা সেভাবে তাদের নোট অব ডিসেন্ট রক্ষা করে তা বাস্তবায়ন করবে। এটি জটিল কোনো বিষয় নয়। দুই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। আমি এখানে উচ্চারণ করে সময় নষ্ট করব না। বাকিগুলো খুবই সাধারণ নোট অব ডিসেন্ট। এগুলো বাস্তবায়ন করা খুবই সহজসাধ্য। শুধু সংবিধান সংস্কার বিষয়গুলোর পরবর্তী জাতীয় সংসদ ছাড়া অন্য কোনো ফোরাম এটি করতে পারে কি না, এটিই হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন। যদি পারে, সে রকম কোনো আইনি পরামর্শ যদি থাকে, সেটি দেওয়ার জন্য উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট। আমরা সেখানে যেতে পারি, সহায়তা নিতে পারি। পরবর্তী সংসদের আগে এটি আমরা কীভাবে বাস্তবায়ন করব। আমরা সেখানেও একমত। যদি এর বাইরে কোনো আইনি এবং দৈব প্রক্রিয়া থাকে খুঁজে বের করুন এবং আমাদেরকে জানান। আমরা পর্যালোচনা করে দেখে প্রয়োজনে সেখানেও একমত হবো। আমরা যেকোনো মুহূর্তে জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করার জন্য প্রস্তুত আছি, সেটি আগেও বলেছি। আপনি জাতির উদ্দেশ্যে যতবারই ভাষণ দিয়েছেন, ততবারই বলেছেন, জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সকল রাজনৈতিক দল যেসমস্ত সংশোধনীতে একমত হবে, সেগুলো সংকলিত করে একটি জাতীয় প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন করা হবে। নিশ্চয় আপনার স্মরণ আছে, গত জুনের ৬ তারিখে আপনি বলেছেন যে, আমরা এখনই কিছু বাস্তবায়ন করব, কিছু বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেব, যেগুলো অসম্পন্ন থাকবে পরবর্তী সরকার করবে এবং পরবর্তী জাতীয় সংসদে বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবে। এটি আপনার বক্তব্য থেকেই আমি বলছি। আমরা সে জায়গায়ই আছি। এর পরেও আমরা বলতে চাই, জাতীয় স্বার্থে, ঐকমত্যের স্বার্থে, আমাদের শৃঙ্খলার স্বার্থে, ভবিষ্যতে এই ঐক্যটিকে যাতে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি, ধরে রাখতে পারি, আরও বেশি নেগোশিয়েট করব, কম্প্রোমাইজ করব, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যদি কোনো পন্থা বের করতে পারি আমাদের সে পরামর্শ দিয়েছি এবং সেই পন্থাতে আমরা একমত হবো। এখন যেগুলো আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনায় এসেছে, তা হলো এই যে জাতীয় সনদ প্রস্তুত হয়েছে, তার মধ্যে কিছুটা ক্লারিক্যাল মিসটেক এবং ভুলভ্রান্তি আছে, কিছু আবার সংযোজন-বিয়োজন হচ্ছে, আমি এটি প্রফেসর আলী রীয়াজ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, এটি আমরা সংশোধন করে দেবো। এটি মেজর কিছু নয়। তবে যেহেতু এটি জাতীয় দলিল হবে, রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হবে, ঐতিহাসিক দলিল হবে, এটি নির্ভুল হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেহেতু এটি সবার মতামতে হয়েছে, যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়নি, সে বিষয়গুলো সংযুক্ত করা ঠিক হবে না। বিতর্ক যত কম সৃষ্টি করা যায়।

মাননীয় সভাপতি, এখন আসি এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে কেন আমাদেরকে আবার বসতে হলো। ৩১শে জুলাই তো আমাদের সবকিছু সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। ঐকমত্য কমিশনের কর্ম সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল। একদম শেষ মুহূর্তে ২/১টি রাজনৈতিক দলের পক্ষ হতে বলা হয়েছে এটির আইনি ভিত্তি না থাকলে আমরা এ সনদে স্বাক্ষর করতে পারব কি না সেটি চিন্তা করতে হবে। তখন আমরা বলেছি, আসুন, আইনি ভিত্তি কী দেওয়া যায়, সে বিষয় নিয়ে যদি আলোচনা হয়, আমরা আলোচনা করব। সে আলোচনা পরবর্তীকালে শুরু হয়েছে। সে আলোচনার আগে আপনারা বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়েছেন। তার মধ্যে সাবেক বিচারপতি ছিলেন, আইনজ্ঞ ছিলেন, প্রফেসররা ছিলেন, তাদের মতামত নিয়েছেন। মতামত সমন্বিত করে পরবর্তীকালে সনদের যে খসড়া, অঙ্গীকারনামা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে আমরা আমাদের লিখিত মতামত দিয়েছি। এখানে অতিরিক্ত কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাই না। যেগুলো অগ্রহণযোগ্য অথবা অযৌক্তিক যেগুলো টিকবে না, সে বিষয়গুলো এড্রেস করা ঠিক হবে না। যেমন : “কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না”–সেরকম কোনো দলিল হতে পারে না। “জাতীয় সনদকে সংবিধানের উপরে স্থান দিতে হবে”–সেটি একটি সংবিধান বহাল থাকতে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু এর বাইরেও তো আরও অনেক পন্থা থাকতে পারে যার মাধ্যমে এটিকে আমরা বৈধতা দিতে পারি, এটিকে আইনি ভিত্তি দিতে পারি, ডকুমেন্টে স্বাক্ষর করতে পারি। সেটির মধ্যে আপনাদের প্রস্তাবটিই আমি এক নম্বরে বলি, জাতীয় প্রতিশ্রুতি সনদে স্বাক্ষর হয়ে সেটি ওয়েবসাইটে আসবে, একটি সিরিমনিয়ালি স্বাক্ষর হবে, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে উল্লেখ থাকবে। নির্বাচনের আগে জাতির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে, যারা ম্যান্ডেট পাবে, যেই সংসদে যাক, তারা বাস্তবায়নে অনুগত থাকবে–এটি একটি বিষয়। এটিকে যদি সফ্‌ট মনে হয় যে, এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করবে কি না, সেই গ্যারান্টি কী, এই প্রশ্ন যদি আসে, এজন্যই বাকি প্রসেসটা শুরু হয়েছে। তাহলে আইনি ভিত্তি কী? আমরা বললাম, এটির কোনো আইনি ভিত্তি দেওয়ার জন্য যে কোনো পন্থায় আমরা রাজি হবো। সেটির একটি মতামত নিন।

প্রথমত হচ্ছে, চলুন আমরা সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ নেই যে এটি Extra Constitutional Order (ECO) অথবা Special Constitutional Order (SCO) করা যায় কি না। সেটিও কোর্টে প্লেস করা যায়, মতামত নেওয়া যায়। ভবিষ্যতে

জুডিশিয়ারিতে চ্যালেঞ্জ করলেও বলতে পারবে যে, এটির বিষয়ে কোর্টই মতামত দিয়েছিল। এখন এটি পরামর্শ আকারেও দেওয়া যেতে পারে। entertain করতেও পারে, নাও করতে পারে। কিন্তু এটি তো এখনও পাঠাইনি। এটি একটি বিষয়।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, যদি আমরা সবাই মিলে এমন একটি প্রসিডিউরে যাই, যেটি এখানে সবার সাথে আলোচনা করতে চাই না, যেটি এডমিন করতে বাধ্য হবে যে এটি আমরা করলাম। একটি প্রসেস আছে, সেখানেও তাদের মতামত নেওয়া যায়। এটি হচ্ছে জুডিশিয়াল ওপিনিয়ন। প্র্যাকটিক্যালি এটি দাঁড়াবে,

কিন্তু যে প্রস্তাবগুলো এখানে এসেছে, Special Constitutional Order (SCO) নিয়ে, সেটি আপনি করলেন, আমরা কেউ কিছু বললাম না। ঐকমত্য কমিশন থেকে আপনাকে দায়িত্ব দিলাম যে, সেটি আপনি ঠিক করেন যে কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। তারপর আপনি করলেন। কিন্তু যে কোনো একজন সিটিজেন যদি সেটি নিয়ে চ্যালেঞ্জ করে তাহলে কী দাঁড়াবে। আমরা পলিটিক্যাল পার্টি করলাম না। সেটির global reputation নিয়ে হয়তো অনেকেই প্রশ্ন তুলবে। সেটি কখনও আপনার উপর চাপিয়ে দিতে চাই না। যেটি বাস্তবায়নযোগ্য, সেরকম একটি প্রসেস বের করুন। আপনারা তো বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়েছেন, তারা যা যা বলেছে, তার মধ্যে যেটি আপনি এপ্রোপ্রিয়েট মনে করেন যে আমি এ পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করব, আপনার তাতে স্বাধীনতা থাকবে, আমাদের কোনো বক্তব্য থাকবে না। যদি আপনি উপযুক্ত মনে করেন, আমি জুডিশিয়ারির মতামত নিবো, আপনার স্বাধীনতা থাকবে। তারপরও এটির একটি সমাধান করেন। অনিশ্চয়তাটা কেটে যাক। আমরা এই আহ্বানটা আপনার কাছে এজন্যই জানাচ্ছি, এখানে আমরা অনেক আলোচনা করেছি, সেই আলোচনায় কোনোটির মধ্যেই যেগুলো বলা হচ্ছে, সেগুলো এখনকার মতে যৌক্তিক মনে হচ্ছে না। যদি আপনি উদ্যোগ নেন, জুডিশিয়ারির পরামর্শ নেন অথবা আপনার বিবেচনায় কোনো সিদ্ধান্ত নেন, যদি আপনি সে বিষয়ে আমাদেরকে আহ্বান জানান, যদি আপনি Close door camera meeting–এ কথা বলে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, আমরা সহযোগিতা করব।

মাননীয় সভাপতি, নির্বাচনের বিষয়ে বলতে চাই, সংস্কার, বিচার এবং নির্বাচন কোনোভাবেই এটি mutually interpreted নয়। সংস্কার সংস্কারের মতো চলবে, এটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বিচারের কোনো টাইম লিমিট করা যায় না। তাহলে অবিচার হবে। সেটি চলবে যে সরকারই আসুক। আমরাই সবচেয়ে বেশি অবিচারের শিকার হয়েছি। গুম, হত্যা, নির্যাতনের শিকার হয়েছি। এটি আমাদের কমিটমেন্ট, জাতির কমিটমেন্ট, এটি চলবে। কিন্তু নির্বাচনকে এটির Conditional অর্থাৎ শর্তাধীন করা যাবে না। আর যদি ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে বাংলাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে কোনো রকমের অনিশ্চিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, সেটি ফ্যাসিবাদ চেষ্টা করছে। যদি আমরা এরকম কোনো কর্মকাণ্ড করি যে ফ্যাসিবাদী শক্তি সুযোগ পাবে, আশকারা পাবে, তাহলে আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য অনেকে বলেছে যে এটি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হবে। আমরা মনে করি এটি আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্যও হুমকি হতে পারে। কারণ এখানে দুটো আঞ্চলিক শক্তি এবং একটি বিশ্বশক্তিও সংযুক্ত হয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে চাই না। যে কোনো মূল্যে পরবর্তী ইলেকশনের যে সময়সূচি ঘোষণা করা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশনা দেওয়া হযেছে, সেই টাইমলাইনে নির্বাচন হতেই হবে। এটির উপর Conditional কিছু নয়। আমরা আশা করি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আরও চেষ্টার মধ্য দিয়ে, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, আপনার ব্যক্তিগত উদ্যোগের মধ্য দিয়ে এটির সমাধান হবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। সবার প্রত্যাশা তো আছেই, কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে।

ধন্যবাদ, আপনাদের সবাইকে।

৫.৯ প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী **জনাব মনির হায়দারঃ** ধন্যবাদ, জনাব সালাহউদ্দিন আহমেদ, আপনার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের জন্য।

আমি এখন মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব আসিফ নজরুলকে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

৫.১০ জনাব আসিফ নজরুল (আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা): প্রথমেই সবাইকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, সমস্ত সংস্কার কাজ চলছে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ড. মুহাম্মদ ইউনূস-এর নেতৃত্বে। আমরা সকলে মিলে একটি টিমের মতো কাজ করছি। কয়েকটি তথ্য জানানো

জরুরি মনে করছি। প্রায়ই দেখা যায়, অনেকে বলে যে সংস্কার কোথায় হচ্ছে বা কবে হবে। অনেকে বাইরে থেকে বলেন, ভিতর থেকে বলেন। একটি জিনিস পরিষ্কার করা প্রয়োজন, প্রথম যে ৬টি সংস্কার কমিশন হয়েছিল এবং তারা যে প্রস্তাব দিয়েছিল, সেই প্রস্তাবগুলোর মধ্যে আশু বাস্তবায়নযোগ্য যেগুলো আছে, বাছাই করে অর্ধেকের বেশি ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য রয়েছে যে, ডিসেম্বর ২০২৫-এর আগেই অন্তত ৭০ শতাংশের মতো বাস্তবায়ন করে যেতে পারব। ৬টি সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে কিছু বিষয় ছিল যেগুলো সংবিধানকে টাচ করে, সেখানে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে, এখানে বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রয়োজন। সংবিধানকে টাচ করছে এমন কিছু তো আমরা অধ্যাদেশের মাধ্যমে বা এক্সিকিউটিভ অর্ডারের মাধ্যমে করতে পারি না। তারপরও ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতির সাথে কথা বলেছি। কিছু কিছু সুপারিশ রয়েছে যেগুলো সংবিধানকে টাচ করে না। যেমন স্থায়ী কমিটির সভাপতি কে হবে? এর জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন নেই। এটি জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি সংশোধন করলেই হবে। এছাড়া সংস্কার প্রস্তাবগুলোর মধ্যে কিছু কিছু রিপিটেশন ছিল এবং কিছু জিনিস ছিল যা আমাদের কাছে মনে হয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন দুর্নীতির কৌশলপত্র প্রণয়ন। এটি একটি রুটিন কার্যক্রম। অনেক বিষয়ই আছে এমন রুটিন কার্যক্রম। শুনলে মনে হয় সাড়ে আটশত। আসলে সাড়ে আটশত না। কিছু আছে রুটিন কার্যক্রম, কিছু আছে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে করা সম্ভব, কিছু আছে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে করা সম্ভব, কিছু আছে যেগুলো অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে করা সম্ভব না। কারণ এগুলো সংবিধান-সংশ্লিষ্ট। এগুলো হচ্ছে ৬টি কমিশনের ব্যাপারে। আর ৫টি কমিশনের ব্যাপারে সকলেরই হয়তো প্রশ্ন থাকতে পারে যে ওই ৫টি কমিশনের ব্যাপারে আমরা কী করছি? ওই ৫টি কমিশনের বিষয় নিয়ে মাননীয় উপদেষ্টা জনাব ফয়জুল কবির খান এবং জনাব ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ স্যারের নেতৃত্বে কোন জিনিস/সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা যাবে সে বিষয়ে কাজ হচ্ছে। কিছু কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে।

কমিশনের সময় বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। আমি শুধু একটি বিষয়ে দিঙ্‌নির্দেশ করব, আমরা অবিচল আছি ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচনের ব্যাপারে। এ ব্যাপারে আমাদের কোনোরকম দ্বিতীয় চিন্তা নেই। এটি অনেকবার বলা হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে যদি আমরা নির্বাচন করি, যদি সিডিউল ঘোষণা হয়, সিডিউল ঘোষণার পর কোনো লিগ্যাল অ্যামেন্ডমেন্ট করতে পারবো না। আপনারা সময়টি খেয়াল রাখবেন, আমাদের খুব সময়ের প্রয়োজন। আমরা ধরে নিয়েছি, আমাদের যা আইনগত পরিবর্তন করা দরকার তা ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে করতেই হবে। কারণ আপনারা জানেন, সিডিউল ঘোষণার পরে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে এ ধরনের কোনো আইনগত পরিবর্তন করা যাবে না। ফলে খুব বেশি সময় পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। কিছু সময় হয়তো বাড়নো যেতে পারে এটি স্যার সিদ্ধান্ত নেবেন।

সর্বশেষ একটি কথা বলি, কথা শুনে মনে হয়েছে সবাই খুব আশাবাদী। সবাই চায় একটি ভালো সমাধান হোক, সবাই মিলে একটি ঐকমত্যের মাধ্যমে হোক। একটি বিষয় বিশ্বাস করি, একটি হাদিস আছে যে, কর্মের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। সবচেয়ে বড়ো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানুষের নিয়ত। আমাদের যদি নিয়ত থাকে যে আমরা গণ-অভ্যুত্থানের যে ঐক্য আছি, সেই ঐক্য ধরে রাখব, ফ্যাসিবাদ ফিরে আসার কোনো সুযোগ দেবো না, আমরা আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করবো না–এটিই যদি আমাদের সবচেয়ে বড়ো নিয়ত হয়, তাহলে সমাধান কোনো কঠিন ব্যাপার হবে না বলে আমি বিশ্বাস করি।

ধন্যবাদ, সবাইকে।

৫.১১ জনাব মনির হায়দার (মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী): অনেক ধন্যবাদ, মাননীয় আইন উপদেষ্টা, আপনাকে।

এখন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস স্যারের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আয়োজনের এই পর্বের সমাপ্তি ঘটবে। আমি এখন জানিয়ে রাখি যে স্যারের বক্তব্যের পর অনুষ্ঠানের এই পর্ব শেষ হবে এবং স্যার এখান থেকে বিদায় নেবেন। এরপর যথানিয়মে আমাদের আলোচনা অব্যাহত থাকবে। আমরা জানি মাননীয় সভাপতি নিয়মিতভাবে সশরীরে হয়তো এখানে উপস্থিত থাকতে পারেননি তবে যেহেতু এই আলোচনা সরাসরি টেলিভিশনে সম্প্রচার হয়েছে, স্যার নিয়মিতভাবে আলোচনাগুলো দেখেছেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, এতগুলো রাজনৈতিক দলের এত এত নেতৃবৃন্দ দিনের পর দিন এত সৌহার্দপূর্ণভাবে আলোচনা করতে পারে, সংবিধান নিয়ে, সংস্কার নিয়ে, এটি

তাঁর কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হয়েছে। তিনি বরাবরই এ বিষয়ে উচ্ছ্বাসিত ছিলেন। আমরা এখন স্যারের বক্তব্য শুনব। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মাননীয় সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

৫.১২ ড. মুহাম্মদ ইউনূস (প্রধান উপদেষ্টা ও সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন) : উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন।

তিনি বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রমে অবাক হয়েছেন। ঐকমত্য কমিশন কত গভীরভাবে আলোচনা করেছে, সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছে। যখন ঐকমত্য কমিশনের আইডিয়াটা আসে আমি নিশ্চিত ছিলাম না কী পাব এটি থেকে। কোন দিকে যাবে, কোথায় শুরু হবে, শুরু থেকেই কলাপ্স করে যাবে কি না, কারও মুখ দেখাদেখি নাই, এরকম হয়ে যাবে কি না–নানা প্রশ্ন। সত্যি সত্যি আবারও বসবে কি না এরকম। কারণ ঐকমত্য কমিশনের কোনো নজির নেই। এটি তাৎক্ষণিকভাবে একটি সিদ্ধান্ত। প্রফেসর আলী রীয়াজকে দায়িত্ব দিলাম যে তুমি এটি পরিচালনা করবে। সে সাহস দিলো যে আমরা চেষ্টা করে দেখি। এই যে একটি প্রচেষ্টা, একটি নতুন প্রচেষ্টা, এটি টেক্সট বুক থেকে বের করা কোনো জিনিস না। এটি আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিকে উপলব্ধ করে সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি হিসেবে চেষ্টা করে দেখলাম। আজকে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পরে আমি আপনাদের কথা শুনে আমি সত্যিকারভাবে শিহরন অনুভব করছি। অভিভূত হয়েছি যে এতগুলো জিনিস আপনারা গভীরভাবে বিবেচনা করেছেন, সিদ্ধান্তে এসেছেন, ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এটির কোথাও নজির নেই। কাজেই এটি শুধু বাংলাদেশের পদ্ধতি হিসেবে থাকবে না। এটি অন্যান্য দেশও লক্ষ করবে যে আমরা কী পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম। এটি একটি নজির হিসেবে থাকবে। এই নজির যেন খুতওয়ালা নজির না হয়। এটিই আমার আবেদন। ঐকমত্যে সত্যি সত্যি পৌঁছা যায় কি না–এর সবকিছুই নির্ভর করছে শেষ অংশটুকুর উপর।

সম্মানিত নেতৃবৃন্দ, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছেন। বাকি রাস্তাটুকু সুন্দরভাবে অতিক্রম করে আমাদের জন্য তো বটেই পৃথিবীর জন্য নজির সৃষ্টি করে যাবেন–এ প্রত্যাশা করি। কারণ যে সমস্যা অতিক্রমের জন্য আমরা এই প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, এ সমস্যা শুধু আমাদের নয়। এই দুদিন আগে নেপালে শুরু হলো। এরকম আরও বহু জায়গায় এরকম সমস্যা হবে। অতীতেও হয়েছে, আরও হবে। কাজেই আমরা কী পদ্ধতি অবলম্বন করলাম, কীভাবে অবলম্বন করলাম সেটি খুব মনোযোগ সহকারে সবাই দেখবে। আমাদের এখান থেকে বের হবার কোনো উপায় নেই। যত কথাই আমরা বলি। যত কনভেন্সিং কথাই বলি। যে রাস্তায় আমরা শুরু করেছি, সমঝোতার রাস্তা, এটি থেকে বের হবার কোনো সুযোগ আমাদের নেই। এই সমঝোতায় আমাদের আসতেই হবে। আমি হয়তো গায়ের জোরে কথাটি বলছি, কিন্তু কথাটি ফেলে দেওয়ার কোনো উপায় নেই। আমাদেরকে জাতি হিসেবে যে নবযাত্রা শুরু করার একটা সুযোগ ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান আমাদেকে দিয়ে গেল, সেটির একমাত্র পথ হলো সমঝোতার পথে গিয়ে নতুন বাংলাদেশ তৈরি করা। আমরা নানা যুক্তি দিতে পারি, বহু যুক্তি। যুক্তির কোনো শেষ নেই। কিন্তু সমাধান এখানেই। এই সমাধানের পথে আমাদেরকে থাকতে হবে। যেভাবেই হোক, অনেকের হয়তো মনে কষ্ট হবে যে এটি আমি মেনে নিচ্ছি, কিন্তু পরবর্তীকালে শান্তি পাবেন। দেশ শান্তি পাবে। দেশের শান্তি বড়ো শান্তি। আমরা যদি বিতর্কের মধ্যে থেকে যাই, এই বিতর্ক পরে বিস্ফোরিত হবে। এই বিতর্কের সুযোগ নিয়ে কে কোনদিকে আমাদেরকে চালু করে দিবে, এটির কোনো ঠিক নেই।

সম্মানিত নেতৃবৃন্দ, আমরা বারবার বলছি, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে। ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচন এক মহোৎসবের নির্বাচন হবে। যদি আমরা এগুলো ফায়সালা করে ফেলতে পারি। তাহলে এটি মহোৎসব হবে এবং জাতির সত্যিকারের নবজন্ম হবে। এটি শুধু নির্বাচন না, এটি নবজন্ম। এই যে এত ত্যাগ, এত রক্ত, এত আত্মাহুতি, এগুলো সার্থক হবে, যদি আমরা এই নবজন্মটা লাভ করতে পারি।

সম্মানিত নেতৃবৃন্দ, আমার মাঝখানে একটু মনে পড়ছিল আলাদিনের প্রদীপের কথা। আলাদিনের প্রদীপে ঘষা দিলে একটি দৈত্য বেরিয়ে আসে। দৈত্য এসে জিজ্ঞাসা করে কী করতে হবে মালিক। এই যে প্রশ্নটি করে, এর উত্তর নানাভাবে দেওয়া যায়। বলতে পারি যে আমার জন্য এক কাপ চা নিয়ে আসো। তাকে যদি বলা হয় সারা দুনিয়া আমার কাছে নিয়ে আসো, সারা দুনিয়া নিয়ে আসতো। ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেই দৈত্য সৃষ্টি করে দিয়েছে আমাদের মাঝখানে। আমরা তার কাছে কী চাইব? আমরা কী তার কাছে এক কাপ চা চাইব? নাকি আমাদের দুনিয়া পাল্টে ফেলতে চাইব। এটি হলো আমাদের হাতে। কাজেই কোনো বিষয় ছোটো আকারে না দেখে আমাদের জাতিকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে তৈরি করে দিয়ে

যাব, এটিই আমাদের হাতে সুযোগ এসেছে। ছাত্র-জনতা আমাদের এই সুযোগ দিয়েছে। সেখানে ছোটখাটো বিষয়ে আটকে গিয়ে আমরা যেন বড়ো জিনিস হারিয়ে না ফেলি। এমন বড়ো জিনিস চাই। এই জাতিকে আমরা যেভাবে চালু করে দিলাম, এটি শুধু উপরের দিকে উঠবে, এখন আর ডানে-বামে তাকানোর দরকার নেই। কেবল ওই অংশটা করা।

সম্মানিত নেতৃবৃন্দ, আমাদের এত সংস্কার কেন দরকার হচ্ছে, দরকার হচ্ছে সব পথঘাট বন্ধ করা, স্বৈরাচার আর কোনোদিন বের হয়ে না আসতে পারে, এটুকুই। বাকিটা আমরা জানি। স্বৈরাচারের প্রত্যেকটা রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া। কোনোদিক থেকে সে যেন আর বের হতে না পারে। সেই স্বৈরাচারকে বন্ধ করতে হলে আমাদের সবার একমত হয়ে এটি করতে হবে। দ্বিমতের কোনো জায়গা এখানে নেই। আমরা অনেক কথা বলতে পারি, কিন্তু দ্বিমত করে সমাপ্ত করতে পারব না। আমার একান্ত আবেদন, যখনই আপনারা এই সনদ করবেন, কোলাকুলি করে করবেন যে আমরা একমত হয়ে গেছি। তাহলে নির্বাচনসহ সবকিছুই সার্থক হবে। যতই আমরা নোকতা দিয়ে যাই, দিতে পারি আমাদের মনের আশা ব্যক্ত করতে পারি, কিন্তু যে মহান ঐক্য আমাদের দরকার, যেহেতু ঐ আলাদিনের দৈত্য আমাদের সামনে আছে, তাকে হুকুম দেওয়ার সুযোগ আছে যে এই আমি চাই। কী চাই সেটি ঠিক করি, কীভাবে করবে সেটি দৈত্য ঠিক করে দেবে। আমরা এই চাই, তখন আমরা এক্সপার্টকে বলব যে আমাদেরকে এভাবে করে দাও। তাহলে আমরা অগ্রসর হতে পারব। আপনাদের কাছে শুধু আবেদন, আপনারা একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যান। তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যখন ঐকমত্য কমিশন গঠন করলাম, জনাব আলী রীয়াজকে বললাম, তিনিও জানেন না এটি কী জিনিস এবং কী করতে হবে। সদস্যরাও জানেন না এটি কী জিনিস। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করে দেখি। আপনারা গ্রহণ করেছেন, এটি হলো মস্ত বড়ো অর্জন। এ অর্জন করতে পেরেছেন বলেই আজকে সবাই মিলে বসেছি। আমি চলে যাওয়ার পরও আপনারা বসে থাকবেন, আপনারা আলোচনা করতে থাকবেন। কী পরিমাণ ধৈর্য প্রয়োজন হয় এই একই আলোচনা চলতে থাকা, বলতে থাকা। যেহেতু আমাদের ওই লক্ষ্যটা আছে। ওই দৈত্যকে আমরা সবচেয়ে বড়ো কাজটা দেবো। যেটি আর কেউ কোনোদিন চাইবারও সুযোগ পাবে না, এই দৈত্যও পাবে না। একবারই পাচ্ছি আমরা এই দৈত্য। এই দৈত্যকে আমরা মনের সব সমস্যা বলে দেবো যে এটি আমাদের পূরণ করে দাও। সেই জিনিসের দিকে আমরা যেতে চাই।

সম্মানিত নেতৃবৃন্দ, আজকে এই পর্বের সমাপ্তি হলো। তারপর এখান থেকে নির্বাচন পর্যন্ত কীভাবে নিয়ে যাবেন। এই উৎসবের মধ্য দিয়েই নির্বাচনটি হবে। ভেতরে কোনো রকমের দুঃচিন্তা রেখে যেন আমাদেরকে নির্বাচনে ঢুকতে না হয়। উৎসব এখান থেকেই শুরু হবে। এই উৎসব নিয়েই নির্বাচন হবে এবং নির্বাচন ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই হবে। এটি পরিষ্কার করে ফেলা। আর বাকিগুলো হলো ডিটেইলস। এটিই হলো পথ, আমরা হাইওয়ে বানিয়ে ফেলেছি। এই পথেই আমরা যাব। পথ ঠিক আছে। তারপর কোথায় কী দিতে হবে সেগুলো পরের কথা। আমাদের যাত্রাপথ, আমাদের গন্তব্য পরিষ্কার। এটি পরিস্কার করতে হবে। এটি আমার আবেদন। ডিটেইলস এর ব্যাপারে আপনারা জানেন, কী করতে হবে। এটি শুধু আমার একার আবেদন না, সারা দেশবাসীর আবেদন এবং এটা সবাই চায়। সবাই এটি থেকে মুক্ত হতে চায়, যেসব জিনিস হয়ে গেছে তা থেকে মুক্ত হতে চায়। সমস্ত পথঘাট বন্ধ করতে চায়, যাতে কোনো জায়গা থেকে কেউ ঢুকতে না পারে–প্রবেশ করার কোনো সুযোগ না পায়। এখন থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যদি এ কাজটি করে ফেলতে পারি, তাহলে আমাদের দেশ যেরকম নিশ্চিন্ত হবে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশও আমাদেরকে লক্ষ করবে, শিখতে আসবে যে আমরা কীভাবে এটি করলাম। কী জিনিস আমরা এর মধ্যে দিয়েছি। এখনও হয়তো আমার সবাই বুঝতেছি না, ঐকমত্য কমিশন আমাদেরকে কী দিয়েছে–কী পেয়েছি। এক বছর পর যখন ফিরে দেখবেন, তখন দেখতে পাবেন কী মহাকাণ্ড আপনারা করেছেন। দুই বছর, দশ বছর পর যখন অন্যরা দেখবে, তারা অবাক বিস্ময়ে তাকাবে, কী কাণ্ডটা আপনারা করেছেন। সেটি যেন নিখুঁত হয়, নির্দোষ হয়, যে এমনভাবে আমরা এটি করব, যে এটি থেকে একটি নতুন জাতি জন্মগ্রহণ করল। আপনারা জন্মগ্রহণের সূতিকাগারটি তৈরি করে দেবেন। এখন সে তরতর করে এগিয়ে যেতে থাকবে। সেই আবেদন আপনাদের কাছে।

সম্মানিত নেতৃবৃন্দ, এ পর্যন্ত যতটুকু করেছেন, এটি ইতিহাসের স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছেন। এ অধ্যায় থাকল। এটিকে একেবারে নিখুঁত করার জন্য যে কয়টাদিন বাকি আছে নির্বাচন পর্যন্ত, মনের মধ্যে কোনোরকম কষ্ট না নিয়ে, কোনো রকম খুঁতখুঁতি না নিয়ে নির্বাচন করতে পারি, সে চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। আমরা জানি আমরা কী অর্জন করতে চাচ্ছি। আমাদের সামনে পরিষ্কার, আমরা সবাই মিলে করছি, আমরা কিছু বোঝাপড়া করেছি, এটি দেশের জন্য করেছি, জাতির জন্য করেছি,

এটিই একমাত্র সুযোগ। এই সুযোগ জীবনে আর আসবে না। আলাদিনের দৈত্য আর আসবে না। একবারই সে জিজ্ঞেস করবে, আর জিজ্ঞাসা করবে না, আর আমরা সুযোগও পাব না। কাজেই এবারই যেন আমরা সেটি সমাপ্ত করতে পারি।

সম্মানিত নেতৃবৃন্দ, আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। বিশেষ করে ঐকমত্য কমিশনের যারা সদস্য, যারা দিনরাত পরিশ্রম করেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ এবং সহ-সভাপতি প্রফেসর আলী রীয়াজকেও ধন্যবাদ। ধৈর্য সহকারে তিনি করে গেছেন, এত পরিশ্রম করে তিনি এটি করবেন, আমার মনে আসেনি, যখন তার সাথে আলাপ করলাম। এখন দেখছি তাঁর যে কন্ট্রিবিউশন, আপনাদের সাথে দিনের পর দিন আলাপ করে একটি রাস্তা বের করার জন্য, সেটি যেন আমরা সফল হই। সবাই মিলে আপনারা পরিশ্রম করেছেন। এটি ব্যর্থ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমি কথাটিতে জোর দেওয়ার জন্য বারবার বলছি, এটি একমাত্র সুযোগ এবং আমাদেরকে এটি গ্রহণ করতেই হবে। এটি থেকে বিচ্যুত হওয়ার উপায় নেই। সমঝোতা বলেন, ঐক্য বলেন, যাই বলেন যখন নির্বাচনে যাব, সবাই একমত হয়ে যাব। এর মধ্যে কোনো দ্বিমত আর আমরা রাখব না। এটি আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা, একটি অভিজ্ঞতা আমরা পাব, এই জিনিস আমরা করতে পেরেছি, সুন্দরভাবে করতে পেরেছি। আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। এটি সফলভাবে সমাপ্ত করে নির্বাচন করে আমরা উৎসব করব যে আমরা করে ফেলতে পেরেছি। এটিই নির্বাচনে প্রতিফলিত হবে, যা যা আমরা আলাপ করছি। আপনাদের সবার সাফল্য হোক এই কামনা করছি এবং দেশের মঙ্গল হোক। যে সমস্ত ভয়ঙ্কর কথাবার্তা আমরা শুনি, তা বাস্তবে যেন আমাদেরকে দেখতে না হয়। আমরা সুন্দরভাবে নির্বাচন করে নতুন যাত্রা আমরা শুরু করব জাতি হিসেবে। মহা উৎসবে আমরা যাত্রা শুরু করব। সবাইকে ধন্যবাদ।

[অতঃপর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনা শেষ হয়]

৬. **বৈঠকের আলোচ্যসূচি : 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলোচনা।**

৭. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী **জনাব মনির হায়দার:** মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকের পরেও রাজনৈতিক দলগুলো ধৈর্যধারণ করে পরবর্তী বৈঠকে উপস্থিত থাকায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দল/জোট থেকে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উপর অনানুষ্ঠানিকভাবে মতামত পাওয়া গিয়েছে। এর আলোকে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা নিয়ে কমিশনের সহ-সভাপতি প্রফেসর আলী রীয়াজ আপনাদের সকলকে অবহিত করবেন।

৮. সহ-সভাপতি: ধৈর্যধারণ করে বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার শত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও কমিশনে উপস্থিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন এবং জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে দিঙ্‌নির্দেশনা দিয়েছেন। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনার আলোকেই কমিশনও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার জন্য রাজনৈতিক দল/জোটের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়েছে। তবে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অনুষ্ঠান শেষে একটু বিলম্বে শুরু করায় পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব নয় বিধায় বৈঠকটি এখানেই সমাপ্ত করার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাছাড়া, রাজনৈতিক দল/জোটের পক্ষ থেকে প্রায় সকলেই কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি সরকারের একান্ত বিষয়। কমিশন নিজে সময় বৃদ্ধি করতে পারবে না। তবে একমাত্র ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত পার্লামেন্টই নিজের মেয়াদ নিজে বাড়িয়ে নিয়েছিল। যেহেতু কমিশনের মেয়াদ আগামীকাল পর্যন্ত রয়েছে তাই আগামীকাল অর্থাৎ ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বৈঠকে মিলিত হওয়ার বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি কমিশনের পক্ষ থেকে সকল রাজনৈতিক দল/জোটের কাছে অনুরোধ জানান যে, প্রত্যেক দলের নিজস্ব অবস্থান থাকবে। তারপরেও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য দল/জোটগুলো নিজেদের মধ্যে একটু কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনা করুন। কারণ কমিশন কিছু চাপিয়ে দিবে না বা চাপিয়ে দিয়ে সংস্কার হয় না। কমিশন শুধু সরকারকে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পথের বিষয়ে সুপারিশ করবে। বিএনপি-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'আইনে যদি কোনো পথ থাকে।' তাহলে আসুন সবাই মিলে সেই পথ বের করি। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকের পূর্বেই কমিশন বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সাথে বৈঠক করেছে। গত দিনের আলোচনার সারাংশ উপস্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে একটি

হচ্ছে আইনি সাংবিধানিক দিক এবং আরেকটি হচ্ছে রাজনৈতিক দিক। যা কিছু করা হচ্ছে তা কেবল বইয়ের বিষয় নয়। বিষয়টি রাজনৈতিক। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়েই কাজ করতে হবে। কমিশন আশা করছে, রাজনৈতিক দল/জোটগুলো অবশ্যই এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি পথ তাদের দিক থেকে পাওয়া যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

৯. গণসংহতি আন্দোলন এর বক্তব্য: সহ-সভাপতি মহোদয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনার কথা বলেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকদিন সময়ের প্রয়োজন। বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

১০. সহ-সভাপতি: আপনারা কমিশনকে যদি আশ্বস্ত করেন যে, আপনারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করবেন তাহলে ২/৩দিন পরে বৈঠক আয়োজনে কমিশনের কোনো অসুবিধা হবে না। সেক্ষেত্রে কমিশনের দিক থেকে কোনো আপত্তিও নেই।

১১. গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি) এর বক্তব্য: কমিশন দলগুলোর নিকট থেকে মতামত পেয়েছে। সেক্ষেত্রে এখানে যারা আছি তাতে কোনোভাবে মনে হয় না যে, নিজেরা একটি জায়গায় আসতে পারব। কমিশন সংস্কারের দায়িত্বে আছে। আপনারা এ মুহূর্তে বাংলাদেশকে কোন জায়গায় নিয়ে যেতে চান কতটুকু সংস্কার প্রয়োজন সেভাবে কমিশন সবার মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিলে সংকট তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

১২. সহ-সভাপতি: যখন কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল তখন অনেকেই দ্বিমত পোষণ করেছিল যে, আপনারা দুটি বিষয়ে একমত করাতে পারবেন না। কিন্তু একমত হয়েছি। একটু সময় নিয়ে চিন্তা করলে একমত হওয়া সম্ভব হবে। একেবারে দুরূহ বা অসম্ভব নয়।

১৩. খেলাফত মজলিস এর বক্তব্য: আইনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন যদি সঠিক হয় তাহলে কোনো আপত্তি নেই।

১৪. সহ-সভাপতি: কমিশন বিশেষজ্ঞদের সাথে বৈঠকে বসে আলাপ-আলোচনা করে তাদের মতামত গ্রহণ করেছে। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল/জোটগুলোকেও নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার জন্য অনুরোধ জানান। এতে করে পরবর্তীকালে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে। আশা করা যায় যে, সরকারের পক্ষ থেকে কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত আসবে। সেক্ষেত্রে আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বুধবার সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

[অতঃপর বিকাল ৫:১৫ মিনিটে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের অদ্যকার বৈঠক শেষ হয়]

পরিশিষ্ট-৩৩

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের গ্রহণ সম্পর্কিত ৩য় বৈঠকের সারসংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের গ্রহণ সম্পর্কিত ৩য় বৈঠকের সারসংক্ষেপ

০২ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের গ্রহণ সম্পর্কিত ৩য় বৈঠকের সারসংক্ষেপ

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহসভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ০২রা আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : বুধবার, সকাল ১১:০০টা

স্থান : ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. **সঞ্চালক:** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী।

৪. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (সম্পাদনা)।

গ. জনাব মোঃ কামরুজ্জামান শেখ, সহকারী পরিচালক।

ঘ. জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক।

৫. বৈঠকের আলোচ্যসূচি: 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলোচনা।

৬. মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি সকল বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। ১৯৫২-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে বীর শহিদগণ, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহিদগণ সর্বোপরি ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে অভূতপূর্ব ছাত্র জনতার গণ-অভ্যুত্থানে বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের আশু সুস্থতা কামনা করে বৈঠকের সূচনা করেন। জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় এবং এটি একধরনের আইনি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার বিষয় আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছে। এ বিষয়সমূহের ওপর আলোচনার পূর্বে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে সূচনা বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

৭. জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৫

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও কমিশনের প্রধান, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের উপস্থিতিতে রাজনৈতিক দলসমূহের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষ থেকে এই কমিশনের মেয়াদ ১ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে। যদিও কমিশনের মেয়াদ ১ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে, তবে কোনো অবস্থাতেই কমিশন ১ মাস সময় নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখতে উৎসাহী নয়। কমিশন মনে করে না যে, আগামী ১ মাস ধরে এই আলোচনা করে যেতে হবে। আশা করা যায় যে, খুবই দ্রুত সময়ে একটি ঐকমত্যের জায়গায় উপনীত হওয়া যাবে। ১ মাস সময় বৃদ্ধি করার আরেকটি কারণ হচ্ছে, যে কোনো কার্যালয় যদি প্রায় ১ বছর ধরে অব্যাহত থাকে সেটি গুটিয়ে তুলতেও খানিকটা সময় লাগে। কমিশন যাতে মেয়াদের মধ্যেই গুটিয়ে নিতে পারে সে বিষয়টিও সরকারের পক্ষ থেকে বিবেচনা করা হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে আজকে এখানে উপস্থিত হওয়া। ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে, তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে আরও সুনির্দিষ্ট করে কিছু প্রস্তাব দিতে পারে কি না। যা বিরোধগুলোকে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয় এবং সম্ভব হলে একমতের জায়গায় আসা যায়। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কমিশন যখন সর্বশেষ মিলিত হয়েছিল তখন রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দলীয় অবস্থান এবং এর বাইরেও তাদের অবস্থান বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছিল। এর আগে রাজনৈতিক দলগুলো লিখিতভাবেও মতামত দিয়েছিল যার সারাংশ উপস্থাপন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কমিশন বিশেষজ্ঞদের সাথেও কথা বলেছে। এরকম পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞ প্যানেলের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট মতামত সুপারিশ হিসাবে কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে যে সমস্ত বক্তব্য ছিল সেগুলোকে ৬ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ প্যানেল এবং রাজনৈতিক দলগুলো বলেছিল যে, বেশকিছু অধ্যাদেশ বা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায়। যেগুলো সংবিধান সংশ্লিষ্ট নয় সেগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যেই পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল এবং তারপরেও এখন একটি জাতীয় ঐকমত্য হয়েছে যে, সরকার এগুলো করতে পারে। সরকারের পক্ষ থেকে সে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কমিশনের পক্ষ থেকে স্বনির্বন্ধভাবে সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে যেন অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বাস্তবোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে যে সমস্ত বিষয় অধ্যাদেশ এবং নির্বাহী আদেশে করা যায় সেগুলো যেন তারা দ্রুত করে। সাংবিধানিক বিষয়গুলোতে বিশেষজ্ঞ প্যানেল দুটো কথা বলেছে। সেগুলো হলোঃ (১) গণভোট এবং (২) বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ। সমস্ত কিছু বিবেচনা করে প্যানেলের পক্ষ থেকে কমিশনকে একটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যেটি উপস্থাপন করা হয়েছে। কমিশন মনে করে যে, সরকারকে যদি একাধিক পরামর্শ দেওয়া যায় তবে তা বাস্তবায়নে তুলনামূলকভাবে সহজতর হবে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে। প্রয়োজনীয় আইনি এবং সাংবিধানিক বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে সরকার পদক্ষেপ নিতে পারবে। কমিশন চায় এটি দ্রুত সম্পাদিত হোক। সকলেই অবহিত আছেন যে, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহণের জন্য ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে নিউইয়র্কে থাকবেন এবং তিনি ২রা অক্টোবর ফিরবেন। কমিশন এই প্রক্রিয়াটির সুপারিশ মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সাথে আলোচনা করে দিতে চায়। তাই ২১শে সেপ্টেম্বরের আগে যদি একমত হওয়া যেতে পারে বা বিকল্পগুলো নিশ্চিত হওয়া যায় তাহলে কমিশনের পক্ষ থেকে তা উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। অন্যথায় কিছুটা সময় নিতে হবে কারণ তিনি উপস্থিত থাকবেন না। কেননা তিনি এই কমিশনের প্রধান, প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান নির্বাহী তাই তার কাছে কমিশনের পরামর্শ দেওয়া দরকার। সেজন্য আশা করা যায় যে, ২১শে সেপ্টেম্বর সম্ভব না হলে ২রা অক্টোবরের বা তৎপরবর্তী সময়ে প্রধান উপদেষ্টার কাছে সুপারিশ উপস্থাপন করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা নিয়মিতভাবেই এই কমিশনের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। ইতোমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সনদের চূড়ান্ত ভাষ্য দেওয়া হয়েছে। যদি তথ্যগত ত্রুটি থাকে তাহলে কমিশনের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। কেননা তথ্যগত ত্রুটি থাকতেই পারে দুই একটি ক্ষেত্রে। সেগুলো অবশ্যই সংশোধন করা হবে। তবে মূল বিষয়গুলোতে পরিবর্তন করা হবে না। রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুরোধ করা হয়েছিল দুইজন প্রতিনিধির নাম পাঠানোর জন্য যারা সনদে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর করবেন। রাজনৈতিক দলগুলোর পুরোনো বক্তব্য, ১১ই সেপ্টেম্বরের বৈঠকের গৃহীত ঐকমত্য, পূর্বে বিশেষজ্ঞদের মতামত (৪টি বিকল্প) এবং সর্বশেষ তাঁদের একক পরামর্শ সেটি সকলের সামনে আছে, সেগুলোকে সামনে রেখেই আজকের আলোচনা করা হবে। আপনারা দীর্ঘ সময় ধরে

সাংগঠনিক ব্যস্ততা সত্ত্বেও অব্যাহতভাবে যুক্ত থেকেছেন এটি প্রমাণ করছে যে, এই সংস্কার প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আন্তরিকতার বিন্দুমাত্র ঘাটতি নাই। আশা করা যায় এটি অব্যাহত থাকবে।

৮. আলোচ্য বিষয়ের ওপর রাজনৈতিক দলসমূহের আলোচনা ও মতামত

৮.১ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের বক্তব্য: রাজনৈতিক দলসমূহের অনুরোধের প্রেক্ষিতে কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধি করার ফলে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা করার, কমিশনের সাথে বসার এবং সর্বোপরি একটি ঐকমত্যে পৌঁছানোর সুযোগ সৃষ্টির জন্য কমিশন ও সরকারকে ধন্যবাদ জানানো হয়। বিশেষজ্ঞ প্যানেলের পক্ষ থেকে একাধিক পথ না দেখিয়ে একটিমাত্র পথ দেখানোর জন্য তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বিশেষজ্ঞ প্যানেলের ১ম শর্তটি হলো: "The Interim Government may enact of Constitution Order' ('CO') under the authority of Article 22 of the July Declaration incorporating the core reforms envisaged by the July Charter 2025. The CO will be immediately effective. বিশেষজ্ঞ প্যানেলের এই যদি মূল বিষয়বস্তু হয় তাহলে দুটি কর্তৃপক্ষকে মেনে নেওয়া হয়। জুলাই ঘোষণা কোনো proclamation ছিল না। It's a declaration of July revolation uprising. July Declaration এর Character, সংবিধানের Character এবং সরকারের Character এই সবগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। এটি স্বাক্ষর হলেই কার্যকর হবে এবং কার্যকর হলে সংবিধানের কিছু কিছু অনুচ্ছেদের কার্যকারিতা রহিত হয়ে যাবে। এটি এই কমিশনের এখতিয়ার আছে কি না বা এই সরকারের এখতিয়ার আছে কি না–তা বিবেচনায় নিতে হবে। যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তার সমাধানের একটি মতামত থাকলে ভালো হয়। অধিকাংশের ধারণা যে, একটি অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একটি সরকারকে উচ্ছেদ করে আরেকটি অন্তর্বর্তী সরকারকে বসানো হয়েছে। যে কারণে সরকারগুলো স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে যায় সংবিধানের সেই অনুচ্ছেদগুলো সংশোধন বা বাতিল বা পরিবর্তন করার জন্য এখানে বসা হয়েছে। এখন একটি মিশ্র ধরনের সরকার বা বিশেষ ধরনের সরকার আছে। তারপরেও এর প্রধান প্রবণতা হচ্ছে যে, সংবিধানের প্রধান দিকগুলো মেনে চলা এবং সাংবিধানিক একটি সরকার হিসাবে কাজ করা। ভবিষ্যতে যে জায়গাগুলো অতিক্রম করা প্রয়োজন তা সাংবিধানিক পথেই করতে হবে। এতে ভবিষ্যতে কোনো আইনগত জটিলতা তৈরি হবে না। সেই প্রত্যয় নিয়েই আলোচনা করা দরকার যাতে ভবিষ্যতে এটি গ্রহণযোগ্য হবে। একটি আইনি পথেই জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শেষ করা হবে–সাংবিধানিকভাবে সেই জায়গায় বিশেষজ্ঞ প্যানেলের বিবেচনা অতটা প্রকাশ পায়নি। জুলাই ঘোষণাপত্রের ২২ অনুচ্ছেদ হলো:

> যেহেতু, বাংলাদেশের জনগণ সুশাসন ও সুষ্ঠু নির্বাচন, ফ্যাসিবাদী শাসনের পুনরাবৃত্তি রোধ, আইনের শাসন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিদ্যমান সংবিধান ও সকল রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে;

প্রথম লাইনটি পড়লে পরস্পরবিরোধী মনে হয়। এই ঘোষণা বাংলাদেশের সংবিধানকে এই মুহূর্ত থেকে কিংবা যখন স্বাক্ষর করা হবে তখন থেকে এটিকে সংবিধানের ওপরে দাঁড় করানোর ক্ষমতা জুলাই ঘোষণায় পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে আরও বসা যেতে পারে।

৮.২ সহ-সভাপতি: বিশেষজ্ঞদের সাথে বেশ কয়েকবার বসা হয়েছে। তাই তাঁদের মতামতের ব্যাখ্যা প্রদান করা জরুরি। বিশেষজ্ঞরা বলেননি যে, জুলাই সনদ স্বাক্ষর করার সাথে সাথে কার্যকর হবে। স্বাক্ষর করার কথা তাঁরা উল্লেখই করেননি। তাঁরা বলেছেন, It will be valided with effect from the date of its enactment only after referendum. কমিশন enactment-এর কথা বলছে না। কমিশন সুপারিশ করছে সরকারকে। সরকার enactment করবে কি না সে সিদ্ধান্ত সরকার নিবে। তাই কমিশনের enactment-এর অথরিটি নাই। তবে সুপারিশ করার অথরিটি যথার্থই আছে। বিশেষজ্ঞ প্যানেল যে সুপারিশ করছে তা দুটি বিষয়কে মিলিয়ে করছে। একটি সাংবিধানিক আদেশ করা যা সরকার করবে এবং আরেকটি হচ্ছে referendum-এর ভিতর দিয়েই কার্যকর হবে। জুলাই ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ ২২-এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ প্যানেল অভিপ্রায়ের জায়গাটির কথা বলছেন। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধনের অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায় বিদ্যমান সংবিধানের ৭

অনুচ্ছেদে আছে। এই সরকার একটি বিশেষ পরিস্থিতিগত সরকার যা সংবিধানে পাওয়া যাবে না আবার এর বাইরেও যাওয়া যাবে না। বিশেষজ্ঞ প্যানেল সুপ্রা কনস্টিটিউশন অর্থে বলছেন না। এই বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করেই সুপারিশ করা হয়েছে। যে বস্তুটি অস্তিত্বহীন তার ওপরে referendum হয় না। যে কোনো referendum করার জন্য আইন লাগবে। তবে ১৯৯১ সালের আইন দিয়ে referendum হবে না।

৮.৩ **দবাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য:** ঐকমত্য কমিশনের সময় বৃদ্ধি করায় সরকারকে ধন্যবাদ জানানো হয়। পূর্বের আলোচনার মধ্যে ৬টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যার ৬ নম্বরে বলা হয়েছে:

> সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের কাছে এই মর্মে মতামত চাওয়া যে, অন্তবর্তী সরকার এই সনদ বাস্তবায়ন করতে পারবে কি না।

আপিল বিভাগের মতামত চাওয়া হবে যে, জুলাই সনদকে কীভাবে একটি আইনি কাঠামোতে সুরক্ষা দেওয়া যাবে। সরকার কীভাবে এটি বাস্তবায়ন করবে এরকম কোনো পরিকল্পনা বিবেচনার ঊর্ধ্বে ছিল না। আপিল বিভাগে পাঠানো হলে তারা বাস্তবায়নের একটি উপদেশমূলক মতামত বা পরামর্শ দিবেন। যদি উল্লেখ থাকে, "সরকার এটি বাস্তবায়ন করতে পারে কি না" তাহলে যথেষ্ট বিভ্রান্তি তৈরি করবে।

৮.৪ **সহ-সভাপতি:** গত দিনের আলোচনায় ১০৬ অনুচ্ছেদের কথা হয়েছিল। ১০৬ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে মতামত চাইতে হলে, কী বিষয়ে সরকার মতামত চাইবে তা উল্লেখ করতে হবে। একাধিক দলের বক্তব্যে এটি দাঁড়িয়েছে যে, সরকার এই সনদ বাস্তবায়ন করতে পারবে কি না। এই প্রশ্নটি করেই যাওয়া যেতে পারে। যদি ১০৬-এর কথা বিবেচনা করা হয় তাহলে কী জানতে চাইবে দলগুলোকে সেদিকে পরামর্শ দেওয়ার অনুরোধ জানান।

৮.৫ **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য:** "রাজনৈতিক দলগুলো জুলাই সনদ অঙ্গীকার নামায় স্বাক্ষর করেছে এবং দলগুলো মনে করে এর একটি আইনি ভিত্তি বা সুরক্ষা দেওয়া প্রয়োজন" এই প্রশ্নে আপিল বিভাগের মতামত নেওয়া যেতে পারে। সরকার কীভাবে বাস্তবায়ন করবে তা আপিল বিভাগের ওপরে রাখা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞ প্যানেল জুলাই ঘোষণা ভিত্তি হিসাবে ধরেছেন যা সম্ভবত পরবর্তীকালে সংবিধানে সংযুক্ত হবে। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে পারস্পরিক আলোচনা করে কয়েক দিনের মধ্যে কাছাকাছি একটি মতামত জানানো হবে।

৮.৬ **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের এর বক্তব্য:** জুলাই সনদের বাস্তাবায়ন প্রক্রিয়ার বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন বিশেষজ্ঞ প্যানেলের যে মতামত নিয়েছেন তার সাথে একমত পোষণ করা হয়। সাংবিধানিক আদেশের মাধ্যমে এটিকে আইনি ভিত্তি দেওয়া এবং পরবর্তীকালে গণভোটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৮.৭ **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপির বক্তব্য:** জুলাই সনদের যে বিষয়গুলোতে দ্বিমত আছে এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়ন কীভাবে হবে এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর একে অপরের ওপর যে আস্থাহীনতা সেগুলো দূরীকরণ করার জন্য এর একটি আইনি ভিত্তি কীভাবে দেওয়া যায় এই বিষয়েও অনেক রাজনৈতিক দল মতামত দিয়েছে। যে যে বিষয়গুলোতে ঐকমত্য হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য একটি অঙ্গীকারনামা এবং সকল বিষয় নিয়ে বাস্তবায়নের দিঙ্‌নির্দেশনার জন্য প্রধান উপদেষ্টা মহামান্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের কাছে ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মতামত চাইতে পারে। বিশেষ সাংবিধানিক নির্দেশনার বিষয়ে অনেকেই দ্বিমত প্রকাশ করেছে। জুলাই ঘোষণাপত্র কোনো বিপ্লবের ঘোষণাপত্র না। এটি একটি অভ্যুত্থান। সম্পূর্ণভাবে সংবিধানের উপর ভিত্তি করে একটি সরকার গঠিত হয়েছে। তাই সাংবিধানিকভাবেই প্রত্যেকটি পদক্ষেপ চলা দরকার। জুলাই ঘোষণাপত্র সংবিধানের কোনো অংশ নয় যে যার ওপর ভিত্তি করে একটি সাংবিধানিক আদেশ জারি হবে। আজকের বৈঠকে যে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে তার সাংবিধানিক কোনো ভিত্তি নাই। ঘোষণাপত্রের ২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি সাংবিধানিক আদেশ জারি করার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়। সংস্কারের আইনি ভিত্তির জন্য অনুচ্ছেদ ১০৬-এর আওতায় আপিল বিভাগের মতামত নেওয়া যেতে পারে। আজকের যে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে তার সাংবিধানিক কোনো

ভিত্তি নাই। বিশেষজ্ঞ প্যানেলের যে মতামত উপস্থাপন করা হয়েছে তার ওপরে দ্বিমত পোষণ করা হয়। সাংবিধানিক আদেশের মাধ্যমে অধ্যাদেশ জারি করে জরুরিভিত্তিতে কার্যকর করার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়।

৮.৮ **সহ-সভাপতি:** এলডিপির পরামর্শ হলো ১০৬ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টের কাছে যাওয়া এবং কমিশন সরকারকে সুপারিশ করবে যে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপরে সুপ্রিম কোর্টের কাছে মতামত চাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের কাছে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উপর কী মতামত সরকার চাইতে পারে তার কোনো সুনির্দিষ্ট পরামর্শ থাকলে উপস্থাপন করার আহ্বান জানানো হয়।

৮.৯ **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপির বক্তব্য:** যে যে বিষয়গুলোতে আইনি ভিত্তি দরকার সে বিষয়গুলো নিয়ে সরকারের কাছে মতামত দেওয়া যেতে পারে। যে বিষয়গুলোতে নোট অব ডিসেন্ট আছে সেগুলো নিয়ে সংসদে আলাপ-আলোচনা করে পরবর্তীকালে বাস্তবায়ন হতে পারে। ঐকমত্য কমিশনের বিভিন্ন বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং কিছু কিছু বিষয়ে দ্বিমত আছে। এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেকেরই অবিশ্বাস আছে। সেই অবিশ্বাস দূরীভূত করার জন্য আপিল বিভাগের নির্দেশনা নেওয়া যেতে পারে এবং এগুলো যাতে পরবর্তী সংসদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এই বিষয়গুলো কোর্টে পাঠানোর জন্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। ১০৬ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আপিল বিভাগের কাছে এই মর্মে মতামত চাওয়া যে, অন্তর্বর্তী সরকার এই সনদ বাস্তবায়ন করতে পারবে কি না।

৮.১০ **সহ সভাপতি:** বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৬ ব্যবহার করার জন্য যারা বলছেন তাঁরা সুনির্দিষ্টভাবে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন। কমিশন যা করছে তার অনেক কিছুই সংবিধানে নাই। এটি State of exception. যা স্বীকার না করলে অগ্রসর হওয়া খুবই কঠিন হবে।

৮.১১ **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপির বক্তব্য:** যে বিষয়গুলোর ওপরে সকল রাজনৈতিক দল সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের জন্য তারা অঙ্গীকার করছে। এগুলো যে বাস্তবায়ন হবে এই বিষয়ে আপিল বিভাগের নির্দেশনা চাওয়া যেতে পারে। বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য পরস্পরের ওপর যে আস্থা সেই আস্থাকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য ১০৬ অনুচ্ছেদে আদালতের নির্দেশনা চাওয়া যেতে পারে।

৮.১২ **সহ-সভাপতি:** এলডিপির বক্তব্য অনুযায়ী সরকার আপিল বিভাগের কাছে জানতে চাইবে এর আইনি ভিত্তি দেওয়া যায় কি না। কোনো না কোনোভাবে বিষয়টি সুনির্দিষ্ট হতে হবে। জুলাই সনদ বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৬-এর আওতায় হবে না যা সকলেই জানে।

৮.১৩ **বিচারপতি এমদাদুল হক (কমিশনের সদস্য):** জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য উপায় বের করার চেষ্টা চলছে। এরই মধ্যে কিছু প্রস্তাব এসেছে। বিশেষ সাংবিধানিক আদেশের বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ মতামত দিয়েছেন। এর মধ্যে প্রধান উদ্দেশ্য referendum. Referendum করার কারণ হচ্ছে সংবিধানের এমন কিছু বিধান সংশোধনের প্রস্তাব আছে যেটি আগামী সংসদও করতে পারবে না। যেমন: অনুচ্ছেদ ৭ (ক), (খ), প্রথম ভাগের অনুচ্ছেদে যা আছে, সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ সংশোধনই করা যাবে না। এরকম আরও কিছু আছে। এই বাধা থাকার কারণে আগামী সংসদ সংস্কারের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন করতে পারবে না। বিশেষজ্ঞরা সম্ভবত এই চিন্তা করেই referendum-এর কথা বলেছেন। Referendum is the original power. যাকে সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে। সেই referendum-এর মাধ্যমে একটি ভিত্তি খোঁজার চেষ্টা। Referendum যদি in favour হয় তাহলে সাংবিধানিক বাধা অতিক্রম করা যাবে। সাংবিধানিক আদেশ অথবা অন্য কোনো নাম যা পদ্ধতি মাত্র। মূল লক্ষ্য হচ্ছে সংবিধান সংশোধন।

৮.১৪ **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপির বক্তব্য:** সংবিধানের যে সকল অনুচ্ছেদ সংশোধন করা যাবে না সেটি সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে করা হয়েছে। Referendum-এর মাধ্যমে করা হয়নি। সুতরাং জুলাই সনদ কেন referendum-এর

মাধ্যমে করা হবে। পরবর্তী সংসদ সংশোধনের মাধ্যমে এটি করবে। এরপরও যদি referendum-এ যেতে হয় তাহলে পরবর্তী সংসদ যাবে।

৮.১৫ **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য:** সরকার আপিল বিভাগের কাছে মতামত চাইতে পারে যে, জুলাই সনদ স্বাক্ষরিত হয়েছে অঙ্গীকারনামাসহ। রাজনৈতিক দলসমূহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে এটি তারা বাস্তবায়ন করবে। আপিল বিভাগ এভাবে হয়তো মতামত দিতে পারে যেহেতু রাজনৈতিক দলগুলো দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেছে। সুতরাং জনগণের ভোটে নির্বাচিত আগামী সংসদ এই সনদকে কার্যকরী করবে বা করবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অথবা করতে বাধ্য থাকবে। এরকম একটি মতামত আপিল বিভাগ থেকে আসতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে জুলাই সনদ কার্যকরী করবে বা বাস্তবায়ন করবে এই প্রতিশ্রুতি দিবে। ফলে যারা নির্বাচিত হবেন তাদের ওপর নৈতিকভাবে বাধ্যবাধকতা থাকছে সংসদে এটি কার্যকর করার। সংসদ যেহেতু সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তনের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। যেহেতু সংসদই এটি বাস্তবায়ন করবে স্বাভাবিক ব্যাপার। এভাবে বিবেচনা করলে জটিলতা অনেকখানি কাটিয়ে ওঠা সহজ হবে।

৮.১৬ **সহ-সভাপতি:** পরবর্তী সংসদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা অনেক কিছু করতে পারবে কারণ তাদের জনসমর্থন আছে। যদি জনগণের উপর আস্থা থাকে তাহলে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে কেন জনগণের সমর্থন অর্থাৎ গণভোটে যাওয়া যাচ্ছে না। একটি রাজনৈতিক দলকে নির্বাচিত করলে তার আরও ১০০ রকম প্রতিশ্রুতি থাকবে, আদর্শ থাকবে, অবস্থান থাকবে। ধরা যাক, পার্টি 'এ' তার ইশতেহারে জুলাই সনদ দিলো না। তাহলে ঐ দলকে কী জুলাই সনদ বাস্তবায়নে বাধ্য করা যাবে এবং ঐ দলকে যারা ভোট দিয়েছে তারা তো অনেক কিছু বিবেচনা করে দিয়েছে। আবার জুলাই সনদ আছে এই বিবেচনায় কেউ ভোট দিতে নাও পারে। যদি সাংবিধানিক ক্ষমতা হিসাবে জনগণের মতামত চাওয়া হয় তাহলে referendum চাইতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

৮.১৭ **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য:** এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নোট অব ডিসেন্ট থাকার পরেও কী নিয়ে referendum হতে পারে। যেগুলো গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো নিয়ে না কি যেসব বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট আছে সেগুলোসহ যাচ্ছে। তাহলে জনগণ কোন ভিত্তিতে সমর্থন করবে। জুলাই সনদে নোট অব ডিসেন্টের বিষয়গুলো উল্লেখ থাকছে। জনগণ তার পক্ষে বলবে না কি বিপক্ষে বলবে এটি একটি বিরাট বিভ্রান্তির জায়গা।

৮.১৮ **গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য:** অনুচ্ছেদ ১০৬-এর অধীনে আদালতের কাছে কী জানতে চাওয়া যেতে পারে। জানতে চাওয়া যেতে পারে যে, আগামী যে সংসদ নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে যারা নির্বাচিত হবেন তারা জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে বাধ্য থাকবে এবং আগামী নির্বাচন সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ উভয় উদ্দেশ্যে হতে পারে কি না ভেবে দেখা যেতে পারে। এতে সাংবিধানিকভাবে কোনো বাধা আছে কি না। এ বিষয়ে যদি আদালত ইতিবাচক মতামত দেয় সেক্ষেত্রে আগামী নির্বাচন সরকার গঠন ও জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে এই মর্মে সরকারের পক্ষ থেকে একটি অধ্যাদেশ জারি করা সম্ভব। প্রশ্ন উঠেছে যে সংসদ মৌলিক সংস্কার করতে পারে কি না। তখন ওই অথরিটির প্রশ্ন আদালত কর্তৃক একটি সমাধান হয়ে গেল।

৮.১৯ **সহ-সভাপতি:** গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য অনুযায়ী অনুচ্ছেদ ১০৬ ছাড়া আর কোনো কিছু প্রয়োজন হবে না।

৮.২০ **গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য:** জুলাই সনদ এবং আগামী নির্বাচনকে এই এখতিয়ার দেওয়া যাতে সনদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৌলিক সংস্কার ও সরকার গঠন করতে পারে।

৮.২১ **সহ-সভাপতি:** আপিল বিভাগ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ব্যাখ্যা দিবে না। প্রশ্নের উপর নির্ভর করে ব্যাখ্যা দিবে। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদে ১০৬-এ জিজ্ঞাসা করবে যে ভবিষ্যতে এটি বাস্তবায়ন করা যাবে কি না। ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন করা যাবে কি

না এই প্রশ্ন সরকার কেন করছে যে কোনো নির্বাচিত সংসদ যে কোনো কিছু বাস্তবায়ন করতে পারে। তাহলে অন্তর্বর্তী সরকারকে কেন আদালতের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করতে হবে এই বিষয়টি আগামীতে বাস্তবায়ন করতে পারবে কি না।

৮.২২ **গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য:** যে কোনো সরকার যে কোনো কিছু করতে পারে না। সাংবিধানিকভাবে মৌলিক পরিবর্তন করতে পারে না। ফলে সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতিতে যে ঐকমত্য হয়েছে তা বাস্তবায়ন করতে পারে কি না এ প্রশ্ন করা যেতে পারে। সংবিধানে যা নাই সে বিষয়ে মতামতের জন্যই তো অনুচ্ছেদ ১০৬। জুলাই সনদ যেহেতু একটি state of exception হতে উদ্ভূত পরিস্থিতি তাই এটি করা যাবে কি না তা আদালতের কাছে ন্যায্যতা চাওয়া যেতে পারে। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার স্বার্থে এটি করা হচ্ছে।

৮.২৩ **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) এর বক্তব্য:** আজকের বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, জুলাই ঘোষণার আলোকেই জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করা হবে। তখন সহ-সভাপতি বলেছিলেন যে, জুলাই সনদের সাথে জুলাই ঘোষণার কোনো সম্পর্ক নাই।

৮.২৪ **ড. বদিউল আলম মজুমদার (কমিশনের সদস্য):** জুলাই সনদ কমিশন প্রণয়ন করছে। জুলাই ঘোষণার সাথে কমিশনের কোনো সম্পর্ক নাই কারণ জুলাই ঘোষণার বিষয়ে কমিশনের কোনো রকম সম্পৃক্ততা ছিল না।

৮.২৫ **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) এর বক্তব্য:** গণভোটের বিষয় নিয়ে পত্রিকায় আলোচনা এসেছিল সেই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছিল জুলাই ঘোষণার ভিত্তিতে জুলাই সনদ করা হচ্ছে। গণভোটের বিষয়টি বিদ্যমান সংবিধানে নাই। জুলাই ঘোষণার ২৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "যেহেতু, বাংলাদেশের জনগণ যুক্তিসঙ্গত সময়ে আয়োজিতব্য অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদে প্রতিশ্রুত প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে দেশের মানুষের প্রত্যাশা বিশেষত তরুণ প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আইনের শাসন ও মানবাধিকার, দুর্নীতি, শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন ও মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় ব্যক্ত করছে।" যেহেতু সংবিধানেও নাই এবং জুলাই ঘোষণায় নাই তাহলে গণভোট বলা হয়েছে নির্বাচিত সংসদে এটি কার্যকর করা হবে। যেহেতু সরকার জুলাই ঘোষণা দিয়েছে সেহেতু এই ঘোষণায় সংশোধন আনতে হবে যে, গণভোটের মাধ্যমে কার্যকর করা হবে। যদিও জুলাই ঘোষণা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর বেশিরভাগের মতামত নেওয়া হয়নি এবং এটি সমালোচনার যোগ্য। যদি ২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রশ্ন তোলা যাবে যে, নির্বাচিত সংসদ এটি করবে। তাহলে কীভাবে কার্যকর করা হচ্ছে। কীভাবে সাংবিধানিক আদেশ হচ্ছে। এর ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। জুলাই সনদ অবশ্যই বাস্তবায়ন হবে এবং এর একটি ভিত্তি থাকবে। যে ভিত্তির মধ্য দিয়ে এটি বাস্তবায়ন করতে প্রত্যেকটি দল অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু বাস্তবায়নের বিষয়টি যদি দ্রুত চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে যায় তাহলে সেটি আকাঙ্ক্ষিত নয়। সকলের প্রত্যাশা যে, গত ৫৪ বছর ধরে বাংলাদেশ যেভাবে পরিচালিত হয়েছে ভবিষ্যতে সেভাবে পরিচালিত হবে না। আইনি সুরক্ষা নিয়ে যেন কোনো ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত না হয় সেজন্য এটি অবশ্যই নির্বাচিত সংসদে কার্যকর করতে হবে। কিন্তু পদ্ধতি কী হবে? গণভোটের বিষয়ে আপত্তি নাই। তবে গণভোটের বিষয়টি আরও সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। গণভোট কী ৮৪টি সুপারিশ নিয়ে হবে। তখন নোট অব ডিসেন্টের বিষয়টি কী হবে–চিন্তা করতে হবে। অথবা এটি একটি অঙ্গীকারনামা হবে যে, আগামী সংসদ জুলাই সনদকে কার্যকর করবে। ৮৪টি সুপারিশ নিয়ে গণভোট কার্যকর হবে না।

৮.২৬ **ড. বদিউল আলম মজুমদার (কমিশনের সদস্য):** শুধুমাত্র সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সাংবিধানিক আদেশ হবে এবং সেগুলো নিয়েই গণভোট হবে।

৮.২৭ **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) এর বক্তব্য:** জুলাই সনদের ভাষ্য পরিবর্তন করা না হলে কিছু দিনের মধ্যে প্রশ্নের মুখে পড়বে।

৮.২৮ **গণঅধিকার পরিষদের বক্তব্য:** জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সমস্যা পদ্ধতিগত নয় মনস্তাত্ত্বিক। বর্তমান সরকার এক বছরের অধিক সময় ক্ষমতায় আছে কারণ এ সরকার সংস্কার করবে বলেই ক্ষমতায় আছে। এই সরকারকে

সংবিধান সংস্কার করার ক্ষমতা, রাষ্ট্র সংস্কার করার ক্ষমতা গণ-অভ্যুত্থান দিয়েছে। সংবিধান মানলে সংবিধান সংস্কার করা যাবে না–যা সংবিধানেই আছে। বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মতামত অনুযায়ী বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা এ সরকারের আছে। এটি নিয়ে প্রশ্ন তুললে সরকারকে গণভোট করতে হবে। পুরানো পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে নতুন বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যই ২০২৪-এর রক্তাক্ত গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার একটি সরকারকে উৎখাত করা হয়েছে।

৮.২৯ **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) এর বক্তব্য:** জুলাই ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ ২২-এ বলা হয়েছে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিদ্যমান সংবিধান এবং সকল রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধন। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ের ব্যাখ্যা কি ইচ্ছা করে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে অথবা এটির ব্যাখ্যা আমলে নেওয়াই হয়নি–তা বোধগম্য নয়। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ ২৫-এ প্রতিশ্রুত প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে বলা হয়েছে। বর্তমান সরকার ইচ্ছা করলেই সংবিধান পরিবর্তন করতে পারে না। এর একটি প্রয়োজনীয় আইনগত পদ্ধতি রয়েছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে রাজনৈতিক দলগুলো অংশগ্রহণ করবে তারা নির্বাচন কমিশনে একটি হলফনামা দিতে পারে যে, নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করলে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করবে। যেহেতু জুলাই ঘোষণাপত্র ধরেই আলোচনা শুরু হয়েছে সেহেতু অনুচ্ছেদ ২২-এর নিয়মতান্ত্রিক কথাটির অর্থ হলো আগামী জাতীয় সংসদ।

৮.৩০ **আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) বক্তব্য:** যে সকল বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট আছে সেগুলোর সমাধান গণভোটের মাধ্যমে হতে পারে। প্রশ্ন আসছে যে সংসদ সুপ্রিম না কি গণভোট সুপ্রিম। এটির সমাধানের জন্য একটি গণভোট প্রয়োজন হবে। সংবিধান অনুযায়ী জনগণই সার্বভৌম। যে বিষয়ে একমত হওয়া যায়নি সেটি নিয়ে জনগণের কাছে যাওয়া যেতে পারে। সবাই একমত হলে এবি পার্টি দেশের স্বার্থে সংস্কারের যে কোনো সিদ্ধান্তে সমর্থন প্রদানে একমত। জুলাই সনদে সজ্ঞানে কিছু মৌলিক পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী সংবিধানের কিছু মৌলিক পরিবর্তনের ক্ষমতা সংসদের নাই। তবে গণভোটের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যেতে পারে। সংবিধানের প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা করার এখতিয়ার সুপ্রিম কোর্টের। যদি একমত হওয়া না যায় তাহলে অনুচ্ছেদ ১০৬-এর ভিত্তিতে আপিল বিভাগের কাছে মতামত চাওয়া যেতে পারে।

৮.৩১ **১২ দলীয় জোটের বক্তব্য:** বিশেষজ্ঞ প্যানেল থেকে সম্পূর্ণ একটি নতুন মতামত এসেছে। বিশেষজ্ঞ প্যানেলের আগের মতামতের সাথে একেবারেই মিল নাই।

৮.৩২ **সহ-সভাপতি:** পূর্বের মতামতে বিশেষজ্ঞ প্যানেল গণভোট এবং সাংবিধানিক আদেশের কথা বলেছিলেন। এখন তারা সম্পূর্ণভাবে আর্টিকুলেট করে একটি ডকুমেন্ট হিসাবে দিয়েছেন। নতুন প্রস্তাবটি পূর্বের সাজেশন অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মাধ্যমে প্রণয়নকৃত। বিশেষজ্ঞ প্যানেল একাধিক বৈঠকে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প বিবেচনা করে প্রাথমিক পর্যায়ে পাঁচ পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্যে সুপারিশ করে, এগুলো হচ্ছে অধ্যাদেশ, নির্বাহী আদেশ, গণভোট, বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ এবং ১০৬ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের মতামত চাওয়া। পরবর্তীকালে আরো বিস্তারিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫-এ অন্তর্ভুক্ত হওয়া বিষয়সমূহকে (যার মধ্যে ভিন্নমত/নোট অব ডিসেন্ট আছে) সেগুলো ৪ ভাবে বাস্তবায়নের জন্যে পরামর্শ দিয়েছেন। এগুলো হচ্ছে:

১. অধ্যাদেশ;

২. নির্বাহী আদেশ;

৩. গণভোট ও

৪. বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ।

সর্বশেষ বিশেষজ্ঞ প্যানেলের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ অর্থাৎ Special Constitutional Order না বলে Constitution Order এবং গণভোটের কথা বলা আছে। CO receives the assent of the people through a referendum and it will be validated with the effect from the date of its enactmen. ফলে বিশেষজ্ঞ প্যানেল অকস্মাৎ কিছু বলেন নাই।

৮.৩৩ **১২ দলীয় জোটের বক্তব্য:** বিশেষজ্ঞ প্যানেল অন্য ৪টি প্রস্তাব হতে সরে এসে একটিমাত্র বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করেছে আজকের প্রস্তাবনায়। সেখানে তারা জুলাই ঘোষণাপত্রের ২২ অনুচ্ছেদের কথা বলেছে যা ২৭ অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক। বিষয়টি নিয়ে ১০৬ অনুচ্ছেদে আদালতে যাওয়ার কথা অনেকেই বলেছে। রাজনৈতিক দলগুলো যে মতামত দিলো এবং আলোচনা করলো এর বাইরে গিয়ে শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মতামতই সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের কাছে জানতে চাওয়া যেতে পারে যে, আইনগত একটি ভিত্তি কীভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। সুপ্রিম কোর্টে যেতে অনেকের অনীহা আছে এবং সেখানে কোন প্রস্তাবগুলো নিয়ে যাওয়া হবে সেখানেও অনেকের দ্বিমত আছে। গণভোট সাধারণত নির্দিষ্ট বিষয়ে হয়। কতগুলো বিষয়ে গণভোট হবে–৮৪টি, ১৯টি নাকি ২০টি মৌলিক বিষয় নিয়ে। সেখানে নোট অব ডিসেন্টে কী হবে তা বলা হয়নি। ফলে গণভোট দেশের জনগণের জন্য জটিল হয়ে যাবে।

৮.৩৪ **সহ-সভাপতি:** পূর্বের বৈঠকে রাজনৈতিক দলের ৬টি মতামত নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ প্যানেলের ৪টি মতামত ছিল সেটিও দেওয়া হয়েছে। তার ভিত্তিতে ঐকমত্য হয়েছে যে, অধ্যাদেশ এবং সরকারি আদেশে করা যাবে। এতে একটি এগ্রিমেন্ট তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞ প্যানেল এবং রাজনৈতিক দল এক জায়গায় দাঁড়িয়েছে। সেটি সরকারকে জানানো হয়েছে। এখন একটি নতুন বিষয় বিশেষজ্ঞ প্যানেল দিয়েছে যা উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে পূর্বের সবকিছু যে বাদ দেওয়া হয়েছে তা কিন্তু নয়।

৮.৩৫ **১২ দলীয় জোটের বক্তব্য:** প্রধান উপদেষ্টার মাধ্যমে যে জুলাই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে সেটির প্রোক্লামেশন ছিল না। যার ফলে এই ঘোষণার অধীনে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তা সাংবিধানিকভাবে বাস্তবায়নযোগ্য নয়। আন্দোলন বা গণ-অভ্যুত্থানে নতুন সংবিধান লিখন বা গণভোট আয়োজন করতে হবে বাংলাদেশের পরিবর্তনের জন্য এগুলো ছিল না। আশু বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়ে অধিকাংশ দলের ঐকমত্য আছে। সর্বশেষ আইনগত ভিত্তির জন্য সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া যেতে পারে।

৮.৩৬।**জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডির বক্তব্য:** যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে সেগুলোর মৌলিক সংস্কারের প্রশ্নে আইনি ভিত্তি কী হবে তা নিয়ে আলোচনা করার দাবি করা হয়েছিল। একটি জায়গায় পৌঁছানোর জন্য সহনশীল ভূমিকা রাখবে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি। জুলাই সনদের যে সকল জায়গায় নোট অব ডিসেন্ট আছে সেই জায়গাগুলোতে কাজ করার সুযোগ আছে কি না তা বিবেচনা করা দরকার। অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট আছে। সেই ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনের জায়গাগুলোতে বাধাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। জাতীয় স্বার্থে ঐকমত্যের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করা বেশি দরকার। জুলাই সনদ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার হিসাবে ইশতেহারে রাখা যেতে পারে। একইসাথে এটির আইনি ভিত্তি দেওয়া দরকার। তবে আইনি ভিত্তি কীভাবে হবে তা বের করতে হবে। বিশেষজ্ঞ প্যানেলের প্রস্তাব নিয়ে নানা রকম আলোচনা আছে। আগামী সংসদের দুটি কাজ–একটি সংস্কার করবে আরেকটি হলো সরকার গঠন। এই দুটি কাজ করবার ক্ষেত্রে বৈধতা কীভাবে পাবে সে বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের মতামত নেওয়া যেতে পারে।

৮.৩৭ **সহ-সভাপতি:** গতদিনের আলোচনার ধারাবাহিকতায় জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিরুপণের মাধ্যমে একজায়গায় কীভাবে উপনীত হওয়া যায় তা বিবেচনার জন্য আজকের বৈঠক। গত বৈঠকে রাজনৈতিক দলসমূহের পক্ষ থেকে ৬টি এবং বিশেষজ্ঞ প্যানেলের পক্ষ থেকে ৪টি মতামত দেওয়া হয়েছে। তারই আলোকে আজকের বৈঠকে যা উপস্থাপন করা হয়েছে এর অর্থ এটা নয় যে, এগুলো কমিশন থেকে প্রস্তাব আকারে সরকারের নিকট পাঠানো হচ্ছে। অনেকেই হয়তো ভাবছেন যে কমিশন থেকে এগুলো সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হচ্ছে, তা কিন্তু নয়। অতীতে যে সকল প্রস্তাব রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে এসেছে এবং তার ওপর আইন বিশেষজ্ঞদের মতামত সংবলিত প্রতিবেদন বিবেচনার জন্য বৈঠকে উপস্থাপন করা

হয়েছে। কমিশন এ ব্যাপারে এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। বৈঠকের মতামত এবং আইন বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে সুপারিশ আকারে তা কমিশন থেকে সরকারের কাছে উপস্থাপন করা হবে। তিনি বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য উপস্থাপিত প্রতিবেদন এবং এর বাইরেও যদি আরো কোনো মতামত থাকে তাহলে তা বৈঠকে উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

৮.৪০ **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ-এর বক্তব্য:** 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে কমিশনকে ইতঃপূর্বে জানানো হয়েছে। বৈঠকে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ব্যাপারে সকল দল যদি একমত হয় তাহলে ঐকমত্যের স্বার্থে, দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের দলের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত মতামতের ব্যাপারে আরো নমনীয় হতে/সামান্য পরিবর্তন করতেও রাজি আছে বলে তিনি জানান। সকলে একমত হলে ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসরণ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের শরণাপন্ন হওয়ার বিষয়ে তারাও একমত। 'সংবিধান এবং জুলাই সনদ' কে যেন কোনোভাবেই একে অপরের মুখোমুখি হতে না হয় সে বিষয়টি সকলকে আন্তরিকতার সাথে দেখা দরকার বলে তিনি মনে করেন।

৮.৪১ **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর বক্তব্য:** সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলেও ১৩ মাস পরেও এ নিয়ে অনেক বিতর্ক করতে হচ্ছে এবং পরবর্তীকালে হয়তো আরো হবে। ২০২৪-এর ৫ই আগস্ট সংবিধান স্থগিত করে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যদি একটা বিপ্লবী সরকার গঠিত হতো তাহলে কোনো বিতর্ক হতো না। সকলে চাচ্ছে জুলাই সনদের একটা আইনি সুরক্ষা। এটা করার জন্য ১০৬ অনুযায়ী আপিল বিভাগে যাওয়ার ব্যাপারে তার দলের পক্ষ থেকে একমত পোষণ করেন।

৮.৪২ **নাগরিক ঐক্যের বক্তব্য:** জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদই ভালো অপশন। ১০৬ অনুযায়ী কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে ব্যাপারে স্ট্যাডি করে সামনে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে কমিশনের ভূমিকা রাখার পরামর্শ দেন। বিষয়টির ব্যাপারে কোর্ট যে রায় দিবেন তাতে তার দলের কোনো আপত্তি থাকবে না।

৮.৪৩ **বাংলাদেশ লেবার পার্টির বক্তব্য:** জুলাই সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর আইনি ভিত্তি তৈরির জন্য সংবিধানের ১০৬-এর ব্যাপারে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতের নিকট শরণাপন্ন হতে যদি কোনো বাধা/সমস্যা না থাকে তাহলে সেটি করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

৮.৪৪ **জাতীয় নাগরিক পার্টির বক্তব্য:** সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মৌলিক সংস্কারসমূহ পরবর্তী সরকার কর্তৃক সংসদের মাধ্যমে বাস্তবায়নের ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানান। গণপরিষদ গঠিত হলে ভবিষ্যতের সকল বিতর্ক দূর করা/সমাধান করা সম্ভব হবে। জুলাই সনদে সংবিধানের যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা রেখে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন হলে সংবিধানের ক্যারেক্টার পুরোপুরিভাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে। সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ এর ব্যাপারে কোর্টের শরণাপন্ন হলে কোর্ট জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পক্ষে রায় নাও দিতে পারে। তখন জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ভবিষ্যৎ শঙ্কায় পড়ে যাবে। আলোচনার মাধ্যমে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বর্তমান সরকারের আমলেই জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ব্যাপারে বৈঠকে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ব্যাপারে দলীয় ফোরামে আলোচনা করে মতামত প্রদানে কিছু সময়ের প্রয়োজন বলে জানান।

৮.৪৫ **ভাসানী জনশক্তি পার্টি এর বক্তব্য:** জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ব্যাপারে বৈঠকে উপস্থাপিত প্রতিবেদনটি পর্যালোচনান্তে যা বোঝা যাচ্ছে, তাতে বিশেষজ্ঞগণ যেভাবে বাস্তবায়নের মতামত দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ জুলাই চার্টার যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে যে ২৮টি আর্টিকেল আছে তার প্রতিটিই গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতের সকল বিতর্ক দূর করার লক্ষ্যে জুলাই সনদ কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা যায় সে ব্যাপারে অনুচ্ছেদ ১০৬ অনুযায়ী সুপ্রিমকোর্টের মতামত গ্রহণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

৮.৪৬ **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) এর বক্তব্য:** সংবিধানে এটা নেই ওটা নেই বলে সংবিধান সংস্কার করা যাবে না–এই ধারণাটি গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা-পরিপন্থি। রাজনৈতিক দলগুলো যদি জুলাই সনদের বাস্তবায়নের পদ্ধতির প্রশ্নে

নিজেদের অবস্থান থেকে নমনীয় না হয়, তবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পুরো প্রচেষ্টা মুখ থুবড়ে পড়বে যা জাতিকে এক গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দিবে। সুতরাং, জাতীয় স্বার্থে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা জরুরি, নতুবা গণভোট ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

৮.৪৭ **গণঅধিকার পরিষদ(জিওপি):** জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ব্যাপারে গণভোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যদি জনরায় বিপক্ষে আসে তাহলে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি শঙ্কা প্রকাশ করেন। এ সনদ বাস্তবায়নের জন্য জনগণ কমিশনকে ম্যান্ডেট দিয়েছে অর্থাৎ সরকারের আদেশেই এ কমিশন গঠিত হয়েছে। কিন্তু বিষয়টির ব্যাপারে সেভাবে ঐকমত্য প্রতীয়মানও হচ্ছে না। কোনো দেশেই সব কিছুর ব্যাপারে শতভাগ ঐকমত্য হয় না। ভিন্নমত তো থাকবেই। এ ভিন্নমতকে যতটা সম্ভব ঐকমত্যে নিয়ে আসার দায়িত্ব কমিশনের। তিনি এ ব্যাপারে কমিশনকে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ জানান।

৮.৪৫৮ **সহ-সভাপতি:** জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আসলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক জায়গা নয়। বাস্তবায়ন করবে সরকার, কোনো রাজনৈতিক দল করবে না। কমিশন থেকে পরামর্শ দেওয়া যায় এবং সেটা কমিশন থেকে দেওয়াও হবে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মতদ্বৈততা আরো কমবে এবং সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

৮.৪৯ **গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য:** আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যে পৌঁছার চেষ্টা করা উচিত। আজকে বৈঠকে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে। এর পক্ষে-বিপক্ষে অনেক যুক্তিই উত্থাপিত হয়েছে, কারণ দেশ একটি বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কারণ প্রত্যেকটি পরিস্থিতির একটি ইউনিক দিক রয়েছে। সেই জায়গাটি বিবেচনায় রেখে সক্রিয় সাবজেক্টিভ ভূমিকায় সকলের আসা দরকার এবং সেখানে পলিটিক্যাল যে এজেন্ডা আছে, কর্মসূচি আছে তাতে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সংঘাত বা শক্তি পরীক্ষা যদি ভবিষ্যৎ নির্ধারণের মাধ্যম হয় তা অবশ্যই সংকটের জায়গায় নিয়ে যাবে তা কোনো রাজনৈতিক শক্তি ও জনগণের জন্য মঙ্গলজনক হবে বলে তিনি মনে করেন না। সেই জায়গাটি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত এবং সেখানে ২টি প্রশ্ন আছে–অভ্যুত্থান কিংবা বিপ্লব যে নামে বলা হোক না কেন বিদ্যমান সাংবিধানিক প্রক্রিয়া স্থগিত রেখে অগ্রসর না কি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অথবা দুই এর মাঝামাঝি কোনো প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হবে কি না তা পরিষ্কারভাবে কমিশনের কাছে তিনি জানতে চান। কমিশনের মেয়াদ ১ মাস বৃদ্ধির বিষয়ে বলেন, সভা চললেই কেবল অগ্রগতি হয় তা কিন্তু নয়, অনেক সময় গতি থাকে কিন্তু অগ্রগতি হয় না। কমিশন এমন গতি চর্চা করবে যাতে সেখানে পশ্চাৎ গতি তৈরি না হয়।

৮.৫০ **সহ-সভাপতি:** কমিশন এখন পর্যন্ত কোনো অবস্থান নেয়নি। সবাই এক জায়গায় আসতে পারলেও, সম্ভাবনা কম হলেও কমিশনের মতামত সরকারকে প্রদান করা হবে এবং বাস্তবায়ন করবে সরকার। তবে কমিশন সকলকে এক জায়গায় নিয়ে আসার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

৮.৫১ **জাতীয় গণফ্রন্টের বক্তব্য:** নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য সকলের ঐকমত্য হওয়া কাম্য। তার দল মনে করে নির্বাচন পিছানোর কোনো সুযোগ নেই। তাই নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে, ঐকমত্য হতে হবে এবং সমঝোতায় পৌঁছাতে হবে। কিন্তু বিলম্ব করলে পানি ঘোলা হবে, তাতে জাতীয় সংকট সৃষ্টি হবে এবং গভীরতম সংকটের মধ্যে তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে।

৮.৫২ **গণফোরামের বক্তব্য:** জুলাই অভ্যুত্থানের পরে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো নানাভাবে বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে এবং জন-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হচ্ছিল না। তাই এগুলোকে সংস্কার করে রাষ্ট্র যাতে গণতান্ত্রিক কাঠামোতে পরিচালিত হয় সেই লক্ষ্যে তাদের দল সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে আসছে এবং এখনো তারা চান যে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন যে প্রস্তাবগুলো দিয়েছে এবং সেগুলো থেকে তারা যেগুলো ঐকমত্য পোষণ করবেন তা বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রয়োজন। বিশেষ করে জুলাই অভ্যুত্থানের পরে সেই আকাঙ্ক্ষাকে যারা ধারণ করেন তাদের মধ্যে ঐকমত্য ব্যতীত এই সংস্কার বাস্তবায়ন করা মোটেই সম্ভব নয়। সংবিধান ও আইনের কাঠামোর মধ্যেই চলতে হবে এবং এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। সোশাল মিডিয়া এবং কিছু প্রিন্ট মিডিয়া ৭২-এর সংবিধান এবং ড. কামাল হোসেনকে নিয়ে নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে। এছাড়া জুলাই সনদের ৩ নং ধারাতে স্বাধীন বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি এবং কাঠামোগত দুর্বলতা

নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। জুলাই ঘোষণাপত্র নিয়ে তাদের দ্বিমত থাকলেও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

৮.৫৩ খেলাফত মজলিসের বক্তব্য: আজকে বৈঠকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে The Legal experts panel-এর যে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। জুলাই ঘোষণাপত্রেই তাদের আপত্তি রয়েছে এবং সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ নিয়েও অনেক কথা হয়েছে তাও ত্রুটিপূর্ণ। সরকারের ৩টি কাজ হলো–সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে একটি স্বাভাবিক সরকার গঠিত হবে। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে The Legal experts panel-এর প্রস্তাব গ্রহণ করে একটি সাংবিধানিক অর্ডারের মাধ্যমে শুরু করা এবং গণভোটের মাধ্যমে শেষ করা এর বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আর জুলাই সনদ বাস্তবায়নের একমাত্র বৈধ ভিত্তি হলো গণভোট। এছাড়া সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

৮.৫৪ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া উদ্ভাবনই হচ্ছে এই আলোচনার বিষয়বস্তু। কারণ কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধি পাওয়ায় আলোচনার আরো সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং আজকে The Legal experts panel-এর পক্ষ থেকে কমিশনে যে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে, তার আগে আলোচনার একটি বিতর্কের অবসান হওয়া উচিত। সাংবিধানিক সরকার না কি গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষিতে জনগণের অভিপ্রায় গঠিত সরকার প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, বিপ্লবী সরকার ঘোষণা না দেওয়ায় এটাকে বিপ্লবী সরকার বলা যাবে না, কিন্তু বিপ্লব তো হয়েছে এটাই বাস্তবতা। তিনি একটি প্রস্তাব রেখে বলেন যে, জনগণের অভিপ্রায়কে সামনে রেখে সংস্কারের আলোচনার জন্য সাংবিধানিক সরকার এবং বিপ্লবী সরকার এর মাঝখানে এসে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। আর তা না হলে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে না। তাই সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদে যাওয়া ঠিক হবে না। আজকে কমিশন যে প্রস্তাব দিয়েছে এটিই শক্তিশালী প্রস্তাব এবং এর মাধ্যমে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি হোক এবং সেই ভিত্তিতে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আহ্বান।

৮.৫৫ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি)-এর বক্তব্য: বর্তমান সরকার সাংবিধানিক না বিপ্লবী বা মাঝামাঝি কী সরকার তা নির্ধারণ হওয়া প্রয়োজন। সরকারের মেয়াদ ১ বছরের বেশি হয়ে গিয়েছে। এ সরকার সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় আছে কি না তা এখন উপস্থাপন করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়েছে এবং সাংবিধানিক ধারাবাহিক সরকার হিসাবে তিনি ভাষণ দিয়েছেন। এখন তাঁকে প্রধানমন্ত্রী ডাকা হবে না কেন সেই প্রশ্ন উঠেছে। যদি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৬ অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের কাছে মতামত চাইবেন এবং সেটি যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে কেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতিরিকে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৬-এ গেলেন সুপ্রিম কোর্টের কাছে–সেই প্রশ্নও উত্থাপিত হয়েছে। তাহলে কী ফ্যাসিস্ট হাসিনার স্বাক্ষরে অ্যাডভাইজারি রুল রাষ্ট্রপতিকে দিলে ভালো হতো। রাষ্ট্রপতি চাইতে পারেন। সমস্ত কার্য রাষ্ট্রপতি করতে পারেন। কিন্তু বিদ্যমান সংবিধান অনুসারে ২টি কার্যক্রম বাদে অন্যান্য কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ কেন নেয়নি সে প্রশ্ন তো উত্থাপিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি অ্যাডভাইজারি রুল সুপ্রিম কোর্টের কাছে চাইলেন এবং সুপ্রিম কোর্ট সেই পরামর্শ দিয়েছে। সেই প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টেই উত্থাপিত হতে পারত যে, রাষ্ট্রপতি এটি এখানে পাঠাতে পারেন কি না। অনুচ্ছেদ ১১১ এবং ১১২ অনুসারে রাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী তখনকার বিদ্যমান এবং এখনকার বিদ্যমান জুডিশিয়ারি প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত নির্বাহী এবং জুডিশিয়ারির হায়ার ও লোয়ার সবাই মানতে বাধ্য। এখন যদি সেই প্রভিশনে না যাওয়া হয় এবং জুডিশিয়ারির কোনো সিদ্ধান্ত যদি নির্বাহী বিভাগ না মানে তাহলে রাষ্ট্রে সবসময় নৈরাজ্য হবে। এই জন্য এই কাভারেজগুলো দেওয়া হয়েছে। Legitimacy of the government এটিকে যে নামেই ডাকা হোক প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান এবং অন্যান্য উপদেষ্টাদের শপথ গ্রহণ করানোর জন্য সুপ্রিম কোর্ট মতামত দিয়েছে। সরকারের নাম হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং প্রধানের নাম হচ্ছে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টা। এই নামেই সরকার চলছে। শোনা গেছে এই legitimacy নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের একজন আইনজীবী রিট করেছিলেন যেটির শুনানি হয়নি। তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত যদি জুডিশিয়ারি দিত তাহলে

ভালো হতো। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শপথ গ্রহণের জন্য সুপ্রিম কোর্ট যে মতামত দিয়েছে তার ব্যাখ্যার জন্য তো তাদের কাছে আবার যাবে। তারা রিভিউ করে কী বলবে যে, আমরা যে মতামত দিয়েছিলাম তা বেআইনি। তাহলে রাষ্ট্র কোথায় দাঁড়ায়? এতে সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টি হয় এবং এর সুবিধাভোগী কে হবেন? এর ধারাবাহিকতা কী হবে? এটি কী কখনও চিন্তা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে বিপ্লবী সরকার। বিপ্লবী সরকার হয় নাই আবার সাংবিধানিক সরকার নিয়েও প্রশ্ন। কেউ কেউ বলছে মধ্যবর্তী সরকার অর্থাৎ অভিপ্রায়ের সরকার। সেই অভিপ্রায়টি কোথায় ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, জুলাই ঘোষণাপত্রে উল্লেখ আছে। সেই ঘোষণাপত্র অনুযায়ী লিগ্যাল এক্সপার্টদের পরামর্শ উপস্থাপন করা হয়েছে। একজনে বলেছে এটি source of power kit. আরেকজনে বলে source of aspiration, অথবা লিগ্যালিটি। কোনটি হবে? জুলাই ঘোষণাপত্র source of aspiration হতে পারে। তবে এর কোনো লিগ্যালিটি এখনও নাই। জুলাই ঘোষণাপত্রের দফা ২২, ২৫ এবং ২৭ এই তিনটি জায়গায় ৩ ভাবেই বিবৃত আছে। তবে মূল বক্তব্য একটি। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশের জনগণ সংবিধানের গণতান্ত্রিক সংস্কারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করছে এবং ২৫-এ বলা হয়েছে আয়োজিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদে প্রতিশ্রুত প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে মানুষের প্রত্যাশা পূরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। ২৭-এ বলা হয়েছে, এই ঘোষণাপত্র এবং গণ-অভ্যুত্থানকে উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। পরবর্তী নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদের সংস্কারকৃত সংবিধানের তফসিলে এই ঘোষণাপত্র সন্নিবেশিত করা হবে। এগুলো তো সব করা হবে, হয়েছে এমন তো নয়। যদি হয়েছে বলা হতো তাহলে সেটি নিয়ে প্রশ্ন উঠতো। করা হবে বলা হয়েছে। কোন ফোরামে করা হবে, কখন করা হবে সেটি ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন যদি করা হয়েছে ভিত্তি ধরে লিগ্যাল এক্সপার্টরা সেখান থেকে source of aspiration অথবা লিগ্যালিটি নিয়ে যে মতামত প্রস্তুত করেছে তা তাঁরা দিতে পারে যা আলোচনার জন্য ভালো। এখন প্রশ্ন আসছে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা আছে কি না। হ্যাঁ, আছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, জুলাই ঘোষণাপত্র ঐতিহাসিক এবং জাতীয় ঘোষণা সেই দফাগুলো এখানে উল্লেখ করা কতটা প্রাসঙ্গিক। হ্যাঁ, প্রাসঙ্গিক। কারণ এই ঘোষণাপত্র জাতির সামনে একটি বিশাল আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই অভিপ্রায় তো জনগণ ব্যক্ত করেছে। সুতরাং এই ঘোষণাপত্রটি ঠিক। কিন্তু সেটি ধারণ করার জন্য প্রক্রিয়া বলা হয়েছে, সময় বলা হয়েছে এবং ফোরাম বলা আছে। সারা জাতি এই পদ্ধতিকে ধারণ করে। গণ-অভ্যুত্থানের সেন্টিমেন্ট এটি, অভিপ্রায় এটি। এই সরকারকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন অন্তর্বর্তী, প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টা। প্রধান উপদেষ্টা রাষ্ট্রপরিচালনা করছেন নির্বাহী হিসাবে। এই নির্বাহী প্রধানকে নির্বাহী প্রধান হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে চ্যালেঞ্জড হওয়ার পরে জুডিশিয়ারি থেকে যদি কোনো সিদ্ধান্ত আসতো তাহলে এই প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যেত। সেটি তো আসেনি। তিনি এই সংস্কার কমিশন গঠন করেছেন, তিনি ঐকমত্য কমিশন গঠন করেছেন। তাহলে তো legitimacy দেওয়া হয়েছে। তা না হলে এখানে কীভাবে আসা হলো? সংস্কার কমিশনের রিপোর্টগুলো কেন চর্চা করা হলো। রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলো কীভাবে সমাধান করা যায়। সাংবিধানিক প্রশ্নগুলো কীভাবে সমাধান করা যায়। শুধুমাত্র সংবিধান সংক্রান্ত যে প্রস্তাবিত ঐকমত্যগুলো (নোট অব ডিসেন্টসহ) কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়–সেজন্যই তো দুই, তিনটি সভা হচ্ছে। লিগ্যাল এক্সপার্ট প্যানেল বলেছেন, The legal experts panel is advising the NCC to recommend to the Interim Government the following measures: এখানেই তো উদ্দেশ্যটি বলা আছে। শুধু সুপারিশ দিচ্ছে, সিদ্ধান্ত দিচ্ছে না। সেই সুপারিশগুলো জন্য তিনটি বিষয় আলোচনার জন্য ধরা হয়েছে।

(i) The interim Government may enact of Constitution Order (CO) under the authority of Article 22 of the July Declaration incorporating the core reforms envisaged by the July Charter 2025. The CO will be immediately effective.

immediately যদি Constitution Order স্বাক্ষর হয় এবং সংবিধানের ১৯টি বিষয় যদি এখনই কার্যকর হয় তাহলে সংবিধান সংশোধন হয়ে গেল। সেটি কারা আইনগত বৈধতা দিবে। এর ভিত্তিতে কারা জুডিশিয়ারিতে যাবে। এর ভিত্তিতে কারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। তাদের আইনগত বৈধতা যদি এর ফোরাম থেকে অনুমোদন দেওয়া হয় সেটি আগামীকাল জুডিশিয়ারিতে চ্যালেঞ্জ হবে না সেটি কী কেউ বলতে পারে। তখন সে ব্যাপারে কী আদেশ আসবে। সেই প্রশ্নের জন্য অনুচ্ছেদ ১০৬-এ

সুপ্রিম কোর্টের মতামতের কথা বলা হয়েছে। এই সরকার বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ অথবা অন্য কোনোভাবে এই সংবিধানের পরিবর্তন আনতে পারে কি না।

(ii) The CO may thereafter be put to a referendum to be held on the same date as the next elections. The CO may include the provision for referendum.

যদি সাংবিধানিক আদেশ ইস্যু হয় এবং সবাই যদি তা অনুমোদন করে এবং এটি সামনের নির্বাচনে আরেকটি ব্যালট দিয়ে রেফারেনডাম নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখানে দুটো দিক থাকতে পারে। সংসদ নির্বাচনে সংসদ-সদস্যদের ভোট দেওয়ার মধ্য দিয়ে জাতীয়ভাবে যে ভোটটি কাউন্ট হবে, যারা ভোট প্রদান করবে তার মধ্যে অধিকাংশ জনগণ যদি রেফারেনডামের পক্ষে ভোট দেয় সেটিকে হ্যাঁ বলা হবে। যারা মেজোরিটি ভোট পাবে তারাই তো সরকার গঠন করবে। এটি এমনিতেই তাদেরও প্রতিশ্রুতি আছে যে সংস্কার বাস্তবায়ন করবে। রেফারেনডাম দিয়ে এটি ডাবল করা হলো। সংস্কার প্রস্তাবে মৌলিক বিষয়গুলো আছে। সেগুলোর অনুমোদন নিতে গেলে রেফারেনডামে অবশ্যই যাবে। পূর্বের রেফারেনডাম এবং পরের রেফারেনডাম দুটোতেই কী যাওয়া হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। পরের রেফারেনডাম মাস্ট। মৌলিক বিষয়গুলোর ফাইনাল অনুমোদনের জন্য জনগণের কাছে যেতে হবে অনুচ্ছেদ ১৪২ অনুসারে। এখন কয়টি রেফারেনডাম করা হবে এবং সেটি জনগণ কীভাবে নিবে।

৮.৫৬ সহ-সভাপতি: আজকের আলোচনায় কমিশনের দিক থেকে বিভিন্ন রকম প্রস্তাব, বিশেষজ্ঞ প্যানেলের আগের প্রস্তাবের বিস্তারিত তারা যেটা দিয়েছেন সেটা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং কমিশনে উপস্থিত প্রায় সকলে তাদের বক্তব্য রেখেছেন। আজকের উপস্থিত প্রস্তাবকে অনেকেই বলেছেন যে এটি একটি নতুন প্রস্তাব। তাই নতুন প্রস্তাবের সাথে অন্যান্য প্রস্তাবের কাছাকাছি আসার জন্য সময়ের প্রয়োজন। যাতে দলগুলো পরস্পর আলোচনা করতে পারে। তিনি বলেন, অক্টোবরের শুরুর দিকে আবার আলোচনায় বসবেন। আর কমিশনের মেয়াদ ১ মাস বৃদ্ধি পেলেও ১ মাস নেওয়ার ইচ্ছা, আগ্রহ ও উদ্দেশ্য কোনোটাই তাদের নেই। সহ-সভাপতি উপস্থিত সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

[অতঃপর বিকাল ৫:০০টায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের অদ্যকার বৈঠক শেষ হয়]